অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সপ্তদশ খণ্ড

স্বামী স্বরূপানন্দ রচনাবলী
NAME OF THE BOOK

SL. NO	BENGALI	ENGLISH	TOTAL VOLUME
1	অখণ্ড সংহিতা	AKHANDA SANHITA	24
2	অসংযমের মুলচ্ছেদ	ASAMJAMER MULLOCHED	1
3	আদর্শ ছাত্রজীবন	ADARSHA CHATRA JIBAN	1
4	আত্মঘাঠন ও ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ	ATMAGATHAN O BRAHMACHARYA	1
5	আপনার জন	APNAR JAN	1
6	আয়ুর্বেদ চিকিৎসা	AYURVEDA CHIKITSA	1
7	বন পাহাড়ের চিঠি	BAN PAHARER CHITHI	2
8	বিধবার জীবন যজ্ঞ	BIDHABAR JIBAN JAGYA	1
9	বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য	BIHAHITER BRAHMACHARYA	1
10	বিবাহিতের জীবন যজ্ঞ	BIBAHITER JIBAN SADHANA	1
11	দিন লিপি	DINA LIPI	1
12	ধৃতঙ্গ প্রেম্ন্যা	DHRITANG PREMNNA	39
13	গুরু	GURU	1
14	তাঁর পবিত্র বাণী	HIS HOLY WORDS	1
15	জীবনের প্রথম প্রভাত	JIBANER PRATHAM PRABHAT	1
16	কর্মের পথে	KARMER PATHE	1
17	কর্ম্ম ভেরী	KARMA VERI	1
18	কুমারীর পবিত্রতা 6 খন্ডে	KUMARIR PABITRATA	6
19	মন্দির	MANDIR	1
20	মধুমল্লার	MADHUMALLAR	1
21	মঙ্গল মুরলী	MANGAL MURALI	1
22	মুর্ছ্না	MURCHANA	1
23	নবযুগের নারী	NABAJUGR NARI	1
24	নব বর্ষের বাণী	NABA BARSHER BANI	1
25	পথের সাথী	PATHER SATHI	1
26	পথের সন্ধান	PATHER SANDHAN	1
27	পথের সঞ্চয়	PATHER SANCHOY	1
28	প্রবুদ্ধ যৌবন	PRABUDDHA JOUBAN	1
29	সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ	SAMJAM PRACHARE SWARUPANANDA	1
30	সর্পঘাতের চিকিৎসা	SARPAGHATER CHIKITSA	1
31	সরল ব্রহ্মচর্য	SARAL BRAHMACHARYA	1
32	সংযম সাধনা	SANJAM SADHANA	1
33	স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব	STREE JATITE MATRIBHAB	1
34	সধবার সংযম	SADHABAR SANJAM	1
35	সাধন পথে	SADHAN PATHE	1
36	শান্তির বার্তা 3 খন্ডে	SHANTIR BARATA	3
	মোট বহি	TOTAL	105

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

সপ্তদশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪৩০

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক— সত্তর টাকা (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার) [2023]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-81-957962-2-9

ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি,২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/৩৭৯০

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম, ● দূরভাষ- (০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মালটিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

সপ্তদশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭১ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার সপ্তদশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে ষোড়শ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—

শ্রাবণ, ১৩৭১ বাংলা

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ধৃতং প্রেম্না-র সপ্তদশ খণ্ডের এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(সপ্তদশ খণ্ড)

—ঃ*ঃ—

(১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ত্যাগ তোমাকে মহনীয় করিল। সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলাম, শুধু একটা পাম্প আর একটা মোটর আসিবার দেরী ছিল। তোমার ত্যাগে তাহা দ্রুত আসিয়া পড়িল। সাঁইত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমার চোখের উপরে যেই মরুভূমি পিপাসায় বক্ষ-বিদারণ করিয়া দিয়া কেবল আর্ত্তস্বরে "জল" "জল" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, আজ তাহার আকণ্ঠ জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার সৌভাগ্য আসিয়াছে। এই প্রকল্পে যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছে, প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী জলাশয় খনন করিতে, পাম্পিং ষ্টেশান নির্ম্মাণ করিতে, পাইপ কিনিতে, বিদ্যুৎ আনিতে

যে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সময়োচিতভাবে একটা পাম্প ও মোটরের আগমনের অভাবে তাহার সবই ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে যাইতেছিল। এমন সময়ে তোমার দেওয়া মোটর এবং পাম্পটী আসিয়া পড়িল। বিপুল অর্থ ইহাতে ব্যয়িত হয় নাই, কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে আসিয়া পড়াতে আগেকার সবগুলি ব্যয়ের কৃতিত্ব যেন গিয়া তোমার শিরেই শোভা-বিস্তার করিল। তুমি ধন্য যে, ছোট্ট কাজটুকু ঠিক রোখের মুখে করিতে-পারিয়াছ। আগামী উৎসবে যখন জল সরবরাহের চমৎকারিত্বে অনেকেই মুগ্ধ বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে, তখন তোমার যশোগাথা কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে।

এখন বাকী রহিল চিঁড়ার কল, ডালের কল, আটার কল, তেলের ঘানি,—যাহার প্রত্যেকটাই বিদ্যুতে চলিবে। মালটিভারসিটির ছাত্রদের বিশুদ্ধ খাদ্যের সরবরাহ-ব্যবস্থাটা ভালভাবে চালু করিবার আগে আমি ছাত্রাবাস খুলিব না। এই জন্যই আমি ছাত্রাবাসের গাঁথুনির কাজ কতকদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া কলঘরগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্য জোরে চলাইয়াছি। ত্রিশ-বত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্যে এবং আঠারো ফুট প্রস্থে সাত খানা বড় বড় ঘর দিনের পর দিন পাশাপশি উঠিয়া যাইতেছে। হয়ত একমাত্র ছাদ ছাড়া বাকী কাজ তিন চারি মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। তারপরেই একটার পর আর একটা করিয়া মেশিন বসান শুরু হইয়া যাইবে। বাজারের পচা আটা আর ভেজাল তেল, আমি

আমার বিদ্যার্থীদের খাইতে দিব না। এ প্রতিষ্ঠানের পদনখাগ্র হইতে শিরের কেশাগ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে স্বাবলম্বনের উপরে দাঁড়াইবে। পূর্ব্বেকার কোনও প্রতিষ্ঠানের কোনও দুর্ব্বল বিলাসের অনুকরণ এখানে হইবে না।

তোমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা কর, তাহা হইলে অবশ্যই আমার পরিকল্পনার কতকাংশ ধরিতে পারিবে। কত জনেই ত' আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার গুরু কে? জবাবে আমি কি বলি জানো? আমার গুরু একজন ফরাসী, আর একজন জার্ম্মান। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলিয়াছেন—"Imposible is a word found in the dictionary of fools,—'অসম্ভব' এই কথাটা মূর্খদের অভিধানেই মিলে।" জেনারেল ভন বার্ণহার্ডি বলিয়াছেন, —"A perfect plan is half the work done.—নিখুঁত পরিকল্পনা যদি করিতে পার, তবে জানিবে, কাজের অর্দ্ধেক তোমার হইয়া গেল।"

বর্ত্তমানে নভোজলী বা ওয়াটার টাওয়ার তৈরীর কাজে আমরা ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। ব্যয় সম্ভবতঃ দশ হাজার টাকা পড়িবে। আমার দুর্ব্বল শরীরে আমি রৌদ্রে গিয়া কাজ দেখিতে পারি না বলিয়া সাধনা ছাতা মাথায় দিয়া সমগ্র দিন কাজ দেখিতেছে আর কুলী-কামিন লইয়া হৈ-চৈ করিয়া গলা ভাঙ্গিতেছে। আমি ঘরে বসিয়া নির্দ্দেশগুলি দিতেছি। নিত্যসুন্দর জমি কেনা-বেচা, খাজনা দেওয়া, সরকারী আফিসে জুলুম নিবারণের জন্য দশ রকমের তদ্বির করা, ধানবাদ পুরুলিয়া মারাফরি যাওয়া, এই সব কাজ

নিয়াই ব্যস্ত। প্রেমাঞ্জন আমার ঔষধ আর পথ্য নিয়া বিব্রত। বিষ্ণুপদ ডাকঘর সামলাইবার কাজে ধ্যাননিমগ্ন। প্রেমানন্দ গোমাতা গঙ্গাকে লইয়াই হাবুডুবু খাইতেছে। তারক পুরাতন আশ্রমে সরকারী রন্ধনশালায় চোঙ্গা ফুঁকিতেছে। হাত-পা-ভাঙ্গা জগন্নাথ স্বরূপ জীবন সাধনাকে নির্ম্মাণ কার্য্যে সহযোগ দিতেছে মাথায় একটা লাল গামছা বাঁধিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। ফাল্গুনমাসের আশ্রমের চিত্রটী হইতেছে এই। শীতটা হঠাৎ চলিয়া গিয়া রৌদ্র বিষম চড়িয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমরা যেই সময়ে এখানে বলিতে গেলে নিজ নিজ প্রাণ হাতে নিয়া কাজ চালু রাখিবার জন্য পাগলের মতন চঞ্চল হইয়া সাধ্যের অতীত শ্রম করিতেছি, তোমরা সেই সময়ে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া কি কি করিতেছ, তাহার হিসাব আমাকে দিতে পার? তোমরা অনেক দিন পরে পরে এক একটী করিয়া পরামর্শ-সভা করিতেছ, তাহাতে বড় বড় মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করা

হইতেছে, কার্য্য-তালিকা কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ হইতেছে এবং তারপরে তাহা দেরাজে ঢুকাইয়া রাখিয়া দিয়া তোমরা আগে যে যাহা ছিলে, সে তাহাই রহিয়া যাইতেছ। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। ধরিয়া লইলাম, ভারত সরকারের বড় কর্ত্তারা যেন দিল্লীতে বসিয়া চীন এবং অন্য প্রতিবেশী শত্রু-রাষ্ট্রের অন্যায় দমনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাই করিতেছেন। সেই সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানের ভারতীয় দূতাবাসগুলি কি কাজ করিতেছে? কক্‌টেল-পার্টি দেওয়া আর বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া তাঁহারা আর কিছুই করিতেছেন না। ভারতের অনুকূলে বিশ্বজনের মনে কোনও সমর্থক মনোভাব সৃষ্টি করিতে আজ পর্য্যন্ত এই সকল দূতাবাসের অধ্যক্ষ বা কর্ম্মচারীরা সফল হন নাই। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় এই সকল অপদার্থ লোকের অযোগ্যতা কেবলই ঘোষিত হইতেছে নিদারুণ আক্ষেপের সহিত। ইহার ফল কি শুভ?

আমি এখানে বসিয়া একটা বিরাট ভবিষ্যৎকে রূপায়ণের মধ্যে আনিবার চেষ্টায় নিয়োজিত। সেই সময়ে তোমাদের নিজ নিজ স্থানে তোমাদের কি কিছুই করিবার নাই? বসিয়া আছ কেন, তাহাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

না, এভাবে তোমাদের বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তোমাদের প্রত্যেককে অনুপূরক কর্ম্মতালিকা করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলে পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে হইবে। বসিয়া থাকিয়া কেবল আমাকে পত্র লিখিবে আর আমি মাসে পাঁচশত টাকার অধিক ডাক খরচ করিয়া তার জবাব দিব, এই আশা আর তোমরা করিও না। পত্র

লেখা এই জীবনে ঢের হইয়া গিয়াছে। আমার কয়খানা পত্র তোমাদের কার কাছে আছে, ইহা নিয়া আর আমি তোমাদিগকে গরব করিতে দিব না। তোমরা কাজে নামো। কাজে অবহেলা করিও না। কাজে আলস্য করিও না।

তোমাদের কাজ ইহা নহে যে, জনসাধারণের দুয়ারে দুয়ারে গিয়া আমার আশ্রম বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের জন্য চাঁদা তুলিবে। ভিক্ষা সংগ্রহের কুপ্রথার মস্তকে আমি পদাঘাত করিয়া আজীবন চলিয়াছি। সুতরাং এই একটা অতীব অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যের হাত হইতে তোমরা দীক্ষা পাইবার দিন হইতেই অব্যাহতি পাইয়া গিয়াছ। এখন যে কর্ত্তব্যগুলি তোমাদের হাতে রহিয়াছে, তাহা তোমাদের পক্ষেও প্রীতিকর হইতে বাধ্য, জনসাধারণের পক্ষেও অপ্রীতিকর বলিয়া এ যাবৎ কোথাও শোনা যায় নাই। আমার চিন্তা ও আদর্শের মধ্যে হিতকর ও বলিষ্ঠ যদি কিছু কেহ পাইয়া থাক, অমিতবিক্রমে তাহার প্রচার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আ[illegible]নিও।

তোমরা দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছ না, তোমাদের সবলতা দিনের পর দিন বাড়িতেছে, দ্রুত তাহার সাল-তামামি লও। একটা বছর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই এক বৎসরে তোমরা কোন্ কোন্ কাজ করিয়াছ ও বৎসরের প্রথম ভাগে যদিই কোনও প্রেরণাবশে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া থাক, তবে ভাল করিয়া হিসাব খতাইয়া দেখ যে বৎসরের শেষ দিক দিয়া তোমাদের কৃতিত্ব কিরূপ। বৈশাখ মাসে ঘী খাইয়াছিলে, এই ফাল্গুন মাসেও কি সেই ঘীয়ের গন্ধই হাতের আঙ্গুলে প্রত্যাশা করিবে?

তোমরা আত্মসন্তুষ্ট ভাব পরিত্যাগ কর। কর্ম্মীর কর্ম্ম সারা জীবন, ইহার মধ্যে বিশ্রাম বা পেন্‌শানের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমৃত্যু কর্ম্ম করিব এবং করিবার মত করিব। কেবল নিজেই করিব না, আরও দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ জনকে করিতে বাধ্য করিব। কর্ম্মের আমরা করিব মহোৎসব, খিচুড়ীর নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভালবাসার শক্তিতে কাজে জোর বাড়াইতে হয়। কাজে যখন

জোর বাড়ে না, তখন জানিবে, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভালবাসার ঘাটতি পড়িয়া গিয়াছে। প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখ এবং অপরকে তোমার দৃষ্টান্ত দিয়া ভালবাসিতে শিখাও। প্রেমরূপ মহাস্ত্র কর্ম্মযোগীর প্রধান প্রহরণ। ইহার সহায়তায় সে কোন্ অসাধ্য না সাধন করিতে পারে?

কাজ লইয়া কথা বড় বেশী হইতেছে। একটা মিটিংএ তোমরা দশ ঘণ্টায় যদি দুইটা প্রস্তাবও না নিতে পার, তবে মিটিং ডাকিয়া লাভ কি? আমার মতে সাধারণ ক্ষেত্রে পরামর্শ-সভাতে অর্দ্ধ ঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করা উচিত নহে। সময়কে তোমরা পরমায়ু বলিয়া জানিবে। যে সময়টুকু নষ্ট করিলে, ততটুকু পরমায়ু তোমার বৃথা গেল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটী একটী করিয়া প্রত্যেকটী লোককে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া যাইবার চেষ্টার নাম সংগঠন। তোমরা ছোট-বড় কাহাকেও বর্জ্জনীয় মনে করিও না। প্রত্যেকের প্রাণে সত্যের আগুন জ্বালাও, মিথ্যা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক।

তোমাদের মনে সাহসের অভাব ঈশ্বরে বিশ্বাসের অভাব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। যাহাদের সেবার জন্য জীবন ধারণ করিতেছ, তাহাদের প্রতি গভীর প্রেমের অভাবও সাহসকে খর্ব্ব করিয়া দিতেছে। তোমাদের দুঃসাহসী হইতে হইবে। বিপদে আপদে কোনও দৈববল বা নামী নেতা তোমাদের আসিয়া রক্ষা করিয়া দিয়া যাইবেন, এই ধারণা মন হইতে একেবারেই দূর করিয়া দাও, আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে শিখ। ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিলে আত্মশক্তি অটুট হয়।

ভাইবোনদের প্রত্যেককে ডাকিয়া কাছে আন। প্রেম সহকারে তাহাদিগকে প্রকৃত কর্ত্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা কর। আদেশ দিয়া নহে, ভালবাসিয়া অকর্ম্মণ্যদিগকে কাজে নামাইতে হইবে। চারিদিকে কর্ম্মের যজ্ঞানল জ্বলিয়া উঠুক। স্বার্থপরতা ও অবহেলা তাহাতে ধ্বংস হউক, ভস্ম হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্নেহ করা আমার স্বভাব, আশীর্ব্বাদ দেওয়া আমার ধর্ম্ম,

তোমাদের প্রতি জনের কুশলে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমাদের ভালবাসিয়া আমি এমন কোনও নূতন কাজ করিয়া ফেলি নাই, যাহাতে অবাক্ বা পুলকিত হইবে। পৃথিবীজোড়া বায়ুপ্রবাহের ন্যায় আমার স্নেহ-ভালবাসাকে তোমরা তোমাদের অতি স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-বায়ু বলিয়া জানিও।

আমার এই ভালবাসা তোমরা বিনা মূল্যে পাইয়াছ, ভগবানের দেওয়া প্রাণবায়ু যেমন ভাবে পাইয়াছ। সকলকে ভালবাসিয়া ইহার সদ্ব্যবহার কর। যতদিন তোমরা জগতের প্রতিটি প্রাণীকে ভাল না বাসিবে, ততদিন আমি সন্তোষ অর্জ্জন করিতে পারিব না। ভালবাসার সম্পদে তোমরা সমৃদ্ধ হও, সমস্ত জগৎ ভালবাসায় পরিপ্লাবিত কর।

ভাল না বাসিলে ত্যাগ আসে না, ভয় দূরে যায় না, কর্ম্মপ্রেরণা জাগে না। আমি তোমাদের প্রতিজনের কাছে কিসের প্রত্যাশী, তাহা তোমরা অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর। তোমরা তোমাদের সমস্ত নিপুণতা এবং সামর্থ্য যুক্ত কর জগন্ময় ভালবাসার মহোৎসব জমাইয়া তুলিবার কাজে। সেই প্রেমের কথা বলিতেছি, যাহা আত্মোৎস্বর্গে সমুজ্জ্বল, যাহা পরার্থে মধুর, যাহা সর্ব্ব-কলঙ্ক-বর্জ্জিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ রক্ষা করা সংগঠনের ব্যাপারে একটা বড় কথা। যোগাযোগহীনতা প্রবল সংগঠনকেও দুর্ব্বল করিয়া দেয়, অনেক সময়ে এমন কি বিফল পর্য্যন্ত করে। সমগ্র জেলাটা জুড়িয়া এমন যোগাযোগ সৃষ্টি কর, যাহা দাঙ্গা, ভূকম্প, বন্যা বা রাষ্ট্রবিপ্লবেও কদাচ বিচ্ছিন্ন হয় না। ভারতের কুভাগ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব নাই, এমন কথা মনে করিবার মত কিছু বিগত চৌদ্দ-পনের বছরে হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু বিপ্লব, যুগান্তর, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, হস্তান্তর, রূপান্তর, ভাগ্যান্তর, আর দুঃখান্তর যাহাই যখন ঘটুক, তোমাদের কাজ অপ্রতিহত বিক্রমে তোমরা চিরকাল চালাইয়া যাইবে। ভাগ্যবিধাতাদের ভাগ্যচ্যুতি, দুর্ভাগাদের ভাগ্য রোহণ আদি উৎপাতজনক দুরবস্থার মধ্যেও তোমাদের কাজ তোমাদের অমিতপরাক্রমে চালাইতে হইবে, থামিলে চলিবে না। এই একটী মাত্র কারণেই আমি তোমাদিগকে রাজনীতির বাহিরে থাকিবার জন্য সর্ব্বদা নির্দ্দেশ দিয়া থাকি।

দেশ বা জগতের কয়টী দিনের ভবিষ্যতের কথা নেতারা দেখিতেছেন বা ভাবিতেছেন? আমি ভাবিতেছি, তিনশত বৎসরের

পরের কথা। আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর এবং দ্বিধাহীন আনুগত্যে প্রত্যেকটী আদেশ পালন কর।

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতকে লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টায় নামিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। সৎসঙ্গীত সৎ মানুষ তৈরী করে, সৎ জাতি সৃষ্টি করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। এতদিন পরে অতি কষ্টে সামান্য অর্থ হাতে করিয়া তুমি পুনরায় পরীক্ষার দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় ঝাঁপ দিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কৃতকার্য্য হও।

বিফলতাকে সাময়িক একটা দুর্ভোগ মাত্র গণনা না করিয়া স্থায়ী একটা দুর্ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করার মতন কাপুরুষতা আর কিছু নাই। অসাফল্যকে সর্ব্বদাই সাময়িক পরাজয় মাত্র গণনা করিতে হইবে। পুনরায় সাফল্য অর্জ্জনের জন্য বীর-পরাক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে। তোমার চরিত্রে এই পরাক্রম দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।

তোমার স্থানীয় গুরুভাইরা তোমার দুঃখের দিনে সহায়তা

দিবার জন্য অগ্রসর হয় নাই জানিয়া তাহাদের এই কুণ্ঠিত ব্যবহারে অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছি। ভাই ভাইকে ভালবাসিবে না, ইহা শুনিতে অবাক্ লাগে। তবে গুরুকে যে ভালবাসে না, সে গুরুভাইকে ভাল বাসিবে কি করিয়া? আমি ত' আমাকে ভালবাসিতে কাহাকেও শিক্ষা দেই না। ইহা অন্য গুরুদেবের কাজ, আমার নহে। কিন্তু সাধন যাহারা করে, গুরুর প্রতি ভালবাসা তাহাদের আপনা আপনি হয়। আমার মনে হয়, তোমার ওখানকার গুরুভাইরা কেহ সাধন করে না।

কিন্তু ইহার পূর্ণ প্রতীকার তোমারই হাতে। ইহারা দীক্ষা নিল, সাধন করিল না, ইহাদের মানুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইল। সেই দিকে না তাকাইয়া তুমি নিজের সাধনে নিজে মনোযোগী হও। তুমি নিজে নাম-সাধনে একেবারে ডুবিয়া যাও। তুমি যদি সাধক হইতে পার, তোমার সংস্পর্শে এবং দৃষ্টান্তে তোমার অনেক অসাধক গুরুভ্রাতা ও অসাধিকা গুরুভগিনী আপনা আপনি সাধন-মার্গারূঢ় হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর
২৮শে ফাল্‌গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমাকে আলাদা করিয়া পত্র লিখিতে হয় না। অকপট ভক্তের অন্তরের প্রার্থনা আমি সহস্র যোজন দূর হইতে জানিতে পারি। সঙ্গত প্রার্থনা পূর্ণও করি। তোমরা আমাকে পত্র লিখিতে ব্যস্ত হইও না।

এত পত্র পড়িবার অবকাশ কোথায়? আমার সেক্রেটারী নাই, কেরাণী নাই,—নিজেই সব পড়ি, নিজেই জবাব লিখি। নূতন ডাকঘরের ভ্যালিউ রিটার্ণ এই সেই দিন নেওয়া হইল। দেখা গেল, ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার নিকট তিন হাজারের উপরে সাধারণ ডাকের চিঠি এবং এক শতের উপরে একস্‌প্রেস ও রেজিষ্টার্ড চিঠি আসিয়াছে। পত্রগুলি ছুঁই, যেটা ভাল লাগে, খুলি। দৈনিক এক শতের বেশী পত্র পড়িতে পারি না, সত্তর-আশিখানার বেশী জবাবও দিতে পারি না।

তোমরা প্রত্যেকে আত্মোন্নতি সাধনে যত্নবান হও। বর্ত্তমান হীনাবস্থায় কেহ তুষ্ট হইয়া থাকিও না। যে যুগে বিনা চাষে ভূমিতলে নীবারকণা সংগ্রহ করা যাইত, সেই যুগ নাই। এখন জীবন-সংগ্রামের যুগ। এ যুগে দারিদ্র্যে সন্তোষ কোনও কাজের কথা নহে। তোমরা তোমাদের আর্থিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য আগ্রহী হও। অনুন্নত, অবনত, অধঃপাতগ্রস্ত হেয় জীবন কেন যাপন করিবে?

কিন্তু নিজের উন্নতির সহিত সমগ্র দেশ ও জগতের উন্নতিকে অভেদ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। তোমার অধঃপাতে দেশের

অধঃপাত, তোমার উন্নতিতে বিশ্বের অভ্যুদয়। চিন্তায় ও কার্য্যে তোমরা এই আদর্শের রূপায়ণ কর। বৃথাই মনুষ্যজন্ম পাও নাই। এই জন্মকে সার্থক করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ   মঙ্গলকুটীর
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রত্যেকটী ব্যক্তি যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করে, তবে ত' ধরণী স্বর্গ হইয়া যায়। পৃথিবী নরককুণ্ডে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই ত' তোমাদের কাছে চেষ্টা, উদ্যম, সাহস, প্রেরণা ও আত্মোৎসর্গ প্রত্যাশা করি। জগতের ঘটনাবলীর ধারা, মানুষের চরিত্রের ঢং সবই তোমাদের পৌরুষ-বলে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। অদৃষ্টে নির্ভর আর নহে, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাহুবল প্রয়োগ কর। যাহারা অত্যাচার করিতেছে আর যাহারা অত্যাচার করিতে দিতেছে, শক্তিশালী এই উভয় সম্প্রদায় মনুষ্যসভ্যতার পরম শত্রু। দেব-মানবের সৃষ্টি করিয়া ইহাদের প্রত্যক্ষ উৎপীড়ন ও পরোক্ষ প্রশ্রয় নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত আদি মহামারীর ন্যায় বক্তৃতা দেওয়া এবং বক্তৃতা শোনাও দুইটী রোগ। এই রোগে যাহাদের পায়, তাহারা হয় সারা জীবন বক্তৃতাই দিবে, নয় সারা জীবন বক্তৃতাই শুনিবে, কিন্তু কাজ করিবে না। এই জাতীয় অপদার্থেরা সাময়িক হুজুগ বেশ জমাইতে পারে কিন্তু ইহাদের দ্বারা স্থায়ী কুশল কিছু হয় না। তোমরা প্রতিজনে বক্তৃতার মোহ পরিত্যাগ কর। আমি যে এক এক সময়ে বৎসর দুই-বৎসর ধরিয়া মৌনী হইয়া থাকিতেছি, তাহা হইতে কি কিছুই শিক্ষা তোমরা গ্রহণ করিবে না?

অনেক বক্তৃতা আমিও দিয়াছি। দিয়া তাহার ফলাফল তৌল করিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, বক্তৃতা যশ দেয়, কর্ম্মশক্তি দেয় না। প্রকৃত কর্ম্মী কম কথা বলে।

তোমরা মানুষের মধ্যে জ্ঞানের অগ্নিশিখা নিয়া প্রবেশ কর। এই কাজে আলস্য রাখিও না। আসল কাজ না করিয়া কেবল নকল হুজুগে মত্ত হইও না। স্থলবিশেষে হুজুগের প্রয়োজন আছে

কিন্তু জীবন ভরিয়াই হুজুগ করিলে জীবনটা কি মানুষের জীবন থাকে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পিতা, মাতা, পুত্র কন্যা সবাই মিলিয়া একই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ, ইহার চাইতে সুখের ব্যাপার আর কিছুই থাকিতে পারে না। তোমাদের প্রত্যেকের জীবন সাধনময় হউক এবং এই সাধনার সিদ্ধি বংশানুক্রমে তোমাদের পরবর্ত্তী পুরুষগুলিতে প্রসারিত হউক। আমি যেই নূতন জগতের দিকে তাকাইয়া আজীবন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছি, তাহার আবির্ভাব তিনশত বৎসরের পরে অর্থাৎ তোমাদের নবম পুরুষে ঘটিবে। বংশানুক্রমিক এই নয়টী জন্মধারা বহিয়া একই মন্ত্র, একই তন্ত্র, একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্যে, একই চেষ্টা, একই পৌরুষ তোমাদের সাধনার ধন হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(১৩)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্কী
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তুমি যখন অনেক ছোট্ট ছিলে, তখন তোমাকে নিয়া উঠিয়াছিলাম পুপুন্কীর পুরাতন আশ্রমের ওয়াটার টাওয়ারের ছাদ ঢালাই করিতে। পায়ে ছিল কার্ব্বাঙ্কল, মৃত্যুতুল্য কষ্ট সহিতে সহিতে উপরে উঠিয়াছিলাম, ঐ কষ্ট সহিতে সহিতে সারা দিনের রৌদ্র মাথায় করিয়া সন্ধ্যা তক্ ঢালাই শেষ করিয়াছিলাম। তুমি মাঝে মাঝে কংক্রিটের মধ্যে কর্ণি চলাইয়াছিলে।

ঠিক সেইরূপ একটা ঘটনা কাল ঘটিয়া গেল। পরশুর পূর্ব্বদিন বিকালে হঠাৎ মঙ্গলকুটীরের সামনে পড়িয়া গেলাম। কেন পড়িলাম, বুঝিলাম না, কিন্তু ডান পা-টি মচকিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া গেল এবং তীব্র যন্ত্রণা সুরু হইল। দুইটা রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাই নাই, অর্থাৎ ঘুমাইতে পারি নাই, চীৎ হইয়া শুইয়া পা-টাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছে। চমৎকার এক অবস্থা। তার মধ্যেও দিনে বেদনা অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া অতি কষ্টে খান পনের চিঠি লিখিয়া ডাকে দিয়াছি। কিন্তু কাল নূতন আশ্রমের অর্থাৎ মালটিভারসিটির "নভোজলী"র (Water Tower এর) ভিত্তির দিকে দারুণ ঢালাইএর কাজ, কাল ত' আর শয্যায় শুইয়া পড়িয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং

আসিতেই হইল, কাজ করিতে হইল। কাজ সুসম্পন্ন হইবার পরে স্ট্রেচারে করিয়া সবাই আনিয়া অন্নঘরে শোয়াইয়া দিল। এই কয় দিনে এই সর্ব্বপ্রথম চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইলাম। কর্ত্তব্য পালন করিয়া তারপরে নিদ্রা কি তৃপ্তির!

দেখ, সদ্‌বুদ্ধির দান বৃথা যায় না, সদিচ্ছার সেবা প্রকৃত কাজে লাগে। ছাতাবাদ কলিয়ারির শ্রীমান প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় চারি বৎসর পূর্ব্বে দামী একটা বেতের ইজি চেয়ার দিয়াছিল। এতদিন তাহা কোনো কাজে আসে নাই। কাল কাজে আসিল, কাল তাহা স্ট্রেচারের কাজ করিল। মঙ্গলকুটীর হইতে খঞ্জ আমাকে এই চেয়ারটিতে বসাইয়া চারিজন বলিষ্ঠ লোক যখন আমাকে "নভেজলী"র দিকে নিয়া আসিতেছিল, তখন এই প্রবোধের সাত্ত্বিক চিত্তটার কথা বারংবার আমার মনে পড়িতেছিল। বসিয়া বসিয়া কাজ দেখিবার মত ক্ষমতা শরীরে ছিল না, তীক্ষ্ণ বেদনা বাংরবার আমাকে পীড়া দিতেছিল। তাই ঐ প্রবোধেরই দেওয়া একটী ফিতার খাটিয়া ঐ স্থানে পাতা হইল। ছাতা মাথায় দিয়া লম্বা হইয়া কখনো বা কাত হইয়া শুইয়া শুইয়া বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত কাজ দেখিলাম, কাজ সমাপ্ত করিলাম, কর্ম্মসমাপ্তির আনন্দ নিয়া ঘরে ফিরিলাম।

আর সাধনাও কংক্রিট মিলাইবার জায়গায় একটা মোড়া পাতিয়া বসিয়া সকাল সাড়ে আটটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত কাজ দেখিয়াছে। অতীতের এক আহত চরণ পুরাতন আশ্রমের

"নভোজলী"র সাক্ষী ছিল, বর্ত্তমানে অন্য আহত চরণ মালটিভারসিটির "নভোজলী"র সাক্ষী রহিল।

সংবাদটা সাধারণকে দিবার মতন নয় কিন্তু মা সেই পুরাতন স্মৃতির তুমি ছিলে সাক্ষী। বর্ত্তমান স্মৃতির সাক্ষী সাধনা। দুই নভোজলী তোমাদের দুই জনকে মনে রাখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

৩০শে ফাল্‌গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে দুঃখের বারতা শুনাইয়াছ। এই তরুণ বয়সে তোমার স্বামী তোমাকে একটী কন্যা উপঢৌকন দিয়া তোমার উপরে চরিত্রদোষ আরোপ করিয়া তোমাকে চিরতরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। স্বামী যদি চরিত্রহীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে শাসন করিবার উপযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা নাই বলিয়াই সে তোমাকে ত্যাগ করিতে সাহস পাইয়াছে এবং তোমাকে ত্যাগ করিবার পরে অন্য পত্নী লাভ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। কিন্তু তুমি ত' মা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না! তোমার শীল ও সংস্কার, তোমার চরিত্র ও নীতি, তোমাকে পতিবিরহের

দুঃসহ দুঃখ সহিবারই দিবে প্রেরণা। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন দুঃখের দহনে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাঁটি সোনা হও, তোমার জীবনে যেন কোনও খাদ না মিশিতে পারে।

তুমি তোমার যোগ্যতা বর্দ্ধনে চেষ্টা কর। সামান্য একটু লেখাপড়া জানো, দেখিতেছি। আরও বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা কর। কোনও শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কর। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার চেষ্টা কর। জিদ্ করিয়া লাগিলে কোনও না কোনও একটা উপায় বাহির হইয়া যাইবে। নিজেকে তুমি নিঃসহায়া বলিয়া জ্ঞান করিও না। নিজের জন্য রাস্তা বাহির করিতে চেষ্টিতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি পরমেশ্বরের অদৃশ্য সহায়তা লাভ করিবে।

কদাচ ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না। কখনো ভগবানের নাম ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

৩রা চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বাংলা দেশের একটী অংশে, যাহা সেদিনও সমগ্র বাংলার সহিত যুক্ত ছিল, যুবতী নারীদের প্রকাশ্য বাজারে নিলামে বিক্রয়

করা হইতেছে আর আমরা তাহা কাণ পাতিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছি। নাদির শাহ দিল্লী হইতে যেদিন দশ হাজারের অধিক ভারতীয় যুবতীকে এমনি করিয়া নিয়া গিয়া পারস্যের রাজধানীতে প্রকাশ্য রাজপথে বিক্রী করিয়াছিল আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার চিরদাসী করিয়া দিতেছিল, সেদিনও আমরা এমনি করিয়া নিঃশব্দে সব শুনিয়াছি, আমাদের মধ্যে প্রতীকারের বুদ্ধি আসে নাই। প্রতীকারের বুদ্ধি আসিলে ভারতীয় ধর্ম্মের আচার্য্যেরা কেবলই উচ্চ উচ্চ দার্শনিক চিন্তা পরিবেশন করিয়া জগতের ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া ফেলিলেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কারে সঙ্গে সঙ্গে নামিতে হইত। ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মপ্রচার করিলেন আর একদল ধর্ম্মভীরু কর্ম্মে-অলস শ্রমে-অক্ষম ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যা। পরম সম্বর্দ্ধনায় বাড়িতে লাগিল,—ইহা হইতে পারিত না। সেদিন প্রতীকারের চিন্তা হয় ত' এক গুরুনানক ছাড়া আর কেহ সজীব ভাবে করেন নাই।

আজ প্রতীকার-চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছে। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ মস্তিষ্ক আলোড়িত কর এবং উপায় বাহির কর। সেই উপায়ের পথে পরের ছেলেমেয়েদিগকে পরিচালিত না করিয়া নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের পরিচালিত কর। নিজেদের উপরে দায়িত্ব নাও। নারীত্বের এই লাঞ্ছনা জগতের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে।

আমাকে তুমি কত দিন ধরিয়া দেখিতেছ? ষোল আঠারো বছরের কম হইবে না। আমাকে কদাচ কাপুরুষের মত চলিতে বা বলিতে দেখিয়াছ? আমার ভিতরে মিথ্যার ও অন্যায়ের সহিত আপোষ করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়াছ? তুমি ত' আমার সন্তান। আমি তোমার কাছে কি প্রত্যাশা করিব? প্রেম প্রেম বলিয়া চীৎকার করিলেই প্রেম আসে না। প্রেম আর অহিংসার প্রসিদ্ধ পূজারীদের মধ্যে অত্যধিক যশস্বী লোকগুলিকেই প্রবল অপ্রেমী এবং দারুণ হিংসক বলিয়া দেখা গিয়াছে। সত্যের প্রতি প্রেম আসিলে ন্যায়-বিচারের প্রতি প্রেম আসে। ন্যায়কে রক্ষা করিয়া যে কাজ করে, সে অপ্রেমিক হয় না। ন্যায়ের দম্ভ আছে, ন্যায়ের সাহস নাই,—ইহাই যেখানে নেতাদের চরিত্র, সেখানে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে অগ্নিবীণা বাজাইয়া চলার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ — অন্নঘর, পুপুন্কী

৩রা চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেক দিন হয় দোমোহনী হইতে আসিয়াছি, আবার যাইবার কথা ছিল, ফুরসুৎ হয় নাই। আপাততঃ হইবেও না। শরীরের

বেহাল অবস্থায় আমাকে সাবধানে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। এক মাস পরে মাল হয়ত যাইব, তোমরা যে যে পার, যথাকালে সেখানে আসিয়া দেখা করিও।

আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় কম পক্ষে বিয়াল্লিশ বৎসর। এই সময়-মধ্যে আমার কি মূর্ত্তি বারংবার দেখিয়াছ? আমার পৌরুষপূর্ণ বীর্য্যবন্ত জীবন এই সময়ে যদি কিছু দেখিয়া থাক, কেন তবে তাহার প্রতি নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের আকৃষ্ট করিলে না? আমি ত' তোমাদের কাছে ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমার মরদেহ খসিয়া পড়িলে তোমরা আমার প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিবে বা ঐ পূজা সাড়ম্বরে প্রচলন করিয়া জগৎকে ধন্য করিবে, এই জন্যই কি আমি নীরব তপস্যা ছাড়িয়া কঠোর কর্ম্মরণাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিলাম? আমার নামকে আশ্রয় করিয়া দলে দলে কাপুরুষেরা সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য এবং সমস্যা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কোনও প্রকারে দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনটাকে আস্তাকুড়ের আবর্জ্জনার মতন মূল্যহীন সম্ভ্রমে রক্ষা করিতে থাকিবে, ঐরাবতের ঘরে যত পাটনাই ইন্দুরের জন্ম হইতে থাকিবে, ইহাই কি আমার সমস্ত জীবনের কঠোর কৃচ্ছ্রের ফলশ্রুতি? তোমরা নিজেদের জীবনের মূল্য বুঝিতে চেষ্টা কর এবং মানুষকে তাহার প্রকৃত কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

অয়াচক আশ্রম বা অন্নঘর, পুপুন্‌কী

৩রা চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা বারুদের স্তূপের উপরে বাস করিতেছ। যাহারা ব্যাপক ভাবে লুণ্ঠন ও নারীনির্য্যাতনকে ধর্ম্মীয় বাহাদুরী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে, এমন লোকদের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় যেন এক একটা পকেটে মাত্র বাস করিতেছ। তোমাদের মধ্যেও যে ভবিষ্যতের চিন্তা আসে না, ইহা ভাবিয়াই ত' আমি আকুল হইয়াছি। একজন দুইজনে নহে, শত সহস্র জনে কবে তোমরা প্রতীকারপন্থী হইবে? বলহীনেরা কাঁদিতেই পারে, প্রতীকার করিতে পারে না। দুর্ব্বলেরা কেবল অভিযোগই করে, অত্যাচার নিবারণ করিতে পারে না। আর, অকর্ম্মণ্যেরা কেবল কথারই জাল বুনিতে পারে, কাজ করিতে পারে না। তোমরা শক্তি-অর্জ্জনে আগ্রহী হইতেছ কি? তোমরা পাপের মূলোৎপাটনের দুঃসাহস অর্জ্জন করিতেছ কি? তোমরা কথা কমাইয়া কাজকে বেশী দামী বলিয়া মনে করিতেছ কি?

কথা যাহাতে কমে, কাজে যাহাতে মন বসে, তাহারই জন্য আমি তোমাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও যৌগিক উপদেশ সমূহ আবাল্য দিয়া আসিতেছি। আমি আট বছর বয়স হইতে গুরু

হইয়াছি আর তোমাদের মধ্যে অনেকে আট বছর বয়সের কিঞ্চিৎ পরে আমার জীবনের সংস্পর্শে আসিয়াছ। তোমরা জানিয়াছ, আমি যাহা দিতেছি, তাহা অমৃত, কিন্তু হায় কেবল নামই শুনিয়াছ, চাখিয়া দেখ নাই।

একক সাধনে একার মুক্তি। আমি বিশ্বের মুক্তি চাহি। তাই তোমাদিগকে সমবেত সাধনার যুক্তি দিয়াছি। কিন্তু কয়জনে সেই পরমযুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশ পালন করিতেছ? সকলকে লইয়া প্রেমভরে একত্র সাধনে বসিয়া কিছুদিন দেখ যে, ইহার শক্তি কত। পরখ না লইয়া এমন পীযূষ-তুল্য বস্তু কি করিয়া তোমরা ত্যাগ কর?

তোমাদের জেলাতেই এক লক্ষ লোক লইয়া সমবেত উপাসনা করিব বলিয়া একদিন উদ্যমী হইয়াছিলাম। লক্ষ লোক একপ্রাণ হইবে, লক্ষ লোক সমমন হইবে, লক্ষলোক সমকণ্ঠ হইবে, তবে না এই চেষ্টা সফল হইবে! তোমরা লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছ কোথায়? সাময়িক হুজুগ ছাড়া আর কিছু ত' কোথাও হইতেছে না। তোমাদের চেষ্টায় স্থায়িত্ব কেন আসিতেছে না?

কর্ম্মে প্রেম চাই। তবে কর্ম্ম মধুময় হয়। কর্ম্ম মধুময় হইলে কর্ম্মে নেশা আসে। কর্ম্মে নেশা জমিলে শ্রমে অকাতরতা আসে, সাময়িক ব্যর্থতাকে তুচ্ছ করিবার ক্ষমতা আসে, কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার হাজার ওজুহাত হাতের কাছে পাইয়াও সেগুলিকে অনাদর করিবার সামর্থ্য আসে।

তোমাদের প্রতিজনের কর্ম্মে প্রেম আসুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

অয়ঘর, পুপুন্কী

৩রা চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বলদুর্দ্ধর্ষ নবমহাজাতির তোমরা সৃষ্টি করিবে, এই বিশ্বাস সর্ব্বদা রাখিও। জীবনের প্রতিটি কর্ম্মকে এই বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিও। তোমাদের একজনেরও কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিলে চলিবে না, ইহা মনে রাখিও। আগামী তিনটী শতাব্দীর অপর পারে যে তোমরা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত ক্রুদ্ধ সমুদ্রকে জয় করিয়া চিরশ্যামল কর্ম্মভূমি নির্ম্মাণ করিতেছ, তাহা অন্তরে জাগরূক রাখিও।

বালকদিগকে, কিশোরদিগকে, যুবকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনাইতে হইবে। কুকুরের পাল উচ্চাসনে বসিয়া শক্রনিক্ষিপ্ত পাদুকাচর্ব্বণ করিতেছে দেখিয়া ইহারা বিভ্রান্ত হইতেছে। ইহাদের সকল বিভ্রম তোমাদের দূর করিতে হইবে। ভারতকে কিছু মাত্র না চিনিয়া যাহারা ভারত আবিস্কারের গর্ব্বে আত্মহারা হইল, তাহাদের উচ্চশির দেখিয়া ইহারা জীবনের আদর্শকে ভুল করিয়া

বুঝিতেছে। আপ্রাণ প্রয়াসে প্রত্যেক ভারত-সন্তানের এই ভুল ভাঙ্গিতে হইবে। নামজাদা লোকেরা মদ্যপান করিতেছে বলিয়াই মদ্য পুণ্যদ নহে। খ্যাতিমান পুরুষেরা কাপুরুষ বলিয়াই কাপুরুষতা মনুষ্যত্বের নিদর্শন নহে। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা চোরকে প্রশ্রয় দিতেছে, দস্যুকে ভয় পাইতেছে বলিয়াই এই প্রশ্রয়, এই ভয় অহিংসা নহে। সাধু সন্তের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বদ্ধ পাগলেরা জাতির ধ্বংস দেখিয়া কোথাও আনন্দ করিতেছে, কোথাও বা অত্যাচারিতকেই তিরস্কার করিতেছে বলিয়াই ইহাদের আচরণ ধর্ম্ম নহে। বিচার করিয়া সত্যকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবার সাহস তোমাদিগকে বিলাইতে হইবে তাহাদেরই মধ্যে, যাহাদের ভিতর হইতে আগামী যুগের কর্ম্মী, সেবক ও নেতাদের আবির্ভাব সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেছি। অন্য কাজ ছাড়িয়া দিয়া তোমরা প্রতিজনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারে লাগিয়া যাও। এই একটী কাজের মধ্যেই জাতিধ্বংস-নিবারণের মহৌষধ রহিয়াছে। হাজার দম্পতীকে জন্মশাসনের বিলাতী দাওয়াই বিতরণের চেয়ে একটী মাত্র পুরুষ বা নারীকে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে শ্রদ্ধাবান্ করিতে পারার মধ্যে জাতির অধিকতর মঙ্গল, জগতের অধিকতর কুশল নিহিত আছে। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য প্রেমের জনক, জন্মশাসন কামের প্ররোচক। প্রেমের ফল আর কামের ফল কদাচ এক হইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
৩রা চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রাণ জ্বালাইয়া ভগবানের নাম কর আর তাঁহার নিকটে নিখিল বিশ্বের কুশল প্রার্থনা কর। নিজের জন্য কিছু চাহিও না। নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দাও। তাঁর দেওয়া শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া দিনে রাত্রে কঠোর শ্রমে নিজেকে ব্যস্ত রাখ এবং নিদ্রা যাইবার কালে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া শয্যাশ্রয় কর। সুখী হইবার, শান্তি পাইবার ইহাই পথ।

সাংসারিক অশান্তিকে গ্রাহ্যেই আনিও না। নাম করিয়া যাও। নাম করিতে করিতে প্রাণে প্রেম জাগিবে। প্রেম জাগিলে সকল অশান্তি দূর হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
৩রা চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংসারকে ভগবানের সংসার করিয়া লও। সংসারকে নিজের বলিয়া ভাবিও না। নিজের বলিয়া ভাবিলেই কর্ত্তৃত্ববোধ আসে, অহংকার আসে, তাই দুঃখ আসে। ভগবানের সংসারে ভগবানের দাস হইয়া প্রতিটি কর্ত্তব্য পালন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

৫ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মুখে "ঐক্য" "ঐক্য" বলিয়া তুমি আওড়াইলেই ঐক্য আসে না। ঐক্য আসে উপযুক্ত আচরণের মধ্য দিয়া। যাহাতে অনৈক্য বাড়ে, এমন আচরণকে প্রশ্রয় দিয়া ঐক্যের দোহাই পাড়িলে তাহাতে কোনও সুফল আসে না। ঐক্য একটা কথার কথা নহে, ঐক্য একটা শক্তি। স্পষ্টতর করিয়া বলিতে গেলে ঐক্য মহাশক্তির উৎস।

শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াতে মানুষ কর্ম্ম করে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে। এই জন্যই সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করা। কাহারও দোষ-উদ্ঘাটনের জন্য অনুচিত পরিশ্রম আবার কাহারও দোষ

ঢাকিবার জন্য অন্যায় আগ্রহ এই আবহাওয়া নষ্ট করে। তোমার ক্ষুদ্র সংসারের সম্পর্কে ইহা যেমন সত্য, তোমাদের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও ইহা তেমন সত্য। এমন কি, বিরাট রাষ্ট্রের ব্যাপারেও ইহা তেমনি সত্য। শান্তিরক্ষার নাম করিয়া যাহারা দেশে অশান্তির হেতুবৃদ্ধি করিতেছে, তাহারা দেশের শত্রু, মানবজাতির শত্রু।

সৎসঙ্কল্প যখন করিয়াছ, তখন তাহা পূরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। কাহারও সৎসঙ্কল্প শুনিলে আনন্দিত হই। কিন্তু সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিয়া ঐ একই ব্রতে লাগিয়া থাকিতে দেখিলে আনন্দে গদ্‌গদ হই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

১০ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মঙ্গলকুটীর এখনো বাসোপযোগী হয় নাই, তবু আমি জোর করিয়া বাস করিতেছিলাম। সারা দেওয়ালে ইটের ফাঁকে ফাঁকে এত দিনে কত যে ছারপোকা, বৃশ্চিক এবং বিষাক্ত কীটের বাসা হইয়াছে, বলিবার নহে। হাজার চিঠি উত্তরের জন্য যাহার ঘাড়ের উপরে স্তূপ হইয়া রহিয়াছে, তার কি নিজের বসিবার আর শুইবার

স্থানটুকুর চিন্তা করিবার অবসর থাকে? মঙ্গলকুটীরের বর্ত্তমান দপ্তরখানা এতই ছোট যে, দ্বিতীয় লোক বসিবার স্থান নাই। তবে, ঈশ্বর মঙ্গল করিলেন আমাকে পীড়িত করিয়া। বাধ্য হইয়া অন্নঘরে চলিয়া আসিয়াছি এই অবসরে মঙ্গলকুটীর বাসযোগ্য করিবার জন্য চূণ ও সিমেন্টের কাজ চলিতেছে।

নিদ্রা আর নিদ্রা। যতটা পারি ঘুমাইয়া নিতেছি। মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ নভোজলীর কাজ দেখিতে যাই। হঠাৎ করিয়া পরশু যোগিডিতে আমি আর সাধনা ভাষণ দিয়া আসিলাম। সাইত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই দেশের লোকগুলি আমার ভাষণ শুনিবার আগ্রহ করে নাই। সূর্য্য যখন অস্তাচলে, তখন ইহাদের খেয়াল হইয়াছে খড় শুকাইবার। এজন্য এই অঞ্চলে দুই এক স্থানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও ভাষণ দিব স্থির করিয়াছি। চিরকাল দেশটাকে পাণ্ডব-বর্জ্জিত হইয়া থাকিতে দিব না। স্বাস্থ্যে কুলায় না, তবু দিব। তবে, শরীরকে সহাইয়া সহাইয়া। এ স্বাস্থ্য চোট খাইতে অক্ষম।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাই-বোনেরা উৎপীড়িত পশুর পালের ন্যায় আসিয়া ভারত-সীমান্তে ভীড় করিতেছে আর ভারতে প্রবেশ করিয়াও অবাঞ্ছিত অতিথির মতন অনাদর পাইতেছে, এই অবস্থায় তোমাদের প্রাণ কাঁদিবে, ইহা স্বাভাবিক। যাহাদের কাঁদে না, তাহারাও পশু ছাড়া আর কিছু নহে। ইহাদের দুঃখের আংশিক অপনোদনে তোমরা অনেকেই চেষ্টিত রহিয়াছ জানিয়া সুখী

হইলাম। তবে, ভিক্ষার পথে ইহাদের দুঃখ দূর করা যাইবে না। প্রবল পৌরুষ যদি কখনো জাগিয়া ওঠে, তবে প্রতীকার তাহা দ্বারাই হইবে।

আমার কলিকাতা যাইবার তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ২১শে চৈত্রের পরিবর্ত্তে ১২ই বৈশাখ যাইব। ২২শে চৈত্র অনেক লোক যে কলিকাতা আশ্রমে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে, তজ্জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি। শরীর সুস্থ না থাকিলে কি করিয়া প্রগ্রাম রক্ষা করিব? চিরকাল শরীরে যৌবন থাকে না। আজীবন এই দেহকে সাধ্যের অতীত শ্রমে বাধ্য করিয়াছি। আজ সে কথা শোনে না।

আমার অসুস্থতা সাধনার শরীরে যেন ঐরাবতের বল দিয়াছে। সারাদিন শিয়ালগাজড়ার টাঁড়ে দাঁড়ইয়া ইটের পাজা সাজাইতেছে, নিতাই সহায়তা করিতেছে। দুই জনেরই আহার বিশ্রাম সব ঐখানে হয়। রাত্রি নয়টায় সাধনা আশ্রমে চলিয়া আসে, নিতাই সারারাত্রি কয়লা পাহারা দেয়। প্রত্যহই মেঘে ঘনঘটা চলিতেছে, দুই এক দিন বৃষ্টিপাতও হইয়াছে। এখানে কাজ করা যে কত কষ্টকর ব্যাপার, তাহা যে কাজ করে নাই, সে বুঝিতে পারিবে না।

চতুর্দ্দিকে দেশে দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে আমার লক্ষ লক্ষ পুত্রকন্যা নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া দিন কাটাইতেছে, আর এখানে মুষ্টিমেয় তিন চারিটি সহকর্ম্মী বুকের পাজরে আগুন ধরাইয়া কুলী-কামিন খেদাইয়া কাজ করিতেছে। কি চমৎকার বৈসাদৃশ্য!

নয় দশ বৎসর আগে আমার সমস্ত সম্পত্তি ও সমস্ত আয় অযাচক আশ্রমকে ট্রাষ্ট করিয়া দান করিয়া দিয়াছিলাম। তদবধি আশ্রম হইতে এক কণা ক্ষুদও আমি গ্রহণ করি নাই। আগামী বৈশাখে অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে বা পরে হইয়াছে, তাহা মালটিভারসিটিকে ট্রাষ্ট করিয়া দিয়া দিব। দিয়াই শান্তি, পাইয়া নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

১০ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মানুষের বিপদের সময়ে তাহাকে সাহস দিও, অভয় দিও, সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য-সহায়তা দিও, তাহার জন্য যতটা পার, ত্যাগ স্বীকার করিও। দূরে দাঁড়াইয়া দর্শক হইয়া থাকিও না। মনুষ্যত্বের অবমাননা দেখিয়া যাহারা চুপ করিয়া থাকে, তাহারা মানুষ নামের যোগ্য নহে!

কোনও স্থানই বর্ত্তমান সময়ে নিরাপদ নহে। শাসনকর্ত্তাদের অযোগ্যতায় এবং অদূরদর্শী নীতিতে নিরাপদ স্থানগুলিও নিরীহ লোকদের পক্ষে বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আসাম বিভীষিকায় ভরিয়া গিয়াছিল, এখন পশ্চিমবঙ্গেও মানুষের

উদ্বেগের অন্ত নাই। সুতরাং তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে যেখানে আছ, সেখানেই ভগবানে বিশ্বাস লইয়া, সাহসের সহিত বাস কর, জোর করিয়া থাক। মৃত্যু একদিনই হইবে, বারংবার নহে। সস্তার মৃত্যু না মরিয়া প্রতিজনে দুর্ল্লভ মরণ বরণ কর। প্রত্যেকে দুঃসাহসী হও। তোমরা চেষ্টা করিলেই অসাধ্য-সাধন করিতে পার, এই বিশ্বাস হইতে কদাচ টলিও না।

পরমেশ্বরে অফুরন্ত প্রেম লইয়া তাঁহার নাম স্মরণ কর। তাঁহার নিকটে অমিত বিক্রম প্রার্থনা কর। কাপুরুষতা, অপ্রেম এবং বিদ্বেষ তিনটাই তোমাদের দূর হউক। তোমরা আদর্শ মানব হও। কৃতিত্বে তোমরা অতুলন হও, মাধুর্য্যে তোমরা অনুপম হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

১১ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভক্তির বলে তোমরা আমাকে কিনিয়া রাখিয়াছ, যাহা পৃথিবীশ্বর সম্রাটও অর্থবলে সম্ভব করিতে পারিত না। তোমাদের ভক্তি দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকুক।

প্রত্যেকটী নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অবিরাম ভগবানকে স্মরণ কর আর জীবনের প্রতিটি অঙ্গক্ষেপে ভগবানের সৃষ্ট জীবকে কর

সেবা। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া যাও, পরার্থই তোমার পরমার্থ হউক।
ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ
অন্নঘর, পুপুন্‌কী
১৫ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সহস্র ব্যক্তির মনকে একটী মাত্র সৎ বিষয়ে একাগ্র করিয়া দিবার চেষ্টা কেবলই প্রশংসার্হ নহে, ইহা পুণ্যজনক, আত্ম-প্রসাদদায়ক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। তোমরা প্রত্যেকে এই কাজে নিজেদিগকে একান্ত ভাবে নিয়োজিত কর। চারিদিকে মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি, খলতা ও প্রবঞ্চনার যতই আধিক্য দেখা যাইতেছে, ততই এই কার্য্যটীর প্রয়োজনীয়তা অধিকতর মহত্ত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কোটি কোটি মানবসন্তান আজ মুষ্টিমেয় দুই চারিজনের ইচ্ছাকৃত পাপ বা অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তির জন্য বিনা দোষে গৃহহীন, আশ্রয়চ্যুত, অন্নহীন ও দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার প্রতীকার তোমাদিগকে করিতে হইবে। মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য কদাচ ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ
অন্নঘর, পুপুন্‌কী
১৫ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—ও মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া মহানন্দে পরমপ্রভুর জয়গান গাহিবে, ঘুমন্ত প্রাণ জাগাইবে, মানুষের অন্তরের স্বার্থপরতা নাশ করিবে। প্রেমের স্ফুরণ ঘটিলে জগতের অনর্থ নিবারিত হইবে।

জীবে জীবে ভালবাসার মন্ত্র শিখাও। একজনকেও অপ্রেমিক থাকিতে দিও না। প্রভুত্বপ্রিয়তা আর আরামের লোভ মানুষকে পাপের পথে টানিয়া নিতেছে। তোমরা পরমেশ্বরের নিত্যসেবক নিত্যসেবিকা হও, পরিশ্রমের জীবনকে শ্লাঘ্য বলিয়া গণনা কর। তোমাদের দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র জনকে অনুপ্রাণিত কর।

ধর্ম্মীয় উন্মাদনা যাহাদিগকে পর-পীড়নে, ধর্ষণে, হননে প্ররোচিত করিতেছে, তাহাদের এই পশুত্ব কোথাও প্রতিহত হইল না। মানুষ কেবল ভয় করিয়া করিয়া জড়সড় হইয়া রহিল। ভয় তোমাদের ভুলিতে হইবে এবং পাপের পথে পাদচারণা না করিয়াও পাপিষ্ঠকে কি করিয়া পাপকর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, তাহার সদুপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। কালিকার স্বদেশ আজ বিদেশ হইয়াছে যেই দুর্ব্বলতায়, আজিকার স্বদেশ কাল সেই দুর্ব্বলতায়ই বিদেশ হইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? নেতারা নির্ভরযোগ্য নহেন, বহুলসম্বর্দ্ধিত সাধু-সন্তেরা

প্রকৃত স্থানে সত্য কথা উচ্চারণে সহাসী নহেন, ধনপতি কুবেরেরা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে রাজি নহেন। এই সময়ে সাধারণ মানুষকে অসাধাণ হইতে হইবে, কবুতরকে বাজপক্ষী এবং মূষিককে ঐরাবত হইতে হইবে।

ভয় ভুলিয়া যাও। কর্ত্তব্যে কঠোর হও। প্রেমকে কর্ত্তব্যে, কর্ত্তব্যকে প্রেমে মাখাইয়া লও। ভাববিলাসে আর বড় বড় আদর্শবাদের বুলি কোনও কাজে আসিবে না।

চিরকাল যে বীর্য্যময়ী বাণী শুনাইয়াছি, দেশনেতাদের দুরন্ত মতিভ্রমের কালে সেই বাণীই শুনাইব,---বাঁচিতে হইবে স্ব-শ্বক্তিতে, কাহারও অনুগ্রহে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

১৬ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের প্রতিজনের সম্পর্কে প্রতিটি সংবাদ পাইবার জন্য বড়ই ব্যগ্র থাকি। তোমাদের নিত্যকুশল কামনা করি।

কিন্তু সাম্প্রতিক সংবাদগুলি প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। ছেলে বাজার হইতে একখানা ছবি কিনিয়া আনিয়া ধূমধাম করিয়া পূজা সুরু করিয়াছে, মেয়ে পুকুরঘাট হইতে একটুকরা পাথর সংগ্রহ

করিয়া আনিয়া তাহা নিয়া ব্রত, উপবাস, উৎসব চালাইতেছে, আর তুমি নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা দেখিতেছ এবং মনে মনে ভাবিতেছ তোমার ধর্ম্মীয় উদারতা অসাধারণ।

না বাবা, এই জাতীয় উদারতায় কোনও শুভফল ফলিবে না। নিজে যাচিয়া বাছিয়া যাচাইয়া খতাইয়া যেই মত, যেই পথ ধরিয়াছ, নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের মতি যে সেই দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছ না, ইহা দ্বারা পিতামাতা হিসাবে তোমাদের যোগ্যতার চূড়ান্ত ব্যর্থতা সূচিত হইতেছে। ভাবী বংশধরদের রুচি, প্রকৃতি, ঝোঁক ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে তোমরা এত উদাসীন থাকিতে অধিকারী নহ। দুগ্ধপোষ্য বালককেও আস্তে আস্তে বুঝাইতে থাকিলে সে অতীব দুরূহ তত্ত্বসমূহ উপলব্ধিতে আনিতে পারে। জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলির সহিত পরিচয় আমার অতি কচি বয়সে হইয়াছিল। শিশুদের যোগ্যতায় তোমরা কেন বিশ্বাস করিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

১৬ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জীবনে যদি একটী মানুষকেও ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে

সেই ভালবাসাটুকুকে জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর। জীবনে যদি একজনকেও ভাল না বাসিয়া থাক, তবে নিজেকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর এবং নিজের প্রসার নিখিল বিশ্ব ভরিয়া দেখিতে চেষ্টা কর। প্রেমিকই সুখী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ
অন্নঘর, পুপুন্‌কী
১৬ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার উপায় ইহা নহে যে, পূজার বেদীতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের বিগ্রহ রাখিলাম। যে বিগ্রহ কোনও নির্দ্দিষ্ট একটী দেবতার প্রতীক নহে, সর্ব্বদেবের, সর্ব্বমন্ত্রের, সর্ব্বমতের স্বীকৃতির প্রতীক, তেমন প্রতীকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে বিনা প্রতীকেই উপাসনা সঙ্গত। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের নাম করিয়া নানা মত আর পথের বিচিত্র খিচুড়ি পাকাইয়া দল ভারী করা সম্ভব হইতে পারে, সাধনের একাগ্রতা বাড়ে না।

সাধন তোমার ব্যক্তিগত জিনিষ। এই ব্যাপারে কাহারও সহিত আপোষের প্রবৃত্তি রাখা ভুল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ
ধানবাদ
১৭ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরে একান্ত ভাবে অনুগত এবং অনুরক্ত হও। তাঁহাকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া লও। পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্যায় এবং অধর্ম্মের যে অপরিসীম উল্লাস চলিয়াছে, তাহা স্তব্ধ করিবার সামর্থ্য একমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাস-প্রণোদিত দুরন্ত সৎসাহসের। বিবেকবান ব্যক্তিদের এখন সমাধি-যুক্ত কর্ম্মযোগ এবং কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তিদের এখন সমাধির অনুশীলন করিতে হইবে। ধর্ম্মের নামে উচ্ছৃঙ্খল অনাচার যেমন দোষের, পরগলগ্রহ আলস্যও তেমনি দোষের। দোষদুষ্ট আদর্শ এবং পাপদুষ্ট জীবন-যাপন-প্রণালীকে তোমরা জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে, ইহাই তোমাদের পণ হউক। কিন্তু সে পথে অগ্রগতি দুর্ব্বার প্রেমের মহাপ্রতাপেই সম্ভব হইয়া থাকে, দুর্ব্বলের তাহা কাজ নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

ধানবাদ
১৭ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যাহা কিছু সম্পত্তি আমার হইয়াছিল, তাহার সবটুকু বছর দশেক আগে অযাচক আশ্রমের নামে দানপত্র করিয়া দিয়াছিলাম, মায় পুস্তক ও ঔষধের আয় পর্য্যন্ত। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহার আয় এক কপর্দ্দক এই শরীরের জন্য গ্রহণ করি নাই। সম্প্রতি আরও যে-সকল সম্পত্তি ভগবৎকৃপায় এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে সেই গুলির অধিকাংশ মালটিভারসিটির নামে দানপত্র করিয়া দিবার বিষয়ে উকিলের সাহায্য নিতে ধানবাদ আসিয়াছি। একার্য্যটী সমাপ্ত হইয়া যাইবার পরেও আরও কত সম্পত্তি সৃষ্ট বা করতলগত হইবে। ভবিষ্যতে তাহাও দানই করিব। নিজের জন্য রাখিয়া আমার লাভ কি?

অভিক্ষার উপরে আমি আমার সমগ্র জীবনের কৃচ্ছ্র-সাধনাকে দাঁড় করাইয়াছি বলিয়া আমার লোককল্যাণী প্রচেষ্টা সমূহের রূপায়ণ হইতেছে অতি ধীরে ধীরে শম্বুক গতিতে। কিন্তু যে দিক দিয়া যতটুকু আমার কাজ অগ্রসর হইতেছে, সবই সুনিশ্চিত ভিত্তি রচনা করিয়া করিয়া। ধনাহরণের জন্য আমি আমার কণ্ঠ-সম্পদের কদাচ ব্যবহার করি নাই। বাগ্‌বিভূতি দিয়া জনচিত্ত জয় করিবার

পরে কদাচ আমি জনসাধারণের দান সংগ্রহে প্রয়াসী হই নাই। বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াই নিষ্কাম চিত্ত লইয়া, ভাষণাবলির দ্বারা সহর মাতাইয়া চলিয়া যাইবার কালে শূন্য হস্তে সানন্দে নিজের কর্ম্মভূমিতে ফিরিয়া আসি আমার মাটির তলার কঠোর কঠিন পাষাণের সহিত বিশ্রব্ধ ভাষা-বিনিময় করিবার জন্য গাইতি আর শাবল হইয়া। আমার দৃষ্টান্ত তোমাদের প্রতিজনকে অনুপ্রাণিত করুক। ভিক্ষা সংগ্রহ ব্যতীত, চাঁদা না চাহিয়া, সরকারী সাহায্য আদায়ের জন্য নানা কৌশল ও ফন্দীবাজীর আশ্রয় না লইয়া একমাত্র অভিক্ষার শক্তিতেই আমরা একটা লোকবিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব।

কেবল প্রতিষ্ঠানই গাড়িব, ইহা ভাবিও না। এমন প্রতিষ্ঠান গড়িব, যাহার শিক্ষাদানের ভঙ্গিমাই বাধ্য করিবে শত শত অভিক্ষু অযাচক শক্তিশালী বীর্য্যবান পুরুষকার-প্রবুদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীর অভিনব আবির্ভাবকে। বিস্মিত জগৎ শ্রদ্ধাসহকারে তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিবে, অবহেলা বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। কৈশোরে যৌবনে আমি যখন পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতাম, কতজন তাকাইবা মাত্রই জিজ্ঞাসা করিত, "কে চলে রে?" ইহাদের দেখিয়াই যেন লোকে জিজ্ঞাসা করে, দেবতার মত জ্যোতির্ম্ময়, অসুরের মত বীর্য্যবান, রাক্ষসের মত ভয়ঙ্কর, গন্ধর্ব্বের মত সুন্দর, বিশ্বকর্ম্মার মত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, ব্রহ্মার মত সৃষ্টিকুশল, মহাভৈরবের মত মৃত্যুঞ্জয় কে ইহারা?

আমি মনে মনে যাহা ভাবিতেছি, তোমরা জনে জনে কেন তাহা ভাবিতেছ না? দীক্ষা লইয়া শিষ্য হইয়াছ, ইহাতেই কি কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গেল? আমি ত' জীবনে ডর-ভয়-শঙ্কাকে কদাচ আমল দেই নাই, অসাফল্যে কদাচ পরাস্ত হই নাই,—সে পৌরুষ তোমাদের মধ্যে কেন আসিতেছে না? তোমাতে আমাতে প্রেম কি একটা বচনের বিলাস, একটা কাব্যের ফুলঝুরি, একটা ছলনার ভোজবাজী, একটা ফাঁকিবাজির ভদ্রতা মাত্র? আমার প্রতিটি সন্তান আজ হৃৎপিণ্ড নিংড়াইয়া শোণিতোৎসর্গে প্রস্তুত হও। তাহা দ্বারাই আমার প্রতি তোমাদের প্রেমের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

ধানবাদ
১৭ই চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এক এক দেশের এক এক অঞ্চলে কত দূরে দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া গিয়াছ তোমরা এক এক জনে। অনেক মূর্খ ইহাকে বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার সুযোগ বলিয়া ভ্রম করিতেছে। তোমাদের অমূল্য সাহিত্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তা আছে, তোমরা তাহার সহিত কদাচ সংশ্রব-বর্জ্জিত হইও না। উচ্চ চিন্তাই মানুষকে উচ্চ করে, বড় বড় দালান-কোঠা নহে, বড় বড় ব্যবসায়-সংস্থার

মালিকানা নহে। চিন্তার শক্তিতে তোমরা বড় হও। তোমাদের দুর্ভাগ্য ত' সৃষ্টি করিয়াছে ক্ষমতালোভী একদল রাজনৈতিক নেতা, যাহাদের নিকটে প্রতিশ্রুতির কোনও পবিত্রতা নাই। তোমরা তাহাদের দাবাখেলার চালবাজির দিকে না তাকাইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তিতে বিশ্বাস কর। বাঙ্গালী চিরকাল সমগ্র ভারত লইয়া ভাবিয়াছে, নিখিল জগৎ লইয়া অন্তরের সহানুভূতি বিস্তার করিয়াছে। এইটীই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব হইতে তোমরা কদাচ বঞ্চিত হইও না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজভূজবীর্য্যে জগতের বুকে দাঁড়াইয়া থাকিবার অধিকারও তোমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। কেরলই হউক আর সৌরাষ্ট্রেই হউক, দণ্ডকেই হউক আর নিকোবরেই হউক, ভিন্নভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর মধ্যখানে পড়িয়া তোমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা এবং শক্তিকে কদাচ বিসর্জ্জন দিও না। নিখিল ভারতের প্রতি প্রেমবশতই তোমাদিগকে সবল-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট হইতে হইবে, নিখিল বিশ্বের প্রতি প্রেমবশতই তোমাদিগকে উন্নততম চিন্তার অধিকারী হইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
১৯শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চারিদিকের গরীব লোকগুলিকে ডাকিয়া কাছে আন। দুর্ব্বল, পতিত, অধম লোকগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ কর। সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তিতে তাহাদের ভিতর ও বাহিরের দুর্ব্বলতাগুলি দূর করিবার চেষ্টা কর। যাহারা অমানুষের মতন জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের নিকটে অনাবিল মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী আদর্শকে স্থাপিত কর। তাহাদের অন্তরে এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত কর যে, তাহারাও মানুষ এবং জগতের শ্রেষ্ঠ মানবদের সমকক্ষ হইবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাহাদের পক্ষেও সম্ভব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্কী

১৯শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দিকে দিকে গৃহদাহ নারী-ধর্ষণ নরহত্যা যেন নরকের প্রেতনৃত্য সুরু করিয়াছে। বাধ্য হইয়া অপর এক দল লোক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ধরণীতে নূতন রক্তস্রোত বহাইতেছে। পাষণ্ডতার এই পশুলীলার অবসান-সাধনে আমাদের প্রত্যেকের অশেষ করণীয় রহিয়াছে। এই সময়ে প্রত্যেকের মন পবিত্র এবং দ্বেষমুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ভ্রান্ত নেতারা নিজেদের ভুলের মাশুল সমগ্র জাতির স্কন্ধে চাপাইয়াছে। অন্ধ দেশবাসী চালবাজদের চালিয়াতি ধরিতে না পারিয়া দিনের পর দিন নিত্য নূতনতর অসহায়তায় গিয়া পড়িতেছে। এই সময়ে সাধারণ লোকদের মধ্য হইতেই অসাধারণ নেতাদের আবির্ভাব আবশ্যক। আর, তাহা সম্ভব করিবার জন্যই তোমাদিগকে আমার প্রবর্ত্তিত সংযম-সাধনা ও চারিত্রিক পবিত্রতার আন্দোলনকে অকথনীয় ব্যাপকতা দিতে হইবে। দেশ, দশ ও জগতের মঙ্গলের জন্য তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও। প্রেমকে সম্বল কর, ঈশ্বর-বিশ্বাসকে কর পাথেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্কী

১৯শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভগবানে বিশ্বাস সহজে আসে না; আর যদি আসে, সহজে তাহা যায়ও না। এই জন্যই লোকে ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গ কামনা করে।

সর্ব্বদা বিশ্বাসীর সঙ্গ করিও। কারণ প্রকৃত ভগবদ্‌বিশ্বাসী ব্যক্তি সরল, অকপট,পরানিষ্টবুদ্ধিহীন, পরোপকারী, সুবিনয়ী এবং সচ্চরিত্র হইয়া থাকে।

তোমরা নিজেরা বিশ্বাসী এবং প্রেমিক হও। তোমাদের বিশ্বাস ও প্রেম প্রতি জনে সঞ্চারিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
১৯শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমাজের প্রকৃত সমস্যাবলির প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই সমাধানের সব চেয়ে বড় বাধা। মানুষগুলির ভিতরের অন্ধকার দূর করিবার কাজে লাগিয়া যাও। তোমাদের প্রতিটি চেষ্টার অসফলতার একমাত্র কারণ সর্ব্বসাধারণের মনে অনুকূল উদ্দীপনা সৃষ্টির অভাব। শুনিতে চাহে না, তবু তোমরা কর্ণে কর্ণে জ্ঞানের বারতা প্রবেশ করাও। লোকের কুরুচির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিও না, তোমরা তোমাদের সুরুচি পরিবেশনে কৃপণতা রাখিও না।

আজ যাহাদিগকে অজ্ঞান ও ঘোর তামসিক দেখিতেছ, কাল তাহাদিগকে জ্ঞানালোকে প্রোজ্জ্বল এবং সাত্ত্বিকতায় সুন্দর দেখিতে পাইবে না কেন? চেষ্টার অসাধ্য কাজ কি আছে? তবে, চেষ্টা হওয়া চাই অবিরল, একাগ্র এবং উপযুক্ত।

ভালবাসা ভালবাসাকে সৃষ্টি করে, বিদ্বেষ বাড়ায় বিদ্বেষকে।

অজ্ঞ-অন্ধদের প্রতি উদার মনোভাব নিয়া চলিও, কিন্তু ইহাদের অজ্ঞতা আর অন্ধতাকে চিরস্থায়ী সত্য বলিয়া মানিয়া নিবে কেন? তিমিরময়ী রজনীকে ভাস্বর মধ্যাহ্নে কেন পরিণত করিতে পারিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
২০শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম দলে দলে লোককে নিজেদের স্নেহের বুকে টানিয়া আনিতেছে কিন্তু তোমরা তাহা পারিতেছ না। মানুষের প্রতি তাহাদের প্রেম তোমাদের চেয়ে বেশী, এমন কথা সত্য নহে কিন্তু তাহাদের সমাজ সকল সমাজের লোককে স্থান দিতে পারে, তোমরা পার না। এই দুর্ব্বলতার জন্যই ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের প্রচার-চেষ্টা ও প্রসারশীলতা তোমাদের নিকটে বিপজ্জনক হইয়াছে।

আমি মনে করি, তোমাদের ভিতরে চরিত্র, সংযম, সততা এবং সাহস যদি যুগপৎ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে জগতের যে-কোনও মানবগোষ্ঠীর নরনারীকে নিজেদের মধ্যে শ্লাঘ্য আসন

দিয়া গ্রহণ করিতে তোমাদের ভয়ের কারণ থাকিবে না। যৌন আকর্ষণে সর্ব্বজাতির মিলন অতীব তামসিক ব্যাপার এবং সেই তামসিকতার বংশানুবাহী প্রভাব অতীব ন্যক্কারজনক। যাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে ইহা ধিক্কার-জনকও বটে। নিজেরা পতিত না হইয়া কি করিয়া পতিতোদ্ধার করা যায়, তাহার উপায় তোমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে।

একজন পাশ্চাত্য মনীষীর লেখায় পড়িয়াছি যে, জাতিভেদ যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে হিন্দুর ভারতে হিন্দু বলিতে কিম্বা হিন্দুত্ব বলিতে কিছুই আর থাকিবে না, হিন্দুজাতি লোপ পাইবে। এই আশঙ্কার ভিতরে আংশিক সত্য নিশ্চয়ই রহিয়াছে। কিন্তু প্রচীনকালে যে দিন ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণ-কন্যাদের পাণিগ্রহণ করিতেন, সে দিন ত' হিন্দুত্ব জগৎ ছাড়িয়া বা ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই! তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সর্ব্বজাতিকে নিকটতম আত্মীয় করিবার জন্য রক্তসম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্যতাকে বর্দ্ধিত করা অবৈধ নহে। কিন্তু কামুকের যোগ্যতা আর প্রেমিকের যোগ্যাতা কদাপি সমতুল্য নহে। মোহমুগ্ধের যোগ্যতা আর জগৎকল্যাণোদ্দেশ্য-পরিচালিত ব্যক্তির যোগ্যতা কদাচ তুল্যকক্ষ নহে। সংযম, পবিত্রতা, চারিত্রিক নিষ্ঠা এবং সততাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা চাই সর্ব্বাগ্রে। ইহা করিবার পরে অনায়াসে জাতির জারণী শক্তি অকল্পনীয় ভাবে বাড়িবে।

অত্যাধুনিক কালের সনাতনী দুর্গের শক্তিশালী পণ্ডিত-প্রহরি-গণের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও অগম্যাগমনের দোষে দুষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ ভিন্ন জাতীয় রমণীকে রক্ষিতা রূপে

প্রতিপালন করিয়াছে। অনুষ্টুপ ছন্দ আর অনুস্বার-বিসর্গের দাপটে সাধারণ লোকে ইহাদের এই অতি হেয়, অতীব জঘন্য, সর্ব্বথা নিন্দনীয় আচরণের প্রতিবাদের সাহসী হয় নাই। এই সকল চরিত্রহীন সনাতনীদের বিরুদ্ধতা কদাচ সমাজের প্রয়োজনীয় অগ্রগতি রুখিয়া রাখিতে পারিবে না। অসবর্ণ বিবাহ, আন্তর্জাতিক বিবাহ, এমনকি বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহও সমাজে চলিতেই থাকিবে। গোপনে রক্ষিতা-রক্ষণের অপেক্ষা এই সকল অনাচার শতগুণে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু বিবাহকে জগৎকল্যাণোদ্দেশ্যে পরিচালিত করিবার জন্য শক্তিশালী আন্দোলন প্রয়োজন। এমন অনেক কিছু ঘটিবে, যাহা সুদূর অতীতে ছাড়া আর ঘটে নাই। কিন্তু সব কিছুই জগৎকল্যাণ-লক্ষ্যে হওয়া চাই।

সর্ব্বত্র জগৎকল্যাণের বলবতী প্রেরণাকে প্রবাহিত কর। গঙ্গাধারার ন্যায় তাহা মানব-মনের এবং মানব-সমাজের সমস্ত কলুষ অপহরণ করিয়া লইয়া যাউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
২০শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি তোমাদিগকে সমবেত উপাসনার কথা বলিয়াছি।

নিষ্প্রয়োজনে বলি নাই, যুগের গুরুতর দাবী পূরণের হিসাবেই বলিয়াছি। এ যুগে একাকী মুক্তি উদার হৃদয়ের পরিচায়ক নহে। আর, এ যুগে খণ্ডতা, বিচ্ছিন্নতা, সকলের কাছ হইতে ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া নিজ শুচিবায়ুর মর্জ্জি রক্ষা করা বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারের অনুকূল নহে। আমি কেবল ধার্ম্মিক বিচারেই নহে, সামাজিক, তথা রাষ্ট্রিক বিচারেও সমবেত উপাসনাকে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করিয়া থাকি।

কয়েকজন ভাব-বিলাসী একদা ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা সেকিউলার ষ্টেট বলিয়া একটা আচা ভূয়ার বোম্বা চাকের জয়ঢাক পিটাইয়াছিল। বাকী লোকগুলি না ভাবিয়া না চিন্তিয়া দাদার জয় গাহিবার জন্যই প্রাণপণ সোরগোল করিয়া ঐ কথাটায় সায় দিয়াছিল। ইহারা ধর্ম্মকে চিনে নাই, এই জন্য ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতাকেও চিনে নাই। ইহারা ধর্ম্মকে চিনে নাই বলিয়া প্রাণপণে চোরা কারবারীদের, দুর্নীতির অপরাধী-দিগকে, সমাজের কলঙ্কগুলিকে জ্ঞানত ও অজ্ঞানত প্রশ্রয় দিয়া পুণ্যভূমিকে সাক্ষাৎ নরকে পরিণত করিয়াছে। ইহারা ধর্ম্মনিরপক্ষতাকে চিনে নাই বলিয়া নিজেদের নিরপেক্ষতাকে প্রমাণিত করিবার জন্য এমন অকাণ্ড সমূহ করিতেছে, যাহা শিক্ষিত ও মার্জ্জিত দৃষ্টির নিকটে লজ্জাজনক, ঘৃণাজনক, যাহা মনুষ্যত্বের অবমাননাজনক। একজন অপরের ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করিবে না, ধর্ম্মীয় বিবেচনা বশতঃ কোনও কল্যাণ-কর্ম্মকে বিকৃত বা ধিক্কৃত করিবে না, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর

সমান অধিকার স্বীকার করিবে, ইহারই নাম ধর্ম্মনিরপেক্ষতা। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি উদারতা প্রদর্শনের জন্য কেহ নিজ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অকারণ ক্লেশ, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা দিবে, ইহার নাম ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা নহে। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইতে হইলে নিজেদের ধর্ম্মের বল থাকা চাই। ধর্ম্মে যাহারা দুর্ব্বল, এই সুদুর্ল্লভ বস্তু তাহাদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না।

তোমাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা শিখাইবার জন্যই আমি সমবেত উপাসনার মতন মহাবস্তু দিয়াছি। এই জিনিষটীর সমাদর করিতে তোমরা ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ
অন্নঘর, পুপুন্‌কী
২০শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জপ করিতে করিতে তুমি দিব্য-জ্যোতির্বিমণ্ডিত স্বর্ণময় ওঙ্কার-বিগ্রহ দেখিয়াছ জানিয়া সুখী ও আনন্দিত হইলাম। স্বপ্নে, ধ্যানে, এমনকি জাগ্রদবস্থায় পর্য্যন্ত আজকাল অনেকে ইহা দেখিতেছেন। শুধু এই দেশে নহে, যে সব দেশকে আমরা ম্লেচ্ছদেশ বলি, সেই সকল দেশেও কত নরনারী আজকাল স্বপ্নে দেখে আমাকে

আর আমার প্রিয় বিগ্রহ ওঙ্কারকে। ওঙ্কার এখন যুগের দাবী, এই জন্যই তাঁহার স্বতঃপ্রকাশ সর্ব্বত্র ঘটিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রথিতযশা গুরুদেব সম্প্রতি ওঙ্কারের সম্পর্কে প্রকাশ্যে কুৎসিত উক্তি সমূহ করিয়া ওঙ্কারোপাসকদের মনে ভীতি ও আতঙ্ক জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হায়, বালির বাঁধ সমুদ্রের তরঙ্গকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দুই একটী ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি পবিত্র অখণ্ড-সাধন পরিত্যাগ করিয়া ঐদিকে ধাবিত হইলেও সহস্রগুণ অধিক লোক ওঙ্কারোপাসনার দিকে আপনা আপনি আকৃষ্ট হইতেছে। এই বিষয়ে আমাদের কোনও প্রচারণা নাই, দলবুদ্ধির কোনও চেষ্টা নাই বা আগ্রহ নাই, তথাপি ইহা ঘটিতেছে। এই ঘটনাগুলি হইতে তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া লও।

তোমরা প্রত্যেকে সাধন-পরায়ণ হও। হাজার বক্তৃতা অপেক্ষা এক কণা সাধনের দাম বেশী, দুশ' মণ লোহা অপেক্ষাও এক টুকরা হীরার দাম যেমন বেশী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্কী

২০শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার ও সাধনার নামে তোমার সুলিখিত দুইখানা পত্রই যথা-কালে পাইয়াছি। অন্তরভরা দরদ লইয়া, প্রাণজোড়া ভক্তি লইয়া পত্রদ্বয় লিখিয়াছ। তাই তাহার প্রত্যেকটী অক্ষর যেন সুধা-বর্ষণ করিতেছে।

আমি সম্প্রতি শারীরিক খুব শক্ত পীড়ায় পড়িয়াছিলাম বলিয়া এখন বাহিরের কাজ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া বেশীক্ষণ দেখিতে পারি না, শ্রীমতী সাধনাই বেলা আটটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রৌদ্রে খাটে। তাই তাহার পক্ষে পত্রোত্তর লিখিবার সময়াভাব।

তোমার পিতামাতা আমারই শিষ্য, অথচ তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে বাধা দিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হইল। ব্রহ্মচর্য্য-পালন বলিতে তুমি কি বোঝ? তাঁহারাই বা কি বোঝেন? কতকগুলি বাহ্য ভড়ং? লম্বাচুল, লম্বা দাড়ি? তৈলবিহীন মস্তক আর কচ্ছবিহীন বস্ত্র? ব্রহ্মচর্য্য ত' ভিতরের একটা ব্যাপার, নিজের মনের, নিজের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের উপরে একটা শৃঙ্খলা, একটা পবিত্র অনুশাসন। তাহা বাহির হইতে কাহারও দেখিবার বা ধরিয়া ফেলিবার কি উপায় আছে? তুমি কুসঙ্গ কর না, কুকথা বল না, কুদৃশ্য দেখ না, কামোদ্দীপক সঙ্গীতের জলসায় যোগ দেও না, এই সকল দেখিয়া কি তোমার পিতামাতা ক্ষুব্ধ? তাহাই যদি হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ক্ষোভ লইয়া তাঁহারা থাকুন, তুমি তোমার সংযম, সদাচার নির্ভয়ে প্রতিপালন করিয়া যাইতে থাক। আমি প্রত্যেকটী যুবক-যুবতীকে পিতৃমাতৃ-ভক্তির উপদেশ

দিয়া থাকি কিন্তু তাঁহারা সৎকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় বলিয়া জ্ঞান করি। পিতৃমাতৃ-ভক্তিকে অটুট রাখিয়া প্রত্যেকটী কার্য্য করিবে কিন্তু সৎ হইবার, সংযমী হইবার, চরিত্রবান্ হইবার সাধনায় কদাচ শিথিলগতি হইবে না।

তোমাদের এক এক জনকে প্রতিপালন করিতে, লেখাপড়া শিখাইতে তোমাদের পিতামাতার কত ক্লেশ, কত অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। লেখাপড়া শিখিবার পরে তোমরা যদি সব আশ্রমবাসী বা মঠবাসী হইবার জন্য ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতে চাহ, বৃদ্ধকালে পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে না চাহ, তাহা হইলে তাঁহাদের মনে আশঙ্কা, বিরক্তি এবং বিরুদ্ধতা সৃষ্টি অসঙ্গত নহে। অনেক মঠধারীরা দরিদ্রের শেষ জীবনের অবলম্বনটীকে নিজ প্রতিষ্ঠানে আনিয়া সন্ন্যাসী করিয়া লইয়া বহু পিতামাতাকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়াছেন, আমি এই জাতীয় ব্যাপারের পক্ষপাতী নহি। প্রচলিত সাধুদের দুইটী চিরাচরিত রীতির আমি একান্ত বিরোধী। প্রথমতঃ দরিদ্র পিতামাতার অন্ধের যষ্ঠিগুলিকে আশ্রমে আনিয়া সাধু বানাইয়া সন্তানের নিকটে যে সেবা তাঁহাদের প্রাপ্য তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাহি না। দ্বিতীয়তঃ যে গৃহি-সাধারণের আজ নূন আনিতে পান্ত ফুরায়, তাহাদের দুয়ারে দুয়ারে চাঁদা তুলিয়া জন-কল্যাণের প্রয়াস পরিচালিত করিতে চাহি না। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর ধর্ম্মমহাসভায় প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়া এক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা শ্যামস্কোয়ারের বিরাট সজ্জন-সমাবেশে আমি

যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছ? আমি বলিয়াছিলাম,—এদেশে শতজীবী পুরুষ অনেকেই হন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষ শতবর্ষজীবী হইলেন না। যদি তিনি শতায়ু হইতেন, তাহা হইলে অদ্য এই সভাতে বক্তারূপে না আসিয়া তাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য আমি শ্রোতারূপে আসিতাম। যেই মানবপ্রেমিক দরদী পুরুষ আমেরিকাতে দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাইয়া সারারাত্রি আঙ্গিনায় পড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, হায়, আমার দেশবাসী কোটি কোটি নরনারী মৃত্তিকায় করে শয়ন, অর্দ্ধাশনে কাটায় দিন, সেই মহাপুরুষ বর্ত্তমান কালে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরাণী, শ্রমজীবী এবং অন্যান্যের অচল সংসারের নিষ্ঠুর দারিদ্র্য চোখে দেখিলে নিশ্চয় বলিতেন,—"না, ইহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে গিয়া ইহাদিগের দারিদ্র্যকে লজ্জায় ফেলিবে না।" আমি বলিয়াছিলাম, বিবেকানন্দ শতায়ূ হইলে অভিক্ষার বাণী আমি প্রচার করিবার পূর্ব্বে হয়ত তিনিই প্রচার করিতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, আমার অভিক্ষা আমার অহঙ্কারের বিজৃম্ভন নহে, ইহা আমার মানব-প্রেমেরই একাংশ।

আমার সন্তান বলিয়া যখন নিজেকে পরিচিত করিতেছ, তখন জগন্মঙ্গল তোমার যেন মুখ্য লক্ষ্য অবশ্যই হয়। জগৎকল্যাণ লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোনও লক্ষ্যে তুমি তোমার চিন্তা, বাক্য ও চেষ্টাকে পরিচালিত হইতে দিও না।

তোমাদের জেলার প্রতিনিধি-সম্মেলন সম্পর্কে তুমি কিছু

মন্তব্য করিয়াছ। মুখে অনেকেই উৎসাহ প্রকাশ করে, কার্য্যকালে একেবারে নিশ্চুপ হইয়া থাকে। ইহা কতক স্থলে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। তাই বলিয়া তোমরা অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনের অধিবেশন করাকে পণ্ডশ্রম বা ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে করিও না। তোমাদের জেলাতে ত' তবু একটা সম্মেলন হইল, অন্য অনেক জেলাতে ত' দেখিতেছি, এই বিষয়ে কাহারও কোনও উচ্চবাচ্যই নাই। আমার ভ্রমণতালিকাটা কবে হইবে, এই কথা নিয়াই যত লাফালাফি। আমার প্রিয় কাজগুলি কবে হইবে, কিভাবে হইবে, কাহারা করিবে, ইহা নিয়া বিশেষ ব্যস্ততা নাই। এগুলি সবই তামসিক অন্ধকারের ঘোর অমাবস্যা লক্ষণ। আমি সর্ব্বত্র পূর্ণিমার চাঁদের উদয় চাহি। ত্যাগ, চরিত্রবল, ধৈর্য্য, সৎসাহস এবং বিশ্বাস ব্যতীত তাহা কদাচ সম্ভব হইবে না।

সমবেত উপাসনা কালে আমি তোমাদের সম-সাধক, এই কথাটা কত বড় গৌরবের! প্রায় সব গুরুদেবরাই শিষ্যদের পূজা চাহিয়াছেন। আমি সকলের নিত্য সাথী থাকিতে চাহিয়াছি। আমার এই স্পৃহা জগতের জন্য নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিবে, অন্ধ গতানুগতিকতা আমার পন্থা নহে। আমার কার্য্যে ও চিন্তায়, আমার বাক্যে ও প্রয়াসে যে অভিনবত্ব রহিয়াছে, তাহার জন্য কেন তোমরা গৌরব অনুভব কর না?

তোমাদের ভিতরে আত্ম-বিশ্বাস আসুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
২১শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যেরূপ অবস্থায় বিজয় লাভ করিয়া অন্যেরা জয়গর্ব্বে মেদিনী কাঁপাইত, তাহার চেয়ে শতগুণ প্রতিকূল অবস্থাতেও বিজয় লাভ করিবার পরে তোমাদের উৎসাহ-উদ্যম স্তিমিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রতিপক্ষেরা তোমাদের অনুষ্ঠান পণ্ড করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা সংখ্যাবলেও বলীয়ান ছিল। ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের ধর্ম্মের ধ্বজাধারীরা সবাই একত্র হইয়া তোমাদের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিতে চাহিয়াছিল। তোমাদের পরাক্রমে পরাভূত হইয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়াছে। ইহা দ্বারা তোমাদের আত্মবিশ্বাস আত্মশ্রদ্ধা কেন বাড়িল না, ভাবিতে অবাক্ লাগিতেছে। তোমরা তোমাদের জয়কে কেন দিগ্বিজয়ের ভূমিকা রূপে গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে না? তোমরা কি তোমাদের সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা সেই দিনটীর জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ, যেই দিন আমার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে এবং আমার প্রত্যক্ষ উপদেশ তোমাদের পক্ষে একেবারেই অলভ্য হইবে?

এই মুমূর্ষা তোমরা পরিহার কর। এই গ্লানিকর অবস্থার অবসান প্রয়োজন। তোমাদের সর্ব্বশক্তিকে সম্মুখ-রণে নিয়োজিত করা আবশ্যক। অবহেলা বা ঔদাস্যের দ্বারা তোমরা সুযোগের

অসম্মান করিও না। সপ্তরথি-বেষ্টিত হইয়া আমি একাকী সংগ্রাম করিব আর তোমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দর্শকের ভূমিকা পালন করিবে? এস আমার দক্ষিণে, এস আমার বামে, এস আমার সম্মুখে, এস আমার পশ্চাতে, আমার বাহু হইয়া, আমার বক্ষ হইয়া, আমার কণ্ঠ হইয়া, আমার বুদ্ধি-বল-বীর্য্য হইয়া তোমরাও সংগ্রাম কর। তবে ত' বুঝিব, আমার প্রতি তোমাদের প্রেম অকৃত্রিম! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

২১শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নূতন স্থানে গিয়াছ, এখন নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ কর। প্রতিটি নবপরিচিতের ভিতরে অভিনব আদর্শের প্রেরণা জাগাও। ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গানোই তোমার ব্রত হউক।

পুত্রকন্যাগুলিকে নিজ ভাবে অণুপ্রাণিত করিয়া তোল। সহ-ধর্ম্মিণীকে তোমার প্রত্যেকটী মঙ্গলকার্য্যে একান্ত-সহকারিণী করিয়ার লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী

২১শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে আমি কাহাকেও কোনও অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রদান করি নাই। এমন কি ইঙ্গিতও না। আমি মাত্র বলিয়া রাখিয়াছি যে, একদা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন আদি যাবতীয় কাজ একমাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারাই হইবে। ইহারই ফলে কেহ কেহ সম্পূর্ণ ভাবে অখণ্ড-মতেই কাজগুলি করিতেছে। ইহারা প্রশংসার পাত্র। কিন্তু সামাজিক প্রচলিত প্রথামতে যাহারা করিতেছে, তাহাদিগকে নিন্দা করার প্রয়োজনীয়তা আমি দেখি না।

যাহাদের প্রচলিত মতে বিশ্বাস নাই, রুচি নাই বা শ্রদ্ধা নাই, তাহারা অখণ্ডমতে নিশ্চয়ই চলিবে। যাহাদের প্রচলিত মতে বিশ্বাস আছে, জোর করিয়া তাহাদিগকে অখণ্ডমতে কাজ করিতে বাধ্য করার কোনও সার্থকতা দেখি না। কিন্তু দুই নৌকায় পা রাখিবার চেষ্টা একান্তই অথহীন। সমাজিক মতে কাজ করিলাম সমাজভুক্তদের খুশী রাখিবার জন্য, আবার সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ডমতেও অনুষ্ঠান করিলাম স্থানীয় গুরু-ভাইদের মন রাখিবার জন্য, এই জাতীয় দ্বিধা-ভাব নিয়া বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন কোনওটাই সুন্দর হয় না।

যাহারা দুই নৌকায় পা দিতেছে, তাহাদের বয়কট করিয়া

তাদের ইজ্জত বাড়াইয়া দিবে? তাহাদিগকে একপথে চলিতে পরামর্শ দাও। এক পতির সেবাকারিণী কুৎসিতা নারীও দুই পতির সেবাকারিণী সুন্দরী নারীর চেয়ে বরণীয়া। মানুষকে এক পথে থাকিতে প্রেরণা দাও। আর এই সকল ব্যাপার নিয়া কেহ কলহে মাতিও না। কলহের দ্বারা তোমরা তোমাদের ভাবী অসাপত্ন্য দিগ্বিজয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করিবে মাত্র। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
২১শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভ্রমণ-কালে কয়েক দিন আমার সঙ্গে থাকিবে জানিয়া সুখী হইয়াছি। আমার কাজের ক্ষতি না করিয়া যাহারা আমার সঙ্গে থাকিতে চাহে, তাহাদের আমি আদরের পাত্র মনে করি। যতক্ষণ সঙ্গে থাকিবে, সমাজের নিষ্কলুষ অকপট সেবাই যেন তোমার লক্ষ্য হয়।

সেবাবুদ্ধির সঙ্গে অতি গোপনে অনেক সময়ে অহংকার মিশিয়া যায়। সেই অহং সাত মণ দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্রের ন্যায় ক্ষতিকারক হইয়া দাঁড়ায়। সেবা করিব বলিয়া আসিয়া কত জনে কাছে দাঁড়াইয়াছে, কাজের ভার পাইবার পর হইতে নিজদিগকে

প্রভু বলিয়া ভাবিয়া কাজ পণ্ড করিয়াছে। জীবমাত্রকেই দেবতা জানিয়া পূজকের মনোভাব নিয়া তোমাদের সকলের সঙ্গ করা উচিত। কথাটী মনে রাখিও ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
২১শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ক্ষুদ্র সেবা, ক্ষুদ্র ত্যাগ বহুজনের যুগপৎ হইলে এবং একই উদ্দেশ্যে হইলে আতি তুচ্ছ ব্যক্তিরাও অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে। ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব, তুচ্ছের শ্রেষ্ঠত্ব, নিতান্ত সাধারণের অসাধারণত্ব তোমাদের বিশ্বাসের আশ্রয় হউক। ছোট কাজ আর ছোট মানুষ, উভয়কেই তোমরা শ্রদ্ধা করিতে শিখ। বসিয়া বসিয়া গল্পের পাহাড় রচনা করিলে তাহা দিয়া কোনও শুভফল আহরণ সম্ভব হইবে না। একটী মুহূর্ত্ত সময় কেহ বসিয়া থাকিও না। তুচ্ছ কাজ, ছোট্ট কাজ, অতি সাধারণ কল্যাণকর্ম্ম তোমাদের অবসরের চিত্তবিনোদন হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
২১শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমাজের অনাদৃত স্তরে অবহেলায় যাহারা পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি যে একজন দুইজন করিয়া তাহাদের মধ্যেই কাজ নিয়া অগ্রসর হইতেছ, তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। উচ্চস্তরের লোকদের ভিতরে কাজ শুরু করিলে কাজটা ব্যাপকতা পায় সহজে, কারণ একাজে লোকের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নিম্নস্তরের লোকেরা যত সরল, যত নিরভিমান, উচ্চস্তরের লোকেরা তত নহে। ধন, বিদ্যা, রূপ বা বংশের অহমিকা অনেক মানুষকে এমন অপদার্থ করিয়া ফেলে যে তাহারা পুণ্য কার্য্য করে গালে পাউডার-পমেড মাখিবার প্রয়োজনে, অন্যতর বা উচ্চতর কোনও উদ্দেশ্যে নহে। তুমি যে অশিক্ষিত ও দরিদ্র কয়েকটী মেয়ের ভিতরে কাজ শুরু করিয়াছ, ইহাতে এজন্যই আনন্দিত হইয়াছি।

কদাচ হতাশ হইবে না। আস্তে আস্তে কাজে দানা বাঁধিবে। রামচন্দ্র অনার্য্য বানরদের নিয়া লঙ্কাজয় করিয়াছিলেন, সংঘশক্তি-বলে অজেয় রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করিয়াছিলেন। ছোটর শক্তিকে, দুর্ব্বলের বলকে, তুচ্ছ ব্যক্তিদের অসামান্যত্বে

কদাপি বিশ্বাস হারাইও না। ইহাদের প্রতি হৃদয়-উজাড় করা প্রেম অর্পণ কর। তোমাদের মহিমায় এই চির দুর্ব্বলেরা জগতে অজেয় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্‌কী
২৭শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য তোমার প্রাণে ব্যকুলতা আসিয়াছে। এই ব্যাকুলতা প্রত্যেকের মধ্যে আসুক।

কিন্তু বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে বা ভারতে যে সকল আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ এক সম্প্রদায়ের কতক লোক অপর সম্প্রদায়ের লোককে করিতেছে, তাহা আদৌ সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নহে। ইহা রাজনীতির খেলা। যাঁহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াছেন, তাঁহারা যদি ইহার অবসানের জন্য যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়োপেত, সুযথার্থ এবং শক্তিশালী উপায় অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তোমার আমার চেষ্টায় বা চীৎকারে কিছু হইবে না। সঙ্গত কারণেই আমি রাজনীতির এই পঙ্কিল ও কদর্য্য চালগুলির ব্যাখ্যা দিতে বিরত

হইলাম। অখণ্ড দেশকে ক্ষমতার লোভে বিভক্ত করিবার আয়োজনে যে সকল অদূরদর্শী নেতা সম্মতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক জনে যত বড় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই হউন না কেন, বর্ত্তমান অশান্তিগুলির জন্য প্রধানতঃ, মুখ্যতঃ, মূলতঃ একমাত্র তাঁহারাই দায়ী। প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদের প্রয়োজন, জনসাধারণের নহে।

গীতাপাঠ আর বেদগান দ্বারা পশুর পশ্বাচার নিবারণ করা যায় না। নারী-হরণ আর নারী-ধর্ষণ কদাচ অহিংসা-মন্ত্র জপের দ্বারা নিবারিত হয় না। ইহার উপায় আলাদা, ইহার প্রকরণ পৃথক্। ধর্ম্মের দিক হইতে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তোমরা সমান উদার হও কিন্তু কেহ গৃহদাহ করিলে, লুণ্ঠন করিলে, নারীনির্য্যাতন করিলে তার পরে যে বিচার শুরু হয়, সে কোন্ মঠে বা কোন্ মসজিদে গিয়া প্রার্থনা করে, সে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপাসনা করে না পশ্চিম দিকে নমাজ পড়ে, ইহা অসহ্য। চোর, গুণ্ডা, বাটপাড়কে কেন জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহার ধর্ম্ম কি? যেহেতু তাহার ধর্ম্ম অমুক, সেই হেতু সে পল্লীর পর পল্লীতে আগুন লাগাইবার পরেও সরকারী বাসে চাপিয়া রাজভবনে গিয়া মজাদার আতিথ্য গ্রহণ করিবে, ইহা কোন্ দেশী ধর্ম্মনিরপেক্ষতা? সাম্প্রদায়িক ঐক্যের নাম করিয়া জঘন্য অপরাধীগুলিকে আস্কারা ও সহায়তা দান করিতে হইবে, ইহা অতীব হেয় মানবতা। তোমরা মানুষের আচরণ দিয়া তাহাদিগকে বিচার কর, তাহারা নিজদিগকে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, তাহা দিয়া নহে। ইহারই নাম ধর্ম্মনিরপেক্ষতা।

শক্তিহীনের প্রেমের আহ্বান কেহ গ্রাহ্য করে না। তোমরা আগে শক্তিশালী হও। তখন উদ্ধত দুর্ব্বৃত্তেরাও তোমাদের প্রেমের কাঙ্গাল হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

অন্নঘর, পুপুন্কী
২৩শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা নিজেদিগকে কদাপি অবলা বলিয়া মনে করিও না। সকল অবলার ভিতরে প্রবেশ কর এবং তাহাদের মনে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি কর। তোমাদের ওখানকার যুবক কর্ম্মীরা সকলেই ঝিমাইতেছে। এই অবস্থার মেয়েরাই কাজে নামিয়া পড়। মানুষের মন হইতে জড়তা, আলস্য, ভীতি ও নিরুৎসাহ-ভাব দূর করিবার মত বড় কাজ আর কিছু নাই।

পুপুন্কীর জন্য ফুল গাছের মূল যে যাহা পাঠাইতে চাহ, আষাঢ় মাসে পাঠাইও। গ্রীষ্মের সময়ে গাছ বাঁচান এদেশে কঠিন ব্যাপার। ভাল ভাল গাছ আর মহিষ-কাড়া আদি এই দেশে জ্যৈষ্ঠ মাসেই সব মরে। আমি অবশ্য বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধতার সহিত লড়াই করিয়াই শত শত গাছ বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু ইহা

পরিশ্রমের অপচয়। সময় মত কাজ করিলে অল্প শ্রমে বেশী সাফল্য আশা করা যায়।

গাছ সম্পর্কে যে কথা, মানুষ সম্পর্কেও তাহাই। যাহার মনে অনুকূল হাওয়া বহিতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে তাহাকে দ্রুত অগ্রগতির দিকে ধাবিত করা যায়। তোমরা চারিদিকের প্রত্যেকটী মানুষের দিকে তাকাও এবং যাহাকে উৎসাহ দিলে সমাজের কল্যাণ হইবে, তাহাকে কেবল উৎসাহ দেও। টাকাকড়ি দেওয়াই খুব বড় কথা নহে। প্রকৃত জাগ্রত জ্বলন্ত উপদেশ দিয়া মানুষকে মরণভয়রহিত করিতে পারা তার চেয়ে বড় কাজ।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ ধানবাদ

২৪শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

ভগবানের নাম প্রাণপণে করিতেছ, তবু তোমার দুঃখ-দারিদ্র্য অন্নকষ্ট দূর হইতেছে না বলিয়া ভগবানের উপরে অভিমান করিও না। দুঃখের সহিত, দারিদ্র্যের সহিত, নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহাতে তুমি জয়ী হইতে পার, তাহারই

জন্য ভগবানের নাম তোমার রক্ষাকবচ। শুধু নাম করিলেই যদি অর্থাভাব দূর হইত, তাহা হইলে লোকে আর অর্থাগমের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিত না। শুধু নাম করিলেই যদি পুত্রকন্যার পিতা হওয়া যাইত, তবে আর লোকে বিবাহ করিত না। শুধু নাম করিলেই যদি নদী পার হওয়া যাইত, তাহা হইলে লোকে আর নৌকায় চড়িত না। নাম করিলে মনের বল বাড়ে, প্রাণে ভরসা বাড়ে, হৃদয়ে বিশ্বাস আসে এবং আস্তে আস্তে অনেক প্রতিকূল অবস্থা আশ্চর্য্যজনক ভাবে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিপদের মধ্যেও সম্পদের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। ধনলাভ যশোলাভ, পুত্রলাভ বা ক্ষেত্রলাভের জন্য কেহ কদাচ নাম করিতে যাইও না। নাম কর ইহার চাইতে সহস্র গুণ মহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে তাকাইয়া। তোমার দেহে, তোমার মনে হাজার হাজার সুপ্ত শক্তি লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছি। নামের সেবা দ্বারা আস্তে আস্তে তাহারা জাগ্রত হইবে। নাম-সেবার ইহাই মহিমা।

জাগতিক স্বার্থের লোভে নামের সেবা করিলে কখনো কখনো অভীষ্টের অপ্রাপ্তি হেতু মনঃক্ষোভের সৃষ্টি স্বাভাবিক। তুমি নিজেকে ভগবানের অনুগত সেবক রূপে গড়িয়া তুলিবে, সহস্র বিপদ-আপদের মধ্য দিয়াও তুমি নিজেকে যে-কোনও কঠোর কঠিন অসাধারণ কাজের জন্য মনে-প্রাণে যোগ্য করিয়া তুলিবে, নামের সাধনা বাবা এই জন্য। নিঃস্বার্থ মন লইয়া নাম করিয়া যাও এবং ভগবদ্দত্ত সমগ্রটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়া জীবনের নানা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দিকের উন্নতিসাধক কাজে নির্ভয়ে আত্মনিয়োগ কর। ইহাতেই শান্তি, ইহাতেই জয়।

যেখানে তোমার সমসাধক সংখ্যায় অত্যন্ত কম, সেখানেও তুমি একটী অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া নিয়মিত সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা চালাইয়া যাইতেছ, তোমার এই কৃতিত্বে গৌরব বোধ করিতেছি। সংখ্যায় অল্প থাকিয়াও কার্য্যের গুরুত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠদেরও যশ অপহরণ করিবে, তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে আমি এই যোগ্যতার উন্মেষ দেখিতে চাই। আমি ধূলিকণাকে হিমালয়ের সমান দেখি বলিয়াই না শূদ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যদিগকেও ব্রাহ্মণ্যের অধিকার দিয়াছি। তোমরা আমার প্রতিটি কার্য্যের অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে সমর্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

ধানবাদ
২৪শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুত্রকন্যার পিতামাতার যে কত দায়িত্ব, কত উদ্বেগ, তাহা আমি সংসারী না হইয়াও বেশ বুঝিতে পারি। এই ছেলেটা বুঝি ফেল করিল, ঐ ছেলেটা বুঝি পাশ করিয়াও ভাল ফল করিতে

পারিল না, এই মেয়েটা বড়ই কুরূপা, ঐ মেয়েটা বড়ই নির্ব্বুদ্ধি, এই সকল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় পিতামাতার আয়ু অপহৃত হয়। আমি চাহি যে তোমরা পুত্রকন্যার জন্ম হইতেই এমন ভাবে চল যেন, অল্প শ্রমে, অল্প চেষ্টায়, অল্প সংগ্রামে প্রত্যেকটী পুত্রকন্যা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার স্বাভাবিক যোগ্যতাগুলি পিতামাতার সাধনার ফলস্বরূপ উত্তরাধিকার-সুত্রেই লাভ করিতে পারে। তোমার অর্জ্জিত টাকাকড়ি বা ভূসম্পত্তি যেমন পুত্রকে বা কন্যাকে পরিশ্রম করিয়া নূতন ভাবে উপার্জ্জন করিতে হয় না, তোমার সঞ্চিত মানসিক ও আত্মিক ক্ষমতাগুলিও সে যেন সেইরূপ অতি স্বাভাবিক ভাবে নিতান্তই সাবলীল ভঙ্গীতে পাইতে পারে। পুত্রকন্যাকে মানুষ করিবার জন্য পিতামাতার সাধনা প্রয়োজন, এই কথাটীর উপরে তোমরা প্রতিজনে গুরুত্ব আরোপ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

ধানবাদ
২৪শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ব্যক্তিগত ভাবে তোমরা যে যেখানে যেটুকু কল্যাণ-কর্ম্ম

করিতেছ, তাহার জন্য প্রশংসা যে তোমাদের প্রাপ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট নহি। সঙ্ঘগত ভাবেও তাহার অনুশীলন অতীব আবশ্যক। জগন্নাথের রথের দড়ি হাজার লোকে এক সঙ্গে টানে। সকলের টানে যখন রথ চলিতে আরম্ভ করে, তখন প্রতি জনের মনে দ্বিবিধ আনন্দের আবির্ভাব ঘটে। প্রথমত আনন্দ ব্যক্তিগত শ্রমের সুফল দেখিয়া, দ্বিতীয় আনন্দটুকু কিন্তু ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া অনেক অধিক ব্যাপক ও অনেক অধিক গভীর হইয়া থাকে। ব্যষ্টিগত সার্থকতা-বোধের লোভে এদেশে সমষ্টিগত সার্থকতাবোধকে তুচ্ছ করা হইয়াছে। কেহ ভাবে নাই যে, ইহাই জাতির পায়ে কুড়াল মারার কাজ করিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে অসাধারণ হইয়াও সঙ্ঘগত ভাবে তোমরা প্রতিজনে প্রতিজনের প্রতি এবং প্রতিজনের সম্পর্কে সংবেদনশীল হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৫শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। কল্যাণীয়া মা—কেও দিও।

তোমাদের উভয়ের সংযম-ব্রত পালন তোমাদিগকে আমার অতীব প্রিয় করিয়াছে। আমার সন্তানদের মধ্যে অনেকের ভিতরেই দাম্পত্য সংযমের এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তগুলির সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আমি উৎফুল্ল হইয়াছি। তোমাদের এই চেষ্টা আরও ব্যাপক হইলে পরে কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-শাসনের যে পাশবিক প্রচার চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্রীয় অর্থের অনর্থক অপচয়ের দ্বারা কেবলই মুখর হইতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা লজ্জিত হউক আর না হউক, স্তম্ভিত হউক আর না হউক, ধিক্কৃত হইবে। যাহারা জীবনে সংযমের সুস্বাদ কদাচ পায় নাই বা পাইবার চেষ্টা করে নাই, তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জন্ম নিরোধ করিয়া বাহিরের জগতের কাছে বৃথা বাহবা নিবার চেষ্টা মাত্র করিতেছে। এই চেষ্টা কদাচ সফল হইবে না। শুধু মাত্র কামের প্ররোচনায় কাম-ক্রিয়া আর তাহারই সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক নানা ব্যবস্থা কদাচ বিবেকবান সমাজে সমাদৃত হইতে পারে না। কামকে তোমরা হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া প্রয়োজনমত তাহাকে কাজে লাগাইবে, তোমরা কদাপি তোমাদের অভ্যুন্নত আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে পার না। তোমরা যে সংযম-ব্রত পালন করিতেছ, এই কথাটী বাহিরে প্রচার করিও না। তাহা হইলেই তোমাদের ব্রত-নিষ্ঠা দৃঢ় হইবে।

স্ত্রী যদি স্বামীকে সহায়তা করে, স্বামী সব করিতে পারে। আবার, স্বামী যদি স্ত্রীকে পূর্ণ সহযোগ দেয়, স্ত্রীও সবই করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ এক বিরাট যোগ-সাধনা। বিবাহ

করিয়া কেহ কেহ, আগে যাহা ছিল, তাহার অর্দ্ধেক হইয়া যায়। বিবাহ করিয়া কেহ কেহ আগে যাহা ছিল, তাহার দ্বিগুণ তেজ, বীর্য্য, সাহস, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, পৌরুষ এবং শৌর্য্য লাভ করে। বিবাহ কাহারও পক্ষে জীবনব্যাপী হাহাকার হয়, কাহারও পক্ষে সারা জীবন জুড়িয়া উৎসবের সমারোহ হয়। তোমরা তোমাদের আদর্শে একনিষ্ঠ হইয়া লাগিয়া থাকিও, তোমাদের এই নিষ্ঠা আগামী তিনশত বৎসরের পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করিবে।

তোমাদের ওখানকার ক্ষুদ্র মণ্ডলীটীকে সযত্নে গড়িয়া তোল। কোনও সম্প্রদায়ের সহিত বিন্দুমাত্র কলহে লিপ্ত না হইয়া নিজেদের কাজ নিজেরা সরল মনে, ঐকান্তিক আগ্রহে এবং পরম বিশ্বস্ততার সহিত করিয়া যাও। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, আজ তোমরা যেখানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মণ্ডলী সযত্নে গড়িতে পারিবে, ভবিষ্যতে সেখানে বিরাট মহীরুহের ছায়াতলে সহস্র সহস্র নারী-পুরুষ আশ্রয় পাইবে। মণ্ডলী গড়িতেছ না ভবিষ্যৎ গড়িতেছ? বিশ্বাস রাখিও তোমাদের কর্ম্মে আর তাহার সার্থকতায়।

সহকর্ম্মীদের মধ্যে কলহ প্রায় সর্ব্বত্র সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। তোমরা জনে জনে প্রতিজ্ঞা কর যে, যেখানে দেখিবে কেহ কলহের আয়োজন করিতেছে, সেখানেই কলহের আগুন নিবাইবার জন্য প্রীতির বারিধারা সহস্র জনে মিলিয়া ঢালিতে থাকিবে। কয়েকটা ভাল ভাল মণ্ডলীতে গিয়া আমি দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি যে, আসল কাজ ভুলিয়া গিয়া পরস্পরে এত বাজে জঞ্জাল নিয়া অশান্তি

সৃষ্টি করিয়াছে যে, জনসাধারণ সমগ্র প্রতিষ্ঠানটী সম্পর্কে অশ্রদ্ধান্বিত হইয়াছে। এইরূপ মণ্ডলীর থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সমস্ত জীবনের সাধনা ঐক্য নিয়া, প্রীতি নিয়া, জীবে জীবে ভালবাসা নিয়া, পরের জন্য নিজের স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া নিয়া। আমার সন্তান আমার ধ্যান, আমার ধারণা, আমার সাধনার অনুসরণ করিবে না, করিবে অহঙ্কারের, আত্মপ্রভুত্বের, কর্ত্তৃত্বের উপাসনা, ইহা সহনীয় নহে। আমাকে ভক্তি করিবার শিক্ষাদান আমি কদাচ করি না বা করি নাই কিন্তু আমার সন্তান বলিয়া নিজেদিগকে পরিচিত করিবার পরে তোমরা আমার আদর্শ ও অনুশাসন অনুবর্ত্তন না করিলে তোমাদের সন্তানত্ব অটুট থাকে কি করিয়া?

সমবেত উপাসনাটীকে তোমরা কি প্রতি জনে প্রাণের ধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ? এই একটী কথার উত্তর হইতেই জানা যাইবে, তোমরা আমার সন্তান অথবা না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৫শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার প্রত্যেকটী গুরুভাই ও গুরুভগিনীকে জানাইও।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দশ বছরেরও অধিক কাল ব্যয়িত হইয়াছে যে তোমাদের ওখানে গিয়াছিলাম। এত দূর দেশে বারংবার যাওয়া সম্ভব আমার হয় নাই কিন্তু তোমাদের প্রতি জনের জন্য প্রাণটা সর্ব্বদা কাঁদিতেছে। কত রকমের কত অবস্থার নরনারীরা সেই দিন আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, ইহাদের প্রত্যেকের মনে ঐ সময়ে এক অসাধারণ পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। যে আমার সংস্পর্শ চাহিয়াছে, তাহারই চরিত্রে কিছু না কিছু উন্নতি এবং হিতকর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের ধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য যেই পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, সেই পরিবেশটী তোমরা প্রস্তুত করিতে পার নাই। ইহারই ফলে উদীয়মান অরুণরশ্মি অনেক স্থলে মেঘে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার ডালপা গিয়াছিলাম বছর পঁচিশেক পূর্ব্বে। তোমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীমান্ জুলফিকার আলি অভিযোগ করিয়াছিল,—"আমি আমার নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকদের ভিতরে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রবেশ করাইতে পারিতেছি না। ইহারা উপহাস করিয়া সব কথা উড়াইয়া দেয়।" আমি জুলফিকারকে বলিয়া-ছিলাম,—"নিয়া আইস তাহাদিগকে আমার সম্মুখে, তাহারা একবার আমার মুখকান্তি দেখিয়া যাউক। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনোভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইবে।" তাহা হইয়াও ছিল। লিড়ু, খোয়াই, টাটানগরে আমাকে দর্শন মাত্র, আমার সংস্পর্শ পাইবামাত্র দীর্ঘকালের মদ্যপ চিরজীবনের জন্য সুরাপান ত্যাগ

করিয়াছে, ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পরদারলোলুপ পরনারী ছাড়িয়াছে, পরপুরুষাসক্তা ভ্রষ্টা নারী সতীত্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই সকলের জন্য কোনও উপদেশের প্রয়োজন হয় নাই। মানুষের অধঃপতিত মনকে টানিয়া উর্দ্ধে আনিবার শক্তি আমার মধ্যে আছে।

কিন্তু যখন কোথাও অন্তরের কুসংস্কার ও দেহের কদভ্যাসের উপরে আমার এই স্বভাবজাত শক্তি কাজ সুরু করিল, তখন তোমাদের সকলের সযত্নে চতুর্দ্দিকের পরিবেশটী এমন ভাবে তৈরী করা দরকার, যেন নবজাগ্রত চেতনাটী লইয়া প্রত্যেকটী নরনারী চিরকাল দেবজীবন যাপনের জন্য অগ্রসর হইতে পারে। এই জন্যই প্রত্যেক স্থানে মণ্ডলী স্থাপন প্রয়োজন।

সেদিন যাহারা চুম্বাকাকৃষ্টবৎ নিজে নিজে আমার নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা জগতে অসাধ্যসাধন সম্ভব, এই বিশ্বাসটী তোমরা মনে রাখিও। তোমরা তাহাদের প্রত্যেকের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ভাবী সম্ভাবনাগুলির উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাও। তাহাদিগকে উৎসাহ দাও। তাহাদের অন্তরে উচ্চাকাঙ্খার আলো নূতন করিয়া জ্বালাও। আমার সংস্পর্শে এতদিন ইহারা আসিয়াছে, কেন ইহারা সমগ্র জীবন জগতের বন্দনীয় হইবার সাধনা করিবে না?

চা-বাগিচার কুলী বা রাস্তার অন্ত্যজ বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না। মুদী দোকানদার বা হাটের ফেরীওয়ালা বলিয়া কাহাকেও ছোট ভাবিও না। সকল ছোটদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার

আগুন জ্বালাও। এই সকল তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিরা জগতে অসাধ্য-সাধন করিয়া কীর্ত্তি রাখিবে। এই সকল সাধারণ লোকদের পুরুষানুক্রমিক সাধনা পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে মঙ্গলময় করিবে।

যার জন্যই যেটুকু কর, মনে রাখিও, ইহার ফলটুকু আজকালই ফুরাইয়া যাইবে না। ইহার প্রভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে আগামী তিনশত বৎসর ধরিয়া। প্রেমসহকারে আমার এই বাক্য বিশ্বাস কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর,
২৬শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল পুরুলিয়া গিয়াছিলাম কিছু জমির খোঁজে, মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের জন্য একটা পোতাশ্রয় সেখানে নির্ম্মাণ করিতে পারি কি না। যুবক-সমাজ সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিতেছে। আমি তাহার প্রতীকার করিতে চাই। সফলতা-বিফলতার খবর পরে জানাইতে পারিব, তবে বর্ত্তমানে জমির দর অধিক মনে হইতেছে।

একটা মাত্র প্রদেশের ভিতরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজদিগকে

আবদ্ধ রাখিয়া বা রাখিতে বাধ্য হইয়া ভারতীয় সামগ্রিক ঐক্যবোধ-সৃষ্টির অন্তরায় হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি বোম্বে বা হায়দ্রাবাদে কলেজ খুলিবার অধিকার পাইত, বিহার বিশ্ববিদ্যালয় যদি সারনাথ বা আশেপাশে কলেজ খুলিতে পারিত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় যদি কলিকাতা বা সুরাটে কলেজ খুলিতে পারিত, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় যদি পাটনা বা কলিকাতার ভবানীপুরে কলেজ খুলিতে পারিত, আমার সুদৃঢ় ধারণা এই যে, ইহা দ্বারা অতি দ্রুত সর্ব্বভারতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত হইতে পারিত। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যদি আলিপুরদুয়ার, খড়্গপুর বা কটকে কলেজ খুলিবার চেষ্টা করিতে পারিত, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক একতা এবং সাংস্কৃতিক যোগসূত্র অতি দ্রুত গড়িয়া উঠিতে পারিত। এমন কি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি মেদিনীপুরে বা কলিকাতার কলেজ স্ট্রীটে কলেজ খুলিবার অধিকার থাকিত, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি মালদহ, ভুবনেশ্বর বা নগাঁওতে কলেজ খুলিবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ভাষা-সমস্যার স্বাভাবিক নিয়মেই সমাধান হইয়া যাইতে পারিত।

এই জন্যই আমি আমার পরিকল্পিত মালটিভারসিটিকে কোনও নির্দ্দিষ্ট রাজ্য বা প্রদেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহি না। অযাচক অভিক্ষু বলিয়া আমার কাজ ধীরে ধীরে চালাইতেছি বটে কিন্তু আমার পাদক্ষেপ সুনিশ্চিত মৃত্তিকার উপরে।

প্রেমসহকারে কাজ করিতেছি, সর্ব্বশক্তি দিয়া শ্রম করিতেছি, পরিপূর্ণ ত্যাগবুদ্ধি লইয়া যাবতীয় আনুকূল্যকে একলক্ষ্যে প্রয়োগ করিতেছি,—আমার মনে কোনও দিক দিয়াই কোনও ভয় নাই, জানিও। শরীরটার বয়স হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কি হইল? এই শরীর খসিয়া পড়িলে ঠিক যোগ্য মুহূর্ত্তে যোগ্যতম ব্যক্তিটি আসিয়া আমার বিচিত্র কর্ম্মের নিদারুণ গুরুভার সানন্দে স্কন্ধে লইবে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৮শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, নিকটবর্ত্তী একটী সাধারণ পল্লীগ্রামে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের রোল তুলিয়া শুভ পয়লা বৈশাখটা পরম আনন্দে কাটাইয়া দিব। বাদ সাধিল পরিস্থিতি। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দল বিগত নির্ব্বাচনে যাহাকে নিজেদের টিকিটে দাঁড় করাইয়াছিলেন, এমন এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিজের ঘরে নিজে আগুন লাগাইয়া অভিযোগ করিলেন যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই কুকার্য্য করিয়াছে। তদন্ত হইল, ভদ্রলোক এখন হাজত বাস করিতেছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের স্বধর্ম্মী লোকদের

ভিতরে একতার বল অত্যধিক, তাই দেখিতে না দেখিতে অবস্থা এক অভিনবত্ব প্রাপ্ত হইল। সরকারী আদেশে ১৪৪ ধারা বলবৎ হইল, আমাদের হরিসঙ্কীর্ত্তনের আশার গুড়ে বালি পড়িল।

দুঃখ রাখি নাই। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিলাম, চল কলিকাতা। ১লা বৈশাখ কলিকাতা থাকিব। সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিব। এখানে এখন নভোজলীর গুরুতর কাজ চলিতেছে। আরও গুরুতর কাজ রৌদ্রে আর টানাটানিতে রুখিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহাও বর্ষার আগে শেষ করিতে হইবে। প্রত্যেকটা দিন এখন হাজার বছরের সমান দামী।

এই জন্যই তোমাদের প্রত্যেকের কাছে পত্র লিখিতে পারি না। একজনকে লিখিলে হাজার জনে তাহা শোনে, এমন কিছু সদ্‌গুণের চর্চ্চা কি তোমাদের মধ্যে অসম্ভব? সামান্য-অসামান্য-নির্ব্বিশেষে তোমরা সকলে একটী মুহূর্ত্তে একটা পরিবারে পরিণত হইয়া যাইতে কি পার না? ব্যাপারটা ত' কেবল অনুশীলন-সাপেক্ষ, অসাধ্য ত' কিছু নয়। আমি তোমাদের নিকটে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ চাহি নাই, চাহিয়াছি সাধারণ একত্ব, সকলের মন, মুখ, চেষ্টা ও লক্ষ্যকে এক করিবার আপ্রাণ প্রয়াস। ঐরাবত অপেক্ষা পিপীলিকাকে আমি বেশী সম্মান দিয়াছি। গড়ুর পক্ষী অপেক্ষা চড়াই পাখীর অমি বেশী দাম রাখিয়াছি। ইহার সম্মান তোমাদের রাখিতেই হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৮শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঘরে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া আমরা তাহাতে আমাদের মতন ক্ষুধা-তৃষ্ণা আদির আরোপ করিয়া থাকি। ইহা ভক্তির একটী সাধারণ বিকাশ। বিগ্রহ শীত গ্রীষ্মে কষ্ট পান ভাবিয়া আমরা লেপ তৈরী করি, পাখার বাতাস দেই। কিন্তু মা, ঈশ্বরের বিগ্রহ ত' তাঁহার স্মারক মাত্র। নিত্য স্মরণে সহায়তা করেন বলিয়া বিগ্রহকেও নিত্য জ্ঞান করিতে হইবে। কোথাও যাইতে হইলে ঘরে কেহ ফুল জল দিবার না থাকিলে বিগ্রহ সঙ্গে করিয়া নেওয়া সাধারণ বিধি। পথে ঘাটে বিগ্রহকে যোগ্যভাবে রক্ষা সম্ভব না হইলে গৃহেই তাহা রাখিয়া বিদেশে যাইতে পার। বিগ্রহের আসল মন্দির ত' তোমার ভ্রূমধ্যে। সেখান হইতে তিনি কদাচ স্খলিত না হইলেই হইল। কোথাও যাইতে হইলে শুভ্র বস্ত্রে বিগ্রহ আচ্ছাদিত করিয়া বিগ্রহের ভার বিগ্রহকেই সঁপিয়া যাইবে এবং যখন যেখানে যাও, নিষ্ঠা সহকারে নিজ ভ্রূমধ্যে শ্রীবিগ্রহের নিত্য উপস্থিতি চিন্তা করিতে প্রাণমন লাগাইয়া নিজের সাধন নিজে করিয়া যাইতে থাকিবে। অসুবিধার ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে বিগ্রহ নিয়া বেড়াইবার দরকার নাই।

নিত্যই বিগ্রহের পূজা করিতে করিতে তাহার প্রতি এক অসাধারণ প্রেম আসিয়া যায়। কখনো অভিমান, কখনো শাসন, কখনো একান্ত আনুগত্য, কখনো আদর প্রভৃতি নানা ভাব অন্তরে জাগে। একদল লোক ইহাকে কুসংস্কার বা মনের বিকার বলিয়া আখ্যা দিলেও, আমি দেখিয়াছি, ইহা আসেই আসে। এই আসাটা নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই ইহা নিবারণের জন্য কোনও কোনও ধর্ম্মমতের আদি আচার্য্যেরা বিগ্রহ মাত্রকেই অপছন্দ করিয়াছেন। ইহার ফলে সেই মতের অনুবর্ত্তীদের মধ্যে উপাসনা-বিষয়ক অসাধারণ ঐক্য স্থাপিত হইলেও, অন্তরের রসে শুষ্কতা আসিয়াছে। ইহা হইল এক দিকের কথা। অন্য দিকে ইহাও দেখা যায় যে, একটী বিগ্রহের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি তার পাশে আর একটী বিগ্রহ আনিয়া বসাইল। সমগ্র বিশ্বই যখন ব্রহ্মময়, তখন প্রত্যেক বিগ্রহই আদরণীয় হইল। কিন্তু ফল দাঁড়াইল এই যে, ঘরে ঘরে বিগ্রহ-সমারোহের এক একটী করিয়া প্রদর্শনী বা যাদুঘর সৃষ্টি হইল। ফলে নিষ্ঠা নামক বস্তুটী অদৃশ্য জগতে প্রস্থান করিল। ইহা হইল আর এক দিক।

আমি তোমাদিগকে সর্ব্ব-স্বীকৃতির বিগ্রহ দিয়াছি কিন্তু ইহার দ্বারা তোমাদের সাধনকে ঘণ্টা-নাড়া-সর্ব্বস্ব করিতে আমি চাহি না। ভ্রূমধ্যে বিগ্রহ স্মরণ করিয়া সাধন কর। ভ্রূমধ্যে স্মরণকে সহায়তা করিবার জন্য উপাসনা-ঘরে পূজার বেদীতে বিগ্রহ বসাও। নানা দেশভ্রমণ-কালে বিগ্রহ সঙ্গে সঙ্গে নিয়া টানাটানি না করিয়া প্রাণের ভিতরে বিগ্রহটুকু গাঁথিয়া লও। অর্থাৎ প্রচলিত

প্রতীক-উপাসনার ভালটুকু হইতে আমি তোমাদের বঞ্চিত করিতে চাহি না কিন্তু তাহার আতিশয্য পীড়িত অন্ধ-সংস্কার হইতে তোমাদের মুক্তি দিতে চাহি। প্রেমকে প্রধান কর, আচারকে তাহার অনুগত রাখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

মঙ্গল-কুটীর
২৮শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের জেলাটা একটা বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই সেদিন ভিন্নভাষী স্বধর্ম্মাবলম্বীর নিদারুণ প্রহার সহিলে, এখন আবার স্বভাষী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের প্রহার খাইবে। তোমরা অনেক আগে হইতেই জানো যে, তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তথাপি কেন যেন প্রতিটি গ্রামে ঈশ্বরের নামে মানুষকে একত্র করিয়া বিশ্বের সকল শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিবার বিদ্যার অনুশীলনে ডাকিলে না, ইহাই ত' ভাবিয়া পাইতেছি না। এখনো সময় আছে। তোমরা কাজে লাগো। শ্রীহট্ট আর ময়মনসিংহ হইতে মার খাইয়া যাহারা নগাঁও আর গোয়ালপাড়া আসিয়াছে, আবার এখান হইতে মার খাইয়া তাহারা কি শ্রীহট্ট আর ময়মনসিংহেই ফিরিয়া যাইবে? এই দৌড়া-দৌড়ির হয়রাণির

কিছু মাত্রও অর্থ নাই। যে যেইখানে আছ, সত্যে, ধর্ম্মে, ন্যায়ে অবিচলিত থাকিয়া নির্ভিক অন্তরে সেখানেই থাকিবে, এই পণ রক্ষা করিবার জন্য সকলে সম্মিলিত ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হও। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। কূটনীতিবিশারদ রাজনীতিকেরা যাহা এক শতাব্দীতে করিতে পারিবে না, অপ্রত্যাশিত ঘটনার সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর তাহা কটাক্ষের ইঙ্গিতে সম্ভব করিতে পারেন। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, ঈশ্বরে নির্ভর কর।

সকলকে ডাকিয়া আনিয়া এক উপাসনার আসরে বসাইবার চেষ্টা তোমাদের যে সফল হইতেছে না, তাহার এক কারণ তোমরা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা কর না। অপর কারণ, প্রাণে প্রেম লইয়া সেই চেষ্টা কর না। শেষ বা মুখ্য কারণ, তোমরা সমবেত উপাসনার শক্তিতে বিশ্বাস কর না। আমি চাহি, এই বিশ্বাস দুর্ল্লভ বস্তু হইলেও, তোমাদের মধ্যে আসুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৮শে চৈত্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পতি-পত্নীর মনে প্রাণে ঐক্যসাধন ভাবী বংশের সহায়তা করে। উভয়ের বয়সের পার্থক্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না,

আসে যায় যদি প্রাণে মনে থাকে পার্থক্য। আমি আশা করিতেছি যে তোমার সদ্গুণে তুমি আমার কল্যাণীয়া মায়ের সমস্ত মনঃপ্রাণ জয় করিতে পারিয়াছ। আমি আরও আশা করিতেছি যে, তাহার সদ্গুণে সে তোমাকে কেবল মুগ্ধ এবং অভিভূতই করে নাই, তোমাকে বলীয়ান্‌ও করিয়াছে।

তোমাদের নবজাত শিশুকে আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। জগতের মঙ্গলে সুদীর্ঘ জীবন ধারণ করিয়া এই শিশু নিজ মানবজন্মকে সার্থক করুক। সর্ব্বজীবে প্রেম দিয়া সে জীবনে পরম সফলতা আহরণ করুক। তোমরা কায়মনোবাক্যে পুত্রের জন্য নিয়ত ইহাই প্রার্থনা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৮ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ও মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পায়ে বড়ই ব্যথা, কতকগুলি দিন শয্যাশ্রয়ে ছিলাম। ভাগ্যে পূর্ণ বিশ্রাম নিয়াছিলাম। ১লা বৈশাখ কলিকাতায় একস্‌-রে করিয়া দেখা গেল, পায়ের গোড়ালির হাড় ভাঙ্গিয়াছিল, পূর্ণ বিশ্রামে অধিকাংশ জোড়া লাগিয়াছে, এখনো ফাটা আছে। ব্যাণ্ডেজ ব্যবস্থা

হইল। সম্মুখে ভ্রমণ তালিকা। একবারের জন্য বারাণসী গেলাম। কাল রাত্রি ১২ টায় পুপুন্‌কী ফিরিয়াছি।

তোমাদের পত্র পাইলাম। ভক্তি তোমাদের অক্ষয় হউক। কিন্তু জানো, সাধনে কদাচ অবহেলা করিলে চলিবে না। সাধন করিতে হইবে পূর্ণোদ্যমে। তবেই গুরুজনের আশীর্ব্বাদ শত শাখা-পল্লবে ফলপ্রদ হয়। তোমরা প্রত্যেকে সাধন-নিষ্ঠ হও।

চারিদিকে অশান্তি। চারিদিকে দুর্ভোগ। ইহাই সময়, যখন আমাদের প্রতিজনের সর্ব্বশক্তি কাজে লাগাইতে হইবে। আলস্যবর্জ্জিত নিদারুণ তপস্যা আমাদের করিতে হইবে।

প্রত্যেকটী সতীর্থকে সাধনে উৎসাহ দাও। প্রত্যেকের অন্তরে আত্মবিশ্বাস জাগাও। অবিশ্বাসের আবহাওয়া তোমাদের দূর করিয়া দিতে হইবে। বিশ্বাসীদের প্রাণে প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী সুধার পরিবেশন কর। নামে যার নির্ভর, ঐক্য যার বল, তার লয়, ক্ষয়, মৃত্যু নাই, তার অভ্যুদয় কেহ আটক করিতে পারে না।

গৃহবিতাড়িত নিরাশ্রিতের দল নিরুপায় হইয়া দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিতেছে আর সমগ্র আকাশ বাতাস তাহাদের দুঃখ অপমান ও অত্যাচারের ক্রন্দনে পূর্ণ করিয়া দিতেছে। দেখিয়া যাহাদের প্রাণ গলিতেছে না, তাহারা পাষাণ ছাড়া আর কিছুই নহে। তোমাদের প্রতিজনেরই প্রাণ গলিতেছে। কিন্তু মা কেবল কাঁদিলেই কি প্রতীকার হয়? কেবল সহানুভূতির বচন-বিস্তারেই কি গৃহহীন গৃহ পায়, পুত্র-পতিহীন পতিপুত্র ফিরিয়া পায়, বলাৎকৃতা দুর্ভাগা নারী সতীত্ব ফিরিয়া পায়? সমস্যার অতীব

গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। অন্যায়ের প্রতীকারের যোগ্য শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।

সে শক্তি আসে প্রেমে, সে শক্তি আসে ত্যাগে, সে শক্তি আসে ঈশ্বর-বিশ্বাসে আর অনলস কর্ম্মে। বিদ্বেষে নয়, বিষাদেও নয়,— প্রতীকার এই পথে নয়। সহস্র জনে, লক্ষ জনে, কোটি জনে প্রতীকার চিন্তায় ব্রতী হইলে এমন ভয়ঙ্কর অন্যায়ের প্রতীকার হয়।

তোমরা শক্তি অর্জ্জন কর। আমি আবাল্য লোকদিগকে শক্তি অর্জ্জনের কৌশল শিখাইয়া আসিয়াছি, পরমশক্তিমানের শক্তির উৎসের সহিত তোমাদের যুক্ত করিয়া দিয়াছি। এখন তোমাদের চাই একমাত্র অনলস সাধন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর
৮ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। নববর্ষ তোমাদের প্রত্যেকের ঐহিক, পারত্রিক, শারীরিক, মানসিক সর্ব্ববিধ কুশলের কারণ হউক।

চতুর্দ্দিকের দুঃসংবাদে মন ভারাক্রান্ত। তাই পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াই ভ্রমণে বাহির হইতেছি। যত স্থানে যাইতে প্রাণটা

চাহিতেছিল, তাহার অর্দ্ধেক স্থানেও যে যাইতে পারিব না, এই দুঃখটাই রহিল। তোমাদের ওখানে যে যাওয়া হইবে না, ইহাতে তোমাদের দুঃখের সমদুঃখী আমি হইলাম। মনের ব্যথা দূর কর। সূক্ষ্মভাবে আমি তোমাদের আত্মার আত্মা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। তোমাদের প্রতিটি সৎকার্য্যে আমি সঙ্গে আছি, প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে আমি তোমাদের নিত্য সাথী।

বিশ্বাস করিবার জন্য কষ্ট করার কাজ নাই, সাধন কর, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিবে এবং প্রত্যয় আসিবে।

নাম কর, নিজের জন্য কর, পরের জন্য কর, দশের, দেশের, বিশ্বের জন্য কর। নাম কর। পাপীর জন্য কর, পুণ্যবানের জন্য কর, দুর্ভাগার জন্য কর, ভাগ্যবানের জন্য কর, দৈন্যপীড়িতের জন্য কর, ঐশ্বর্য্য-পরিস্ফীত ধনকুবেরের জন্যও কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর
৮ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গর্ভাবস্থায় নিশ্চয়ই তুমি বিগ্রহ স্পর্শ করিতে, পূজা করিতে, অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিতে এবং হরিওঁ নামকীর্ত্তন করিতে পার। ইহাতে কোনও বাধা নাই। গর্ভাবস্থা কোনও অপবিত্র অবস্থা

নহে। গর্ভাবস্থা মাতৃত্বের স্ফুরণাবস্থা। এই অবস্থায় কোনও রমণীকে অশুচি, অপবিত্র, হেয় বা অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করা আমি পাপ মনে করি। একদা এদেশের রমণীরা গর্ভবতী হইতেন জগৎকল্যাণে, ভবিষ্যতেও এদেশের রমণীরা জগৎকল্যাণেই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিবেন। গর্ভবতী হওয়ার দরুণ কাহারও অখণ্ড-বিগ্রহ স্পর্শে ও পূজনে অনধিকার জন্মে না।

গর্ভাবস্থায় বিগ্রহ পূজা করা যায়। কেবল প্রসবের দিন হইতে একুশ দিন বা যাবৎকাল স্রাবাদি থাকে, তাবৎকাল বারণ। গর্ভাবস্থায় নামজপও করা যায়, তবে গর্ভের মাস যতই বাড়িতে থাকে, উদর-স্ফীতি-হেতু ততই শ্বাসকষ্ট বাড়িতে থাকে। এই কারণে অগ্রসর অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ প্রত্যেকের পক্ষে সহজ হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে মালার সাহায্যে নামজপ করা যাইতে পারে।

প্রসব-কালীন অবস্থায় শরীরকে পীড়িতাবস্থার শরীরের ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে এবং তাহার জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে। তৎকালে সাধন-ভজনের নিয়মের কঠোরতা হ্রাস পাওয়া প্রয়োজন এবং দ্রুত শরীর যাহাতে সুস্থ হয়, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত নিয়মের কঠোরতা দিয়া শরীরকে এই সময়ে অযথা ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে।

সন্তান জন্মিলে তাহাকে স্বাগত জানাইতে হইবে। তাহাকে আপদ ভাবিতে নাই।

নানা দেবদেবীর পূজায় তোমাদের মন নাই জানিয়া সুখী

হইলাম। বৃথাই লোকে বহু দেবতার পূজা করে। একজনই মূলাধার। তাঁহাকে লইয়া প্রেমসাগরে ডুব দিতে হইবে। বহুর সেবায় শক্তিক্ষয়, বহুর পূজায় সময়ের অপব্যবহার। একজনকে নিয়াই মজিয়া যাও। একজনের কাছ হইতেই সর্ব্বশান্তি ও নিত্যতৃপ্তি লভিয়া লও।

শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতে নাই। সর্ব্বশাস্ত্রই মহাসমাদরে, অশেষ সম্ভ্রমসহকারে, অন্তরজোড়া সম্মাননা-বোধ লইয়া পাঠ করিবে। কিন্তু মনে রাখিও, অখণ্ড-মন্ত্র যেমন তোমার মন্ত্রাধিরাজ, অখণ্ড-সংহিতাও তেমন তোমার পক্ষে সর্ব্বশাস্ত্রাধিরাজ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৯ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার এক বৎসর মৌন উদ্‌যাপিত হইল। প্রকৃত মৌন মহাশক্তির উন্মেষক, স্থির-বিশ্বাস-প্রদায়ক এবং পরম নির্ভরের জনক। আমি আশীর্ব্বাদ করি, মৌনব্রতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তোমার জীবনে সফল হউক।

১৩ই বৈশাখ আমি কলিকাতাস্থ মানিকতলা আশ্রমে সমবেত উপাসনা করিতেছি। তুমি সেই উপাসনাতে যোগদান করিও।

সেই উপাসনাতে তুমি মৌনভঙ্গ করিও। পা-ভাঙ্গার দরুণ উঠিতে বা বসিতে আমার বড়ই কষ্ট হয়। তবু, তোমার ব্রতপালনের সম্মান স্বরূপ আমি আদ্যোপান্ত সেই উপাসনা পরিচালন করিব।

অতীতের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। কত দুর্ব্বল ছিল তোমার মন, কত অসহায় ছিলে তুমি জীবনে, ভয়-ভীতি-আশঙ্কার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি, আজ তুমি নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, আত্মনির্ভরশীল এবং নিশ্চিন্ত। ঈশ্বরনিষ্ঠা তোমাকে যেমন করিয়াছে, ভারতের প্রত্যেক রমণীকে তাহা করুক। তোমরা আমার গৌরবের সামগ্রী। তোমাদের দেখিয়া জগৎ শিক্ষালাভ করুক।

যশোমান লভিবার জন্য নহে, শান্তি পাইবার জন্যই তোমার এই মৌন। এই জন্যই নিরভিমান মৌন সর্ব্বতোভাবে সার্থক। আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১০ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পড়িয়া সুখী হইলাম। স্বরূপানন্দ-সন্তান মাত্রেই ব্রাহ্মণ, সুতরাং একের সহিত অপরের ভেদজ্ঞান রাখা উচিত

নহে, প্রত্যেকে অভিন্ন, প্রত্যেকে সমান,—এই কথাটীর উপরে তোমার অসীম শ্রদ্ধা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমি সকলকেই ব্রাহ্মণ করিতে চাহি, ব্রাহ্মণ দেখিতে চাহি, প্রকৃত ব্রাহ্মণের ত্যাগ, তপস্যা ও উৎসর্গের অধিকারী দেখিতে চাহি, চরিত্রে, সংযমে, নিষ্ঠায় ও সাধনপরায়ণতায় অতুল দেখিতে চাহি। তোমরা প্রতিজনে তাহা হইতে চেষ্টা কর, ইহাই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়।

দীক্ষা দ্বারা নবজন্ম হয়। তোমাদের তাহা হইয়াছে। কিন্তু প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যপালনের দ্বারা সেই নবজন্মের অতুলন মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণও রাখিতে হয়। তোমাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, কুলীন-অকুলীন, আদরণীয়-অন্ত্যজ এই জাতীয় যে ব্যবহার-দ্বিধা লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ দুইটী। একটী হইতেছে এই যে, তথাকথিত উচ্চবংশীয় নারীপুরুষেরা চিরাচরিত সংস্কারের দাসত্ব বা আনুগত্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয় কারণটা এই যে, নবদীক্ষিতেরা দীক্ষাপ্রাপ্তির পরবর্ত্তী মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসরগুলিকে নিজেদের অতীত শুদ্রত্বের অপপ্রভাব হইতে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য সরল মনে, অকপটে, সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বশক্তি দিয়া, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টমান, যত্নশীল ও সাধন-পরায়ণ হইতেছে না। একটা জাতি বা দেশের সামগ্রিক উন্নতি কেবল একটা দল লোকে কদাচ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। অপিচ কেবল একটা দল লোকের চেষ্টাতেও উন্নতি সম্ভব হয় না। আমি চাহি, তোমাদের মধ্যে সাধন-পরায়ণতা বাড়ুক, যাহার ফলে তোমাদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের যাহারা আমার

নিকট অখণ্ডদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছ, তাহাদের চতুর্দ্দিকের সকল আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব-কুটুম্ব প্রভৃতির মধ্যে অন্তরের উদারতার ও সহানুভূতির প্রসার বাড়িতে পারে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত নিম্নবর্ণ হইতে আসিয়া গুরুকৃপাবলে ব্রাহ্মণ্যের অধিকার পাইয়াছ, তাহাদেরও নিকট ও সুদূর সকল আত্মীয়-বান্ধবগণের মধ্যে চিরপোষিত বহুবিধ অনাচার, কদাচার, হীনাচার ও অতিচারের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আস্তে আস্তে তাহাদের প্রত্যেকে আদর্শ ব্রাহ্মণ্যের অভিমুখী হইতে থাকেন। একজন মাতঙ্গ মুনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহাতে চণ্ডাল কুলোদ্ভব অন্যান্যদের কি লাভ হইল? একজন নাভাগরিষ্টের দুই পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, একজন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহাতে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়দের সর্ব্বসাধারণের কি লাভ হইল? কিন্তু একজন শূদ্র বা বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ের নন্দন স্বরূপানন্দ-সন্তান হইলে, সেই নবদীক্ষিতের চতুর্দ্দিকের সকল আত্মীয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যগুণের প্লাবন বহিয়া যাওয়া চাই। স্বরূপানন্দ বিপ্লবী। তুমি বা তোমার ভাই একজন বা দুইজন শূদ্র আসিয়া ব্রাহ্মণ হইলে, ইহাতে স্বরূপানন্দের অভিলাষ-পূর্ত্তি হইবে না।

দোষদৃষ্টি ত্যাগ না করিলে ব্রাহ্মণের পূর্ণতা আসে না। দাম্ভিক বিশ্বামিত্র দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া নিরভিমান হইলে পরে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অন্যেরা কি অন্যায় করে, তাহার দিক হইতে

দৃষ্টি সরাইয়া আন। তোমরা যাহারা বংশ-ব্রাহ্মণের কুলে জন্মাও নাই বলিয়া এখনো অন্যায় ভাবে হেয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছ, তাহারা নিজ নিজ আচরণের দিকে লক্ষ্য দাও। তোমাদের আচার, আচরণ, বিচার, বিচরণ সব-কিছুই এমন উৎকৃষ্ট হউক যেন, গর্ব্বোদ্ধত ব্রাহ্মণ-সন্তানও মনে মনে তোমাদের সম্ভ্রম করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের অতীত সংস্কার দূর করিবার ইহা শ্রেষ্ঠ সদুপায়। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একত্ব ও সমত্বের বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন। একে অপরকে দূর বা পর বলিয়া জ্ঞান করিবে, ইহা যে অসহনীয়। গুণে যদি তোমরা কেহ কোনও বিষয়ে ঊন থাক, তবে তোমাদিগকে সাধন, শুচিতা, সেবা ও ত্যাগের সুতীব্র অনুশীলনের দ্বারা নিজেদের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কে তোমাকে অনাদর করিল, তাহার উপর গুরুত্ব না দিয়া, কেন তোমাকে অনাদর করিল এবং তোমার দিক হইতে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণটী দূর কি করিয়া করা যায়, তদ্বিষয়ে সমস্ত চিন্তা-চেষ্টাকে প্রধাবিত কর। মনের প্রকৃত শুচিতা আসিলে তোমার উত্থান জগতে কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। প্রেম একত্ব-বোধ-সাধনের শ্রেষ্ঠতম সহায়ক কিন্তু শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করিয়া যে প্রেম, তাহাই খাঁটি প্রেম। অনুকম্পাকে আশ্রয় করিয়া যে প্রেম, তাহা ত' প্রেমের আভাস মাত্র। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১১ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নববর্ষে তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, নিজেদের অন্তর হইতে ভেদ-বিচ্ছেদের কারণগুলিকে সবলে দূর করিয়া দিবে। মনকে প্রতিজনে পরিচ্ছন্ন কর। হিংসা, বিদ্বেষ এবং দম্ভ হইতে মুক্ত কর।

পারস্পরিক সহযোগ মস্তবড় জিনিষ। পারস্পরিক প্রেম তার চেয়েও বড়। প্রেম সহযোগকে সম্ভব করে। মানসিকতায় ও বাস্তবতায় তোমরা প্রত্যেক মিলনপন্থী হও। ভেদ-বিচ্ছেদের চর্চ্চা কয়েক হাজার বছর ধরিয়া করিয়াছ। তাহার প্রতিফলে দিকে দিকে কেবল অবনতি, অশান্তি, উৎপীড়ন আর অসম্মান অর্জ্জন করিয়াছ। ইতিহাস দেখিয়াও তোমাদের কেন শিক্ষা হইতেছে না, ইহা গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অযোগ্যের আত্মসন্তুষ্টির মতন শত্রু নাই। তোমরা যাহা আছ, তাহাই বেশ, তাহাই ভাল, এই বোধ পরিত্যাগ কর। অতীতে তোমরা যত উন্নত বা সুখী ছিলে না, তার শতগুণ উন্নত ও সুখী তোমাদের হইতে হইবে, এই জিদ্ নিয়া চল। একাকী সুখ চাহি না, সকলকে লইয়া সুখী হইব,—এই পণ কর। প্রেমে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হউক। প্রেমে বল আসিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১১ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, ও মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের অন্তরে প্রেম আছে, ভক্তি আছে, আছে দরদ, আছে মমত্ব। যাহা যতটুকু আছে, তাহা শতগুণে সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হউক। এই গুণগুলি মনুষ্য-চরিত্রের অলঙ্কার। তোমাদের এই সকল সদ্গুণ সকলের মধ্যে সংক্রামিত হউক।

তোমরা প্রতিজনে নিজেদের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির সৃজন কর। তোমাদের মধ্য হইতে মহাশক্তির প্রসারণ ঘটিয়া দিকে দিকে জনে জনে অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত ও উদ্বোধিত করুক। ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মানুষগুলি মহাশক্তির প্রকাশ-কেন্দ্র হউক। শক্তির বলে পৃথিবীর সব অনাচার নিবারিত হউক, শক্তির ভিত্তিতে সুস্থায়ী প্রেম প্রতিজনের জীবন-সৌধের মহিমময় সিংহাসনে আরোহণ করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১১ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নববর্ষ তোমাদের জ্ঞানসমুজ্জ্বল, প্রেমপ্রবুদ্ধ, ত্যাগপ্রদীপ্ত, কর্ম্মময় আত্মোৎসর্গের জীবন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউক।

অন্তরের প্রেমকে খাঁটি করিবার জন্য ত্যাগের অনুশীলন প্রয়োজন। ত্যাগ ব্যতীত প্রেমের পরীক্ষাই বা কিসে হইবে? আবার, সাধন ব্যতীত প্রেম জন্মে না। একই বস্তুকে, ব্যক্তিকে, তত্ত্বকে বারংবার শ্রদ্ধা সহকারে ধ্যান করিয়া যাইবার নাম সাধন। জপ প্রকৃত প্রস্তাবে খণ্ডিত ধ্যান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ঐহিক উন্নতি ও আত্মিক উদ্বোধন, দুইটী তোমাদের যুগপৎ হউক। আধ্যাত্মিক উন্নতির দোহাই দিয়া ঐহিককে উপেক্ষা করিবার পরিণাম হইতেছে লক্ষ লক্ষ ত্যাগীর জীবিকার ভার সাধারণ সংসারী লোকদের ঘাড়ে চাপান। আর একটী কুফল হইতেছে, অদৃষ্টবাদ-নির্ভর কাপুরুষতার চর্চ্চা, যাহার পরিণতি জাতীয় বিধ্বংসে। তোমরা সাধু গৃহস্থ হও, গৃহী সাধক হও, সৎ, পরিশ্রমী, পুরুষকার-পরায়ণ, নিজ অন্নে নিজেকে প্রতিপালনে সক্ষম তপস্বী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১১ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জোতের ধান ঘরে ওঠামাত্র তুমি আমাকে তাহার অগ্রভাগ সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছ। এত প্রেম তোমার। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাদের অন্তরে আরও কত মাধুর্য্য আছে, তাহা ভাবিয়া কূল পাই না। জনে জনে রত্নের খনি। অথচ তোমরা নিজেরা জান না যে, তোমাদের মধ্যে কি আছে আর না আছে। তোমরা তোমাদের অন্তরের রত্নখনি নিয়ত অনুসন্ধান কর। তোমাদের অপ্রকাশিত সদ্‌গুণাবলির উন্মেষ সাধন কর।

সর্ব্বদা নাম-সাধন করিবে। নাম করিতে করিতে চিত্ত কামহীন হইবে, প্রেমের উদয় হইবে। নাম করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী তোমার নিকটে প্রেমময় হইবে। নামের ফলে বুকে জোর বাড়িবে, অন্তরের কাপুরুষতা দূর হইবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দের সহিত কোলাকুলি করিবার তুমি যোগ্য হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

দুর্গাপুর (বর্দ্ধমান)

১২ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, তোমরা আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল বেলা বারোটায় কর্ম্মসমুদ্র হইতে সাঁতার কাটিয়া উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মোটর-কারে চাপিয়াছি, বিকাল তিনটায়

বরাকরের এবং ছয়টায় অণ্ডালের কর্ম্মতালিকা রক্ষা করিয়া রাত্রি এগারটায় দুর্গাপুর পৌঁছিয়াছি!

এখন লোকের ভিড়ের মধ্যে বসিয়া তোমাকে পত্র দিতেছি। আমি ভিড়ের মধ্যে বসিয়া যাহা লিখি, তোমরা তাহা কাজের ভিড়ে হারাইয়া ফেলিও না। তোমরা তাহা বিরলে বসিয়া প্রাণভরা প্রেম নিয়া পড়িও, তাহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে চেষ্টা করিও, তারপরে দশ জন সমভাবের ভাবুকের মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইও। যাহা লিখিলাম তাহা অন্তরের প্রাণভরা প্রেম লইয়া লিখিলাম! তোমরাও তাহাকে অন্তরের সামগ্রী করিয়া তুলিতে চেষ্টা পাইও।

মনুষ্যজীবন দুর্ল্লভ। এই জন্মকে সার্থক করিতে হইবে। প্রতিটি মুহূর্ত্ত সময় সৎকাজে সদ্‌ভাবে নিয়োজিত রাখিবার মধ্য দিয়া ইহা সম্ভব। তোমরা কেহই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সুযোগটুকুকে বৃথা চলিয়া যাইতে দিও না। মানুষের কার কত পরমায়ু, আমরা কেহই তাহা জানি না। যতটুকু সময় আয়ত্তের মধ্যে আছে, এস আমরা কাজে লাগাই।

নিয়ত মঙ্গলময় ভগবানের পরমকল্যাণ নাম স্মরণ করিবে। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা লইয়া নাম করিবে। নামের অমোঘ শক্তিতে সুগভীর বিশ্বাস লইয়া নাম করিবে। নাম করিতে করিতে মনঃপ্রাণ একেবারে তন্ময় যেন হইয়া যায়, এই জিদ্ নিয়া নাম করিবে।

তোমরা পাহাড় অঞ্চলে আছ। পাহাড়ী নরনারীদের ভিতরে

আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টিত হও। এ কাজটী তোমাদের প্রত্যেকের আবশ্যিক কর্ত্তব্য। চারিদিকের অশিক্ষিত, অজ্ঞ, পতিত ও জ্ঞানালোকবর্জ্জিত মানুষগুলির ভিতরে যদি ভাগবত কিরণ ফেলিতে পার, ইহারা তোমাদের প্রতিদিনকার সৎসঙ্গদাতা হইবে। এ লাভ তোমাদের মস্ত লাভ। ইহাকে কদাচ তুচ্ছ লাভ বলিয়া গণনা করিবে না। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের আর্থিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য যদি চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমাদেরই ক্ষতিকে চিরস্থায়ী করিব। এই কথাটী তোমরা প্রত্যেকে ভাল ভাবে স্মরণ রাখিও।

ইহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নহে, ইহাদিগকে সেবা দিয়া নিজেরা কৃতার্থ হইবার জন্য কাজ করিবে। নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ছোট করিয়া দিয়া পরমেশ্বরের পবিত্র অভিপ্রায়কে প্রতি জনের জীবনে পূর্ণ করিবার সঙ্কল্পে প্রতিজনে দৃঢ় হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ দুর্গাপুর
১২ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পরিবারের সকলকে লইয়া প্রাতঃকালে তোমরা প্রত্যহ সমবেত উপাসনা করিতেছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। তোমার পত্র দৃষ্টে বুঝিলাম, ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত এই কাজটী নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়াছ। ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। একাজ সৎকাজ। সৎকাজে আপত্তি করিব কেন?

সমবেত উপাসনা প্রত্যহ করিবার কোনও বিধান আমি দেই নাই। সপ্তাহে একদিন নিকটবর্ত্তী সকল স্থানের প্রত্যেকে মিলিত হইয়া একমনে একপ্রাণে সমবেত উপাসনা করিবে, সামূহিক শক্তি, একতার বল এবং সমাত্মবোধের অনুশীলন করিবে, ইহা আমি চাহি। এই সকল সাপ্তাহিক উপাসনাকেন্দ্রের কাজে ক্ষতি না করিয়া যে যেখানে আরও অধিক সংখ্যক সমবেত উপাসনা করিতে পার, তাহা বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তিগত উপাসনা এবং সমবেত উপাসনায় কয়েকটা মোটা রকমের পার্থক্য আছে। ব্যক্তিগত উপাসনাও হাজার লোকে একস্থানে বসিয়া করিতে চাহিলে করিতে পারে বটে, কিন্তু তৎকালে কোনও শব্দোচ্চারণ মাত্রও নাই। ব্যক্তিগত উপাসনাতে জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণ এবং নামজপ তুমি নিজ ইচ্ছা, রুচি ও শক্তি অনুযায়ী যত দীর্ঘ সময় সম্ভব, করিয়া যাইতে পার। কিন্তু সমবেত উপাসনাতে এই দুইটী কাজের জন্য নির্দ্ধারিত সময় নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত উপাসনাতে হরিওঁ কীর্ত্তিত হয় না, উচ্চারিত হয় মাত্র। সমবেত উপাসনাতে হরিওঁ কীর্ত্তন হয় কিন্তু তাহাও মাত্র সাত দফায় বা চৌদ্দ দফায়। আর শুধু কীর্ত্তনে তুমি যত

দীর্ঘকাল ইচ্ছা হরিওঁ গাহিয়া যাইতে পার। সমবেত উপাসনা-কালীন কীর্ত্তনের সুর নির্দ্ধারিত, তাহার পরিবর্ত্তন চলিবে না কিন্তু শুধু কীর্ত্তনে যে সুরে যে তালে ইচ্ছা, তুমি কীর্ত্তন করিয়া যাইতে পার।

এই পার্থক্যগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ঘরে ঘরে প্রতিদিন সমবেত উপাসনা হইতে গেলে চারিদিকের সকলে তাহাতে যোগ দিতে পারে না বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট একটী কেন্দ্রে নির্দ্ধারিত দিবসে সমবেত উপাসনা হওয়া চাইই চাই। এই নির্দ্ধারিত কেন্দ্রের মিলন-রুচির বিঘ্ন করিয়া কোথাও অনুষ্ঠান হওয়া উচিত হইবে না।

ব্যক্তিগত উপাসনা নিজেকে পূর্ণানন্দের অধিকারী করিবার জন্য। সমবেত উপাসনা বিশ্বের প্রত্যেকের সহিত নিজের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য। দুইটীরই প্রকৃত উদ্দেশ্য এক কিন্তু দুইটীর প্রারম্ভিক প্রকৃতি এক নহে। একক উপাসনায় তুমি আর তোমার উপাস্য নিয়া কাজ, সমবেত উপাসনায় তুমি, তোমার প্রতিবেশী প্রত্যেকে, জগদ্বাসী সকলে এবং পরমেশ্বর একত্র মিলিত হইতেছেন। দুইটীর প্রকৃতি ও পরিবেশের পার্থক্য স্মরণে রাখিবে। মানুষের সহিত মিলনের জন্য নহে, কেবল ব্যক্তিগত বাহাদুরী জাহির করিবার জন্য যে সমবেত উপাসনা, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর। একক উপাসনার ফল পরমেশ্বরে প্রেম, সমবেত উপাসনার ফল বিশ্বের প্রতিজনের প্রতি প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরিওঁ মালদহের পথে দার্জ্জিলিং মেইল
১৬ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বড় হুড়াহুড়ি করিয়া ট্রেইণ ধরিয়াছি। আমরা শিয়ালদহ আসিয়া ট্রেণে চাপিয়াছি আর গাড়ী ছাড়িয়াছে। আমি ও অঞ্জন নাকে মুখে কিছু খাদ্য গুঁজিয়াছিলাম। সাধনা আহার না করিয়াই গাড়ী ধরিয়াছে। সংহিতা আসিয়া প্লাটফরমে কেবল কাঁদিতে লাগিল, হায়, মা না খাইয়া গেলেন। মনে ক্লেশ আমারও হইয়াছিল। কিন্তু বর্দ্ধমান ষ্টেশনে শ্রীমান্ যতীন্দ্র দে এক হাঁড়ি খাবার নিয়া আসিল। কি যে প্রাণ এই যতীন্দ্র ছেলেটির, আর তার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর,—যতবার বর্দ্ধমান অতিক্রম করি ততবার সাদরে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ খাদ্য দিয়া যাইতেছে। শান্তিনিকেতনে (বোলপুরে) ফাল্গুনী ও হৃষীকেশ অনুরূপ কাজ করিয়াছে। ভক্তি নিয়া যে যাহা করে, তাহা ভক্তির গুণে মধুর হয়।

অতিশ্রমে শরীর বড় ক্লান্ত। বেশী খাটিলেই বমি আসে। তবু অভ্যাস ছাড়িতে পারি না। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা দক্ষিণ চরণ নিয়ত ব্যথা দিতেছে। পত্র লিখিতে বসিলে ব্যথা ভুল হইয়া যায়। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে লেখা বাঁকা হইয়া যায়, তবু লেখনী ভুলায় ব্যথা। তোমাদের কাছে পত্র লিখিতে বসিলে দেহের ঊর্দ্ধে আমি বিরাজ করি।

কাল বরাহনগরে নান্নইপাড়াতে যে কীর্ত্তনান্তিক সভাটি হইয়াছিল, তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আমার ছেলেমেয়েরা সামান্য শ্রম করিলে অসামান্য অনুষ্ঠান করিতে পারে। শ্রীমান্ মনোরঞ্জন দেবকে উপলক্ষ্য করিয়া আমার এবারকার বরাহনগর গমন কিন্তু সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভক্তিমান্ পুরুষ ও মহিলাদের উপস্থিতি প্রমাণিত করিয়াছে বরাহনগর অখণ্ডমণ্ডলীর সংগঠনী-কৃতিত্ব। আহা, ইহারা নিজেরা যদি নিজেদের শক্তি জানিত, নিজেদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পরিচয় রাখিত, জগতে ইহারা কি না করিতে পারিত? আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হইতে নির্দ্দেশ দিতেছি। আমি চাহিতেছি, তোমরা তোমাদের শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বাড়াও। শুধু আজিকার বা কালিকার জন্য নহে, তোমাদের শ্রম করিতে হইবে আগামী তিনটী শতাব্দীর ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য। তোমরা অপ্রেম ঘুচাইবে, ঐক্য বাড়াইবে, অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে প্রতিটি জগদ্বাসীর সঙ্গে। তোমরা ভণ্ডামি দূর করিবে, ধর্ম্মের নামে কদাচার ও অনাচারকে প্রহৃত করিবে, প্রকৃত ধার্ম্মিক ও যথার্থ প্রেমিক মানুষের সহজ আবির্ভাবকে সম্ভব করিবে তোমাদের আপ্রাণ উৎসর্গ ও অদম্য পুরুষকারের দ্বারা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরিওঁ   মালদহ

১৭ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শিয়ালদহে তোমার চোখে অশ্রু দেখিয়া আসিয়াছি। যে প্রেমে ও স্নেহে কাঁদে, সে ধন্য। সাধনা ভাতের গ্রাস মুখে না দিয়া ট্রেণ ধরিয়াছে বলিয়া তুমি কাঁদিয়াছ। পথে ভগবান তাহাকে ভাল ভাবে খাওয়াইয়াছেন। এজন্য আর দুঃখ করিও না। তবে অনাহার, পথশ্রম এবং আরও হাজার রকমের কষ্ট ত' আমরা জীবন ভরিয়া পাইব বলিয়াই এ পথে নামিয়াছি। দেশের মানুষ বিপন্ন, আমরা আমাদের বক্ষপঞ্জরে আগুন ধরাইয়া তাহাদিগকে বাঁচিবার পথ, অভয়ের পথ দেখাইব। চারিদিকে অন্ধকার, অবিমিশ্র তমিস্রা, আমাদের আত্মদান ছাড়া এ আঁধার দূর হইবে কিসে?

তুমি সাবধানে থাকিও এবং সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেকে জগতের কাজের জন্য তৈরী করিতে থাকিও। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর জন্য প্রেম তোমার মূলমন্ত্র হউক।

মালদহে একান্ত অনবসর যাইতেছে। এখানকার ছেলেরা কিছু শ্রম যে করিয়াছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইতেছি। কাজ করিলেই ফল পাওয়া যায়। সৎকাজের সৎফল অবশ্যম্ভাবী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরিওঁ   কাটিহার

১৮ই বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ডিব্রুগড় হইতে বংশীবদন কাটিহারে আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু করিয়াছে। বড় চাকুরী কিছু করে না কিন্তু একাগ্র প্রেম যার, তার প্রভাব সৃষ্টি হইতে দেরী লাগে না। একদা লামডিং এর চন্দ্রশেখর কাটিহারে আসিয়া মণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে স্থানীয় কয়েক জনে প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে। আজ সে নাই, পরলোকের ডাক তাহাকে অকালে নিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতির সুরভিটুকু জাগিয়া আছে।

প্রত্যেকে তোমরা সৎকর্ম্মান্বিত হও। ইহাই আমি চাই। তুচ্ছ তুচ্ছ সৎকর্ম্ম বৃহৎ বৃহৎ মানুষের আবির্ভাবকে সম্ভব করে, বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানের সূচনা করে। সৎকর্ম্মকে বিশ্বাস করিও। সৎকর্ম্ম অল্প হইলেও পরম কল্যাণদায়ক এবং মহদ্-ভয়-নিবারক। প্রত্যেকে এই কথাটী বুঝিতে চেষ্টা কর।

বড় সতর্ক ভাবে শ্রম করিতেছি। জনতার ভিড় লাগিয়াই আছে। তার মধ্যে অনেক কষ্টে দুই চারিখানা পত্র লিখিতেছি। সন্ধ্যাকালে ভাষণ হইবে। এক ঘণ্টা বলিব। সাধনা দেড় ঘণ্টা বলিবে। লোকের আগ্রহ অপরিসীম, কিন্তু কেবল কথা বলিয়া আর কথা শুনিয়া ত' কোনও উল্লেখযোগ্য লাভ নাই? জীবনকে

হীনতার পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিয়া শুচিতার ঊর্দ্ধ-গগনে স্থাপন করিতে হইবে, সর্ব্বমালিন্য ধুইয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া জগজ্জনের ও জগৎপতির সেবায় লাগাইতে হইবে। তবেই জীবন সার্থক হইল। নতুবা কেবল ভাল ভাল কথা কহিয়া আর ভাল ভাল কথা শুনাইয়া বেশী কাজ আর কি হইবে? ভাল কথা বলা ভাল, ভাল কথা শুনাও ভাল কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভাল, ভাল কাজ করা। কাজ আমরা করিব না, কেবল বলিব আর শুনিব, ইহা এক নিদারুণ বিলাসিতা, ইহা এক বন্ধ্যা সাহিত্যিকতা। ভাব ও ভাষার উচ্চতা কর্ম্ম ও নীতির উচ্চতা প্রদান করিবে, তবেই বলা ও শোনা উভয় সার্থক হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরিওঁ শিলিগুড়ি

২১শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

শিলিগুড়িতে এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাণ-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলাম। কর্ম্মীরা আগ্রহী হইলে এবং নিজেদের মধ্যে মতের ও মনের মিল থাকিলে অল্প লোকেও অধিক কাজ করিতে পারে। বাঘা যতীন পার্কের জনসভায় বিরাট জনসমাবেশ দেখিয়া তাহা বুঝিয়াছি। আমি এক ঘণ্টা বলিয়াছি, সাধনা বলিয়াছে দুই ঘণ্টা।

দেশের প্রকৃত প্রয়োজন আজ চরিত্রের আর পৌরুষের, অসংযম আর দুর্ব্বলতাকে আজ ঝাঁটাইয়া দেশ হইতে বিদায় করিতে হইবে। আমরা আমাদের পীড়িত বা সাময়িক ভাবে অক্ষম শরীরেও নির্ভয়ে যাহা বলিয়া যাইতেছি, তাহার ফল যদি শতকরা মাত্র একটী শ্রোতার উপরে পড়ে, তবে তাহাই শতাব্দী-ব্যাপী কল্যাণকর্ম্মের সূচনা করিবে। আমরা আজ যাহা বলিতেছি, তোমরাও যদি কিছু জনে তেমন সৎসাহস, তেমন আত্মবিশ্বাস, তেমন দুর্দ্দমনীয় মঙ্গলকামনা সহকারে বল এবং নিজ নিজ ভক্তি অনুযায়ী সর্ব্বদেহমনপ্রাণ দিয়া সৎকর্ম্ম কর, তবে তাহার ফল জগতে রুখিবে কে? বর্ত্তমান যদি অতীতের ফল হইয়া থাকে, জানিও, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমানেরই ফল। আমরা ভারতের তথা পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে পূতিগন্ধময় হইতে দিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরিওঁ দার্জ্জিলিং

২৩শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্রখানা সুরু করিয়াছিলাম শেষ রাত্রে কার্সিয়ংএ, এক পংক্তি লিখিয়াছি দার্জ্জিলিং যাইবার পথে ট্রেণে, বাকী অংশ লিখিতে বসিলাম দার্জ্জিলিং রেল স্টেশানে ট্রেণের কামরায় বসিয়া দার্জ্জিলিং-এর কাজ সারিয়া কার্সিয়ং ফিরিবার পথে।

ছয় মাসের জন্য তোমরা দাম্পত্য সংযমের ব্রত নিয়াছিলে। আজ বৎসর ঘুরিতে চলিল, তবু তোমরা স্বামী ও স্ত্রীতে সংযম-ব্রতে অটল আছ, এই সংবাদ কত যে সুখকর, বলিবার নহে। প্রকৃত প্রেম আসিলে দেহ দেহকে চাহে না, প্রাণ চাহে প্রাণকে, আত্মা চাহে আত্মাকে। তোমাদের সংযম তোমাদের প্রেমে গভীরতা দেউক।

সংযম-ব্রত উদ্‌যাপনের পরে সন্তানার্থে মিলিত হওয়াকে পাপজনক বলিয়া কদাপি কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি ঘোষণা করেন নাই। শাস্ত্রও তেমন কথা বলেন নাই। সুতরাং উভয়ে যে সময়ে প্রয়োজন বোধ করিবে, শারীরিক নৈকট্য সম্পাদন করিবে, ইহাতে দোষের বা অপরাধের কিছু নাই।

তোমাদের সংযম তোমাদের সন্তান-সন্ততির পক্ষে স্বাভাবিক সম্পদ রূপে প্রসারিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। তোমাদের ন্যায় অতি সাধারণ গৃহস্থদের সংযম-পালনের দক্ষতা ও সফলতা কলস্বরে তাহাদের অপচেষ্টাকে শত ধিক্কার দিতেছে, যাহারা নিজ নিজ জীবনে সংযমের সুখ আস্বাদন করিতে অযোগ্য বলিয়া কৃত্রিম জন্মশাসনের কামদ ও কুৎসিত রীতিনীতিকে ভদ্রসমাজে টানিয়া আনিবার জন্য দেশ ও জাতির শোণিততুল্য বিপুল অর্থের অপব্যয় করিতেছে। তোমরা মোহান্ধদের ঐ সকল চাতুরীতে কদাচ ভুলিও না বা পথভ্রষ্ট হইও না। সংযমের বলে জন্মশাসনের ক্ষমতা প্রত্যেকটী মানুষের ভিতরেই সুপ্ত ভাবে রহিয়াছে বলিয়াই

তাহাদের নাম মানুষ। নতুবা তাহাদের নাম পশু বা জানোয়ার হইত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরিওঁ
কার্সিয়াং
২৪শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সৎকার্য্যে সহযোগ বা সহায়তা করিবার সুযোগ ভগবৎকৃপায় বহু ভাগ্যফলে আসিয়া থাকে। যাহারা সুযোগ পাইয়া সৎকার্য্য হইতে বিরত থাকে, সুযোগকে গ্রহণ করে না, তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য। জগৎজোড়া মিথ্যা আর প্রবঞ্চনার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। তার মধ্যে যাঁহারা সত্যের ও সততার ধ্বজা ধরিয়া রাখিয়া দুঃখ-সহন ও ক্লেশ-বরণ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা নমস্য, তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরিওঁ
কার্সিয়ং
২৪শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জীবন ও মৃত্যু উভয়ই ভগবানের চরণে সঁপিয়া দাও। ভগবানকেই একমাত্র আপন ও প্রিয়জন বলিয়া জান। অন্তরের সমস্ত ভক্তি-ভালবাসা ঐ একটী স্থানে নিঃশেষে অর্পণ কর। ইহাতে যে আনন্দ, ইহাতে যে তৃপ্তি, তাহার তুলনা নাই। ইহা যে করিতে পারে, রোগশয্যা তাহার নিকট ফুলশয্যা হয়, দুঃখ-দহন তাহার নিকট চন্দনপ্রলেপ হয়।

বলিতে গেলে, অধিকাংশ মানুষের প্রায় সমস্ত জীবন বৃথাই চলিয়া যায়। তাহার মধ্যে স্থায়ী সম্পদ বা নিত্যধন সে খুব কমই আহরণ করে। ক্ষণিক সুখ বা সাময়িক তৃপ্তির পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে উন্মাদের মত ছুটাছুটি করে। রোগশয্যায় তাহার হিসাব লইবার অবকাশ মিলে। এই হিসাবে রোগ-শয্যার একটা আধ্যাত্মিক সম্মানও আছে।

রোগে ও স্বাস্থ্যে, বিপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, অভাবে ও সমৃদ্ধিতে, রিক্ততায় আর পূর্ণতায়, তিক্ততায় ও মাধুর্য্যে সমভাবে পরমেশ্বরের প্রেমমাখা নয়নের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাও। জীবন ধন্য হইবে।

পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা, আত্মীয়, পরিজন, বান্ধব ও কুটুম্ব প্রত্যেককে ভগবানের অমোঘ প্রেমে ঢাকিয়া লও। সংসার সহস্র বিপত্তির মধ্যেও সুখময় হইবে। ইহাদের প্রতিজনকে সত্য, ধর্ম্ম, সেবার প্রতি আকৃষ্ট কর। মনুষ্য-জীবন সার্থক করিবার জন্য প্রত্যেকের অন্তরে প্রেরণা, উদ্দীপনা, উজ্জীবনা ও উল্লাস সৃষ্টি কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৭)

হরিওঁ কার্সিয়ং

২৪শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সাধনা ও প্রেমাঞ্জন আজ কেবল পাহাড় ভাঙ্গিতেছে। সাধনা ও স্বদেশের নামে কার্সিয়ংয়ে যে দুই খণ্ড দামী ভূমি ছিল, আজ তাহার সকল গোলযোগ মিটাইয়া আমার নামে দানপত্র রেজেষ্টারী হইবে। ইহা নিয়া তাহারা ব্যস্ত। আমি নিরালায় বসিয়া কেবল পত্র লিখিতেছি। সারা জীবন পত্রই লিখিলাম, এ কাজটা আমার প্রিয়। তবে দুঃখ এই, ইংরাজি ১৯১২ হইতে সুরু করিয়া ১৯৩৬ পর্য্যন্ত যে সকল পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে মৃতপ্রাণ জাগিয়াছে, অলসের ভিতরে কর্ম্মৈষণার প্রচণ্ড তাড়না আসিয়াছে। আজিকার পত্র তোমাদের মনে সাড়া জাগায় কি? তোমরা কি বেড়ায় গুঁজিয়া রাখিয়াই পত্রের প্রতি যোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন কর না? পত্রানুযায়ী কাজ তোমরা কয়জনে করিতেছ?

কার্সিয়ং এর জমিটায় একটা সৎপরিকল্পনা রহিয়াছে। মালটিভারসিটির বা আমার বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের ছাত্রেরা গ্রীষ্মের দিনে পরীক্ষার পড়া তৈরী করিবে কোথায়? পুপুন্‌কীতে ত' সারাদিন খাটিবে, পড়িবে আর পড়াইবে, মোটর-মেকানিজম, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-তৈরী এবং মুদ্রণশিল্পের কাজের প্রত্যেকটীতে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করিয়া করিৎকর্ম্ম অনুশীলন দিতে হইবে, নিজের

ব্যয়ের একটা মোটা অংশ ঐভাবে তাহাদের অর্জ্জন করিতে হইবে যেন পিতামাতার উপর হইতে ক্রমশঃ আর্থিক চাপটা কমিয়া আসিতে পারে। তারপরে কি তাহাদের পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইতে হইবে না? ইংরাজ যে উদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিং, মুসৌরী, সিমলা ও শিলং সহর গড়িয়াছিল, আমিও সেই উদ্দেশ্যেই কার্সিয়ংএ প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ গড়িয়া তুলিতে চাহি। যাহা পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ভাবিতেছি, তাহা আজ আস্তে আস্তে রূপ পাইতেছে। এত দেরী দেখিয়া আমি হতাশ হই নাই। আমি যে ঈশ্বরবিশ্বাসী। আমি প্রাণ জ্বালাইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি, অভাব-অনটনে কদাচ টলি নাই। অনশনকে জীবনের পরম সঙ্গী করিয়া লইয়াছি। বিশ্রামকে মৃত্যুর ওপারে ঠেলিয়া দিয়াছি। কত প্রতিষ্ঠানের কত বড় বড় দালান উঠিয়া গেল, আমার ওঠে নাই। এজন্য মনে এক কণা লজ্জাও আমার আসে নাই। আমি যে অযাচক, অভিক্ষু, পরপ্রত্যাশাবর্জ্জিত, পুরুষকারপ্রবুদ্ধ, আত্ম-নির্ভরশীল, স্বাবলম্বী কর্ম্মী। আমার নাম না থাকিতে পারে, যশ না হইতে পারে, কিন্তু আমার সুপ্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠার দাম পরমেশ্বর নিজ হাতে দিবেন। ইহার জন্যও কাহারও অপেক্ষার প্রয়োজন নাই।

সময় থাকিতে তোমরা ইহা বুঝিলে ভাল কাজ করিবে। দাঁত পড়িয়া যাইবার পরে তাহার জন্য কাঁদার কোনও অর্থ নাই। কোথায় তোমাদের উদ্যত বাহু, কোথায় তোমাদের উৎসাহী মন, কোথায় তোমাদের উদ্‌যোগ আর আয়োজন? বাবামণি ডালভাত

মাখিয়া মুখে ঢুকাইয়া দিলে তবে কি তোমরা গিলিবে? এই আলস্য পরিহারের কি এখনো সময় আসে নাই?

পা-টা যন্ত্রণা দিতেছে। দার্জ্জিলিং আর কার্সিয়ংএ যানবাহনের অসুবিধায় ইহা হইয়াছে। মুসৌরীতে আরামদায়ক রিক্‌শা আছে, এখানে তাহা নাই। মুসৌরী সুন্দরী কিন্তু অপরূপা নহে। শিলং মনোমোহিনী, কিন্তু দার্জ্জিলিং অপরূপা। দুঃখের বিষয় শিলং ও দার্জ্জিলিংএ মুসৌরীর রিক্‌শা নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৮)

হরিওঁ কার্সিয়ং

২৫শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সময় পাই না, তাই পত্র লিখি না। তবু যে কয়খানা লিখি, তাহাতে আমার মাসিক প্রায় তিন শত টাকা ব্যয় হয়। যোগ্য সহকর্ম্মীর অভাব। যে কয়টী কর্ম্মী সঙ্গে সঙ্গে খাটিতেছে, সংখ্যায় তাহারা মুষ্টিমেয়। সবাই প্রাণ জ্বালাইয়া সেবা করিতেছে, তাই এত বড় সংগঠন একা আমি চালাইয়া যাইতে পারিতেছি। নতুবা ইহা পারিতাম কি? ইহারা আমার পা টিপে না, গায়ে তেল মাখাইয়া দেয় না, সারাদিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস দেয় না, ফুলের মালা গাঁথিয়া সারাদিন আমাকে পুষ্পশোভায়

সাজায় না, চন্দন ঘষিয়া সারা আননে তিলক আর ফোঁটা কাটিয়া দিয়া আমাকে সুন্দরতর করিবার জন্য সময় নষ্ট করে না, আমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াটাকেই সব চেয়ে বড় কাজ বলিয়া মনে করে না, ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া শঙ্খঘন্টা বাজাইয়া সকাল-সন্ধ্যায় আমার আরতি করে না। তবু ইহারা আমার সেবা করে এবং সেই সেবা জগতের শ্রেষ্ঠ সেবা। কেহ বারাণসীতে প্রেসে বসিয়া সারাদিন আমার লেখা কম্পোজ করিতেছে, কেহ প্রুফ দেখিতে দেখিতে চক্ষুকে পীড়িত করিতেছে, কেহ ঘট্‌ঘট্ শব্দ করিয়া মেশিনে তাহা ছাপাইতেছে, কেহ পুপুন্‌কীর গ্রীষ্মে দগ্ধ হইয়া আর বর্ষায় ভিজিয়া মাটি কাটিতেছে, জমি তৈরী করিতেছে, গাছ-গরাণ সৃষ্টি করিতেছে, বাঁচাইতেছে, কেহ দালান গাঁথার কাজে কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে ভাঙ্গা হাত-পা আস্ফালিত করিয়া অবাধ্য ও বুদ্ধিহীন কুলী-কামিনের দল খাটাইতেছে। দিন নাই, ক্ষণ নাই, দিনে রাতে সর্ব্বক্ষণ কেহ কেহ রুগ্ন আর্ত্তকে ঔষধ বিলাইতে বিলাইতে ক্লান্ত হইতেছে, কেহ বা গো-মহিষের সেবা করিতে করিতে নিজেরা গো-মহিষের ন্যায় নোংরা সাজিতেছে,—ইহাদের কাজের অন্ত কোথায়? তোমরা যাহারা আমাকে ধূপ-দীপে আরতি করিয়া ধন্য গুরু-সেবা করিয়া ফেলিয়াছ বলিয়া মনে কর, ইহারা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী সেবা দিতেছে। আমি যদি অবতার বলিয়া পূজা পাইতে চাহিতাম, তাহা হইলে আমার প্রজ্ঞা, সাধনার কণ্ঠ, স্নেহময়ের নিষ্ঠা, অঞ্জনের সেবা এবং অবতারবাদের প্রতি

স্বাভাবিক-ঝোঁক-বিশিষ্ট তোমার লক্ষাধিক গুরুভাই ও গুরুভগিনী অনায়াসে আমাকে তিনমাস মধ্যে ভারতের যে-কোনও অবতারের তুল্যকক্ষ বা প্রতিকক্ষ পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু আমি যে পরমপুরুষকে জনে জনে দেখিয়াছি, আমি শিষ্যদের মধ্যে পরমগুরুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমি সস্তা গুরুবাদের সহজলভ্য ফল পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারি কি করিয়া? তাই আমি এত শ্রম করিয়া চালিয়াছি। তাই আমি কুলী-মজুরদের সমকক্ষ হওয়াটাকেই সব চেয়ে বড় গৌরব বলিয়া অনুভব করিয়া যাইতেছি। তাই আমি হাজার কাজের ফাঁকে ফাঁকেই পত্র লিখি, শুধু পত্র লিখিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সময় দেওয়া আমার পক্ষে সুকঠিন বা অসাধ্য।

পুপুন্‌কীতে কলঘরের ভিত্তি হইয়া গিয়াছে, এখন প্লিন্থ্ বা পীড়া গাথা হইতেছে। একত্রিশ ফুট লম্বা ও আঠারো ফুট পাশে মোট ছয়খানা ঘর এক সঙ্গে এক দালানে উঠিতেছে। এক ঘরে তেলের ঘানি, এক ঘরে ডালের কল, এক ঘরে চিঁড়ার কল, এক ঘরে আটার কল ইত্যাদি করিয়া খাদ্যোৎপাদনের বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ছাত্ররা এখানে বিশুদ্ধ খাদ্য খাইবে, বিশুদ্ধ চিন্তা করিবে, বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিবে, বিশুদ্ধ কর্ম্মী রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, ভিক্ষা ব্যতীত জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে। অর্জ্জুনের প্রয়োজনেই গীতা রচিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজনে নহে। প্রত্যেকটী বালককে

বিশ্বরূপদর্শন-ক্ষম কর্ম্মযোগী অর্জ্জুনে পরিণত করিয়া আমার বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র বা মালটিভারসিটি সার্থক হইবে।

এই ধ্যানে আমি ডুবিয়া রহিয়াছি। তোমাদের নয়নে কি ইহার অংশ-বিশেষও ফুটিয়া ওঠে না? তোমরা কি এই ধ্যানের আনন্দ-অনুভব করিতে চাহ না? তোমাদের মধ্যে কোথায় সেই উদ্দীপনা?

ছাত্রদের জন্য প্রচুর দুগ্ধ চাহি, পঞ্চাশ হইতে একশতটী গাভী পুপুন্কীতে পালিত হইবে। তাহাদের জন্য তৃণ উৎপাদনার্থে আমি পনের মাইল দূরে ছয় শত বিঘা জমি খুঁজিতেছি। হইবে কিনা হইবে, ঈশ্বর জানেন। কিন্তু হইয়া যদি যায়, বন্ধুর মরুভূমিকে আমি তিনটী বৎসরে শ্যামলশোভায় সাজাইব। মরুভূমিকে জয় করিবার বিদ্যা আমি শিখিয়াছি। ইহাতে যে আনন্দ, তাহার আস্বাদনে তোমাদের আগ্রহ আসে না কেন?

দেশকে ভালবাসিয়াছ? জাতিকে ভালবাসিয়াছ? দেশবাসীদের পুত্রকন্যাদের ভালবাসিয়াছ? ইহা না করিলে যে নিজেদের প্রতি নিজেদের ভালবাসা সত্য হইয়া উঠিবে না! ইহা না হইলে তোমার নিজ স্বামী বা পুত্রকন্যাকে ভালবাসাটাও বিশুদ্ধ বস্তু হইবে না।

মাগো, সাহিত্য লিখি নাই, লিখিয়াছি উপলব্ধ সত্য। এই সত্য কি তোমাদিগকে আকর্ষণ করিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৯)

হরিওঁ

শিলিগুড়ি

২৬শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিজেকে কাহারও অপেক্ষা ছোট মনে করিও না। ব্রহ্মশক্তি প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজিত। সেই শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। তাহাকে একাগ্র সাধনা দ্বারা জাগাইয়া তোল।

নিজেকে কাহারও অপেক্ষা বড় মনে করিও না, কারণ, প্রতি জীবেই ব্রহ্ম বিরাজিত। প্রত্যেকের ভিতরেই তিনি প্রকাশিত হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। যেখানে নিজেকে বড় ভাবিলে অপরকে ছোট ভাবিতে হয়, সেখানে ভগবানকে অসম্মান প্রদর্শন করা হয়।

নিজেকে ছোট ভাবিয়া ম্রিয়মান থাকারও পরিণাম ঐ এক। তুমি কাহারও বড়ও নহ, কাহারও ছোটও নহ। তুমি এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রকাশ, তোমাতে এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বিকাশের প্রতীক্ষায় অবস্থান করেন।

আত্মাবজ্ঞাও নহে, অহঙ্কারও নহে, সর্ব্বভূতের সহিত একত্ব, অভিন্নত্ব, সমানত্ব নিয়ত স্মরণে রাখ।

নিজ নিজ অন্তরের উপলব্ধির মহিমায় সংস্পর্শ মাত্র অপরাপর সকলের অন্তরে এই দীপ্তিময় প্রকাশশীল অতীব সুন্দর অনুভবটীকে জাগাইয়া তোল।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ইহা যদি করিতে পার, তাহা হইলে স্বভাবকেই সম্মান করা হইবে, অস্বাভাবিক কিছু করা হইবে না অথচ জগতে এক অসাধ্য-সাধনের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া যাইতে পারিবে। আমার সন্তানের অসাধ্যসাধনের সাহস থাকা আবশ্যক।

ঐক্যবল বর্দ্ধিত কর, ক্ষমা ও অদোষদর্শিতার তোমরা এক একটী জীবন্ত বিগ্রহ হও, ভালবাসার বলে সকলের সকল নীচতা দূর কর, প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে জগদ্ব্যাপী প্রশান্তি সৃষ্টির কাজে অত্যাবশ্যক করিয়া তোল, পতিতকে উদ্ধার, দরিদ্রকে সম্পদসম্পন্ন করা, অক্ষমকে, দুর্ব্বলকে মহাবলাধারে পরিণত করা তোমাদের ব্রত হউক।

চারিদিকে নজর দাও। আত্মবিস্মৃতদিগকে আত্মচেতনা দাও, ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙ্গাও। বন-পর্ব্বত-বাসী অশিক্ষিত মানুষগুলিকে আদর করিয়া বুকের কাছে ধর, তাহাদিগকে তোমাদের বল ও সম্পদ করিয়া তোল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮০)

হরিওঁ

শিলিগুড়ি

২৭শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শিলিগুড়িতে এমন একটা ক্ষতিজনক ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহার প্রতীকারকল্পে আমাদের মাল ও মাদারীহাটের প্রগ্রাম বাতিল করিতে হইয়াছিল। অদ্য স্থির করিয়াছি যে, আশ্রমের সম্পত্তির বিরুদ্ধে যে ক্ষতিটা হইয়াছে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য সাধনা এখানে ও জলপাইগুড়িতে ছুটাছুটিতে থাকিবে, আমি প্রচারিত প্রগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যেক স্থানে চলিতে থাকিব। সাধনা সম্ভবতঃ আমার সহিত আলিপুরদুয়ারে মিলিত হইবে।

তোমাদের ওখানে জংশন ষ্টেশানে দিনের বেলা পৌঁছিতে পারি কি না, এই বিষয়ে কয়েকজনের অনুরোধ আসিয়াছে। দিনের বেলা পৌঁছিবার প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা আমি অনুভব করি। কিন্তু পারিব বলিয়া মনে হয় না। জংশনের গোপাল প্রভৃতিকে বলিও যে, বিজ্ঞাপিত সময়েই যেন তাহারা ষ্টেশানে আসে।

আমাকে অভ্যর্থনায় বিরাট আড়ম্বর করিতে সমর্থ হওয়াটা কোনও বড় কথা নহে। আমি যেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যে আদর্শ ও চিন্তার প্রতিনিধি, সর্ব্বশক্তি দিয়া তাহাকে প্রচার ও দৃঢ়মূল করাটাই বড় কথা। এই ছোট্ট কথাটি তোমরা কদাচ ভুলিও না।

যদিও প্রগামে ছিল না, আমরা জলপাইগুড়ি কালীবাড়িতে একটী ভাষণ দিবার জন্য অদ্যই অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় রওনা হইব স্থির করিয়াছি।

তোমরা তোমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সজাগ থাকিও। তোমরা

শক্তিহীন নহ, একথা মনে রাখিও। শক্তি বা যোগ্যতা থাকার অর্থই হইতেছে দায়িত্ব। এই দায়িত্ব তোমাদের পালন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য কঠোর বলিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে না। প্রতি জনে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিপুণতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও।

একা যে কাজ পার না, দশজনে মিলিলে তাহা সহজ হয়। দশজনের মধ্যে যাহাতে মিলন আসে, তাহার জন্য চাই নিরভিমান আত্মসম্মান জ্ঞান। "মিল", "মিল" বলিলেই মিলা যায় না, মিলনের ভিত্তি প্রেম। তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি প্রেমশীল হও।

যাহা অতীতে কাহারও পক্ষে করা সম্ভব হয় নাই, তাহা তোমাদিগকে সম্ভব করিতে হইবে,—এই পণ কর। আর, পণ রক্ষার জন্য প্রতিজনে শক্তি সংগ্রহ কর।

শক্তির উৎস ব্রহ্মচর্য্য। এক মাস, এক সপ্তাহ বা এক দিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারাও শক্তিলাভের হেতু-স্বরূপ হয়, ইহা বিশ্বাস কর, আচরণ দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ কর।

চতুর্দ্দিকে বন্মচর্য্যের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি কর। বিরুদ্ধ আবহাওয়াকে তোমাদের তীব্র ইচ্ছার বলে মন্দীভূত, বশীভূত এবং দূরীভূত কর।

প্রত্যেকে নিজ নিজ পত্নীদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের মহিমার কথা শোনাও। তাহাদের কাহারও রিরংসা অত্যধিক হইলেও ক্রমাগত শুনাইতে শুনাইতে তাহাদের রুচি, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন

একদা নিশ্চিত আনিতে সমর্থ হইবে। বিশ্বাস হারাইও না, হাল ছাড়িয়া দিও না। চেষ্টায় লাগিয়া থাক।

নানাস্থানে তোমার গুরুভগিনীদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ স্বামীকে এই বিষয়ে প্রত্যাশাতীত সহায়তা দিয়াছে, দিতেছে। তাই বিশ্বাস করি, অপরেরাও দিবে। তোমরা নারীর অন্তর্নিহিত মহিমায় বিশ্বাস কর, নারীকে শ্রদ্ধা কর, শ্রদ্ধার শক্তিতে তাহাকে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য কর। সে তোমাকে মহৎ করুক, তুমি তাহাকে মহৎ কর, দুই জনে দুই জনকে মহৎ করিতে গিয়া উভয়েই মহৎ হও, মহত্তর হও, মহত্তম হও।

ভারতের সনাতন আদর্শ ইহা। ভারতে ইহার অনুশীলন লক্ষ বৎসর যাবৎ হইয়াছে। ইহাকে অবাস্তব বা আজগুবি বলিয়া ভ্রম করিও না। ভারতের অন্তর যাহারা চিনে না, সেই সকল লোকে কি বলিয়াছে বা বলিতেছে, তাহার দিকে কর্ণপাতও করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮১)

হরিওঁ শিলিগুড়ি
২৮শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানে ভ্রমণ-তালিকা রাখিবার জন্য তোমরা

বারংবার পত্র লিখিয়া লিখিয়া ক্লান্ত হইয়াছ। তার পরে শিলিগুড়ি, কার্সিয়ং, দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত তোমাদের লোক ধাওয়া করিয়াছে, আমাকে তোমাদের ওখানে যে-কোনও প্রকারে প্রগ্রাম করিবার জন্য। এত জিদ ও পীড়াপীড়ি তোমাদের পক্ষে সঙ্গত কর্ম্ম হইতেছে না। সুস্পষ্ট জানানো আছে যে নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজনে আমাকে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী দিন নিরালা থাকিতে হইবে। তোমরা আমার ইচ্ছারও সম্মান রাখ নাই, প্রয়োজনের গুরুত্বও বোঝ নাই। একসঙ্গে তিন তিনটা স্থানের লোকেরা জিদ করিয়া এভাবে কেবল পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে মনের প্রশান্তির অবস্থাটা কি হয়? অন্য দুইটী স্থানে ত' প্রগ্রাম করা হইয়াছেই, তোমাদের হইয়া তাহাদের আবার পীড়াপীড়ি করিবার কোনও অর্থ হয় না।

অসম্ভব একটা প্রগ্রাম করিবার জন্য যে জিদ তোমরা করিয়াছ, সারা বৎসর সদ্ভাব-প্রচারমূলক সংগঠনের কাজ যদি তোমরা তেমন জিদ লইয়া করিতে, তাহা হইলে তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র স্থানটী এই সময়ের মধ্যে একটী তীর্থস্থানের মতন পবিত্র ও দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হইত। তাহা হইলে অন্য দুই এক স্থানের বদলে তোমাদের স্থানটীর প্রগ্রাম করিতাম। একটা পা আমার ভাঙ্গা, গুরুতর পীড়া হইতে উঠিয়াছি, তোমাদের ওখানে ট্রেণের সময়-তালিকা অসুবিধাজনক ও প্রতিকূল, এত সবের পরেও যে তোমাদের এত জিদ, তাহা আমার প্রতি তোমাদের আন্তরিক ভালবাসার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এই ভালবাসা নিখাদ ও বিশুদ্ধ

নহে। নিখাদ ভালবাসাতে ত্যাগ থাকে, বিবেচনা থাকে। তোমাদের ভালবাসায় শতকরা কতভাগ সাময়িক হুজুগ এবং ক্ষণিকের উদ্দীপনা, তাহা তোমাদের বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। এবার দৈবাৎ এবং গুরুতর কারণে প্রগ্রাম হইতে পারিল না, তাই আগামী ভ্রমণে তোমাদের স্থানটী থাকিবেই, এই আশ্বাসের পরে তোমাদের নিরস্ত হওয়া সঙ্গত ছিল।

তোমাদের মধ্যে আর একটী সদ্গুণের অভাব দেখিতেছি। অন্য যেই একটী স্থানে প্রগ্রাম হইয়াছে, তাহা তোমাদের ওখান হইতে মাত্র বারো চৌদ্দ মাইল দূরে। তোমরা সকলেই কঠিন রোগ হইতে ওঠ নাই বলিয়া ট্রেণের সময়-তালিকা দুপুরের বিশ্রামের প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও দলে দলে নিকটবর্ত্তী স্থানটীতে দেখা করিতে পার, সেই স্থানটীর অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিয়া এবং কায়মনোবাক্যে তনু-মন-ধন দিয়া সহযোগ করিতে পার। এইরূপ করার ভিতরে যে গৌরব আছে, তৃপ্তি আছে, বিপুল আত্মপ্রসাদ আছে, এই বোধ তোমাদের মনে কেন জাগিতেছে না? আমি কি শত শত নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছিলাম শুধু এই জন্য যে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানিক গণ্ডীর মধ্যে মনটাকে সঙ্কীর্ণভাবে লগ্ন করিয়া রাখিবে, বাহিরের দিকে তাকাইবে না, চারিদিকের স্থানগুলিতে যে সকল সমসাধক আছে, তাহাদের সহিত একাত্মতার অনুশীলন করিবে না? পশ্চিম বাংলার একটা প্রধানতম সহর হইতে একটী কর্ম্মী আমাকে সেই দিন অভিযোগ

করিয়া যাহা লিখিয়াছে, আমি তাহা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। যথা,—

"এই সহরের এবং আশে-পাশের মণ্ডলীগুলি অতীব সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা নিয়া কাজ করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। বাবামণির আদর্শানুযায়ী কাজ কোথাও হয় না, প্রায় সর্ব্বত্রই মণ্ডলীগুলি আত্মকেন্দ্রিক হইয়া রহিয়াছে। 'সকলেই আমরা বাবামণির কাজ করিতেছি এবং কে কার চেয়ে বেশী কাজ করিতে পারিব, দেখি', —এই বোধ নিয়া প্রতিযোগিতায় কেহ কাজ করিতেছে না। বাবামণি আমাদের জন্য তিল তিল করিয়া আয়ুক্ষয় করিতেছেন, আর আমরা ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার ও আত্মাভিমানের পূজায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি।"—ইত্যাদি।

পত্রলেখক কথাগুলি একেবারেই মিথ্যা লিখিয়াছে কি না, তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ।

আমি তোমাদিগকে সমবেত উপাসনা শিখাইয়াছি। বলিয়াছি, এই উপাসনা একমাত্র তাহারই নহে, যাহার গৃহে এই সপ্তাহের উপাসনার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই উপাসনা তোমাদের সকলের। সে কেবল স্থানটুকু দিয়াই খালাস, স্থানটুকু পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াই তাহার মুক্তি, পূজার উপচার জনে জনে চরিদিক হইতে যে যাহা পার, অল্প হউক, অধিক হউক, নিয়া আসিবে। ইহাতে ঐক্যবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, প্রাণে প্রাণে মিলনানন্দের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু দীক্ষাই নিয়াছ, গুরুবাক্য পালন করিতেছ কি?

তোমার আর একটী আচরণ বড়ই পরিতাপযোগ্য। এতকাল তুমি স্থানীয় মণ্ডলীর সম্পাদকতা করিয়াছ। সম্পাদক হিসাবে তুমি কার্য্যকরী সমিতিরও অন্যতম সভ্য রহিয়াছ। এবার সকলে নূতন সম্পাদক নিযোগ করিয়াছেন। একই ব্যক্তি সারা জীবন সম্পাদকত্ব করিবেন, ইহা কাজের কথা নহে। নূতন নূতন কর্ম্মীদিগকে এই কাজটী করিবার সুযোগ দিতে পারা প্রয়োজন। কারণ সম্পাদকত্ব কেবল কর্ত্তৃত্বই নহে, ইহা সেবকত্বও বটে।

কিন্তু তুমি করিয়াছ কি? যেই মুহূর্ত্তে অন্য একজন সম্পাদক হইলেন, সেই মুহূর্ত্তে তুমি নবনির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদ পাইয়াও তাহা হইতে পদত্যাগ করিলে। ব্যাপারটা অযশস্কর হইয়াছে, ইহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ? মুখে বলিতেছ, কার্য্যকরী সমিতির সভ্য না থাকিয়াও তুমি সর্ব্বদা সহযোগ দিবে কিন্তু লোকে কি কথাটাকে এই ভাবে নিবে? লোকে বলিবে অমুক অখণ্ড সম্পাদকীয় কর্ত্তৃত্ব পাইলেন না বলিয়া কার্য্যকরী সমিতিতে সভ্য থাকিতে রাজি নহেন। তুমি যদি নির্ব্বাচনের অনেক পূর্ব্বে কোনও কারণবশতঃ সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিতে, তবে আজ লোকের মুখে এই কথাটি উচ্চরিত হইত না। তুমি আত্মাভিমান-বশে পরবর্ত্তী যুবকদের নিকটে একটা কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছ কিনা, নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। সম্পাদক থাকা কালে তুমি কোনও অসাধ্য-সাধন করিয়া নিজের অসামান্য কৃতিত্ব দেখাও নাই। এই কারণেও নূতন সম্পাদক নিয়োগের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। তদুপরি, নূতনকে কাজ শিখিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত

রাখার নীতি দীর্ঘকালের ক্ষমতাভোগীদের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও সুনীতি নহে, সুসঙ্গতও নহে। তুমি তোমার আহত আত্মাভিমানকে বিবেকবলে দ্রুত সুস্থ কর। রুষ্ট মন লইয়া দূরে সরিয়া যাইবে, আর দূর হইতে কার্য্যকরী সমিতিকে সহায়তা করিবে, ইহা তোমার পক্ষেও অসুখপ্রদ, মণ্ডলীর পক্ষেও বেদনাদায়ক।

তোমাদের মতন ছেলেরাই যদি দলে দলে কেবল দীক্ষার ঘরে ঢুকিতে থাকে আর আমি নির্ব্বিচারে প্রার্থীমাত্রকেই দীক্ষা দেই, তাহা হইলে গুরুবাক্যে নিষ্ঠাহীন ও গুরুদেবের আদর্শে শ্রদ্ধাহীন অখণ্ডদের খেয়াল চরিতার্থ করিতে গিয়া সঙ্ঘ ধ্বংস হইবে। সময় থাকিতে সাবধান হইবার প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি।

তোমাদের জন্য তিলে তিলে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতেছি, ইহা একটা কল্পিত কাহিনী নহে। ইহা ধ্রুব সত্য কথা। রুক্ষ কথা বলিবার অধিকার আমার আছে। স্থির মনে এগুলির বিচার করিও এবং ইহা হইতে যাহা উপদেশ পাও, তাহা পালন করিও।

ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে কেন তোমরা যাতায়াত কর না? ভিন্ন মণ্ডলীর সহিত কেন যোগাযোগ রাখ না? চারিদিকের সবগুলি মণ্ডলীর প্রত্যেকটী কল্যাণকর অনুষ্ঠানে কেন কার্য্যকর সহযোগ দিয়া চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে চেষ্টা পাও না? চারিদিকের সবগুলি মণ্ডলীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, চেষ্টা যাহাতে একমুখী হয়, সকলে যাহাতে সকলের সহযোগে যুগপৎ যে-কোনও কর্ত্তব্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পার, তদ্রূপ আগ্রহ তোমাদের কেন নাই?

প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রয়োজন ও দায়কে, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বকে, নিজেদের দায়, দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়া কেন মনে কর না?

আমি বলিব, আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা অগভীর, ভক্তি অংশতঃ কৃত্রিম, তাহারই জন্য ইহা সম্ভব হইতেছে। ইহার প্রতিকার সাধনে, প্রতি জনে তোমরা সাধনশীল হও। স্বরূপানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়াছ বলিয়া জনসাধারণের নিকট গর্ব্ব করার চেয়ে বড় কাজ আছে। সেই কাজটী হইতেছে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ সাধন করা এবং নিষ্ঠার সহিত সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করা। ইহার ফলে আমার প্রতি, তোমার পরিজনদের প্রতি, তোমার সমসাধকদের প্রতি, তোমার দেশবাসীর প্রতি, জগতের প্রত্যেকটী মানুষের প্রতি তোমার অকৃত্রিম প্রেম উপজাত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮২)

হরিওঁ — শিলিগুড়ি
২৯শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নির্ভয়ে পথ চল মা। প্রলোভন আর বিভীষিকা, এই দুইটীকেই সমানভাবে অগ্রাহ্য করিবে। আজকাল প্রতিকার্য্যে পুরুষ-নারীর

মিলন-মিশ্রণ একান্তই অবশ্যম্ভাবী। তাই বলিয়া পুরুষেরা নারীকে বা নারীরা পুরুষকে প্রলুব্ধ করিবে বা ভয় দেখাইয়া বশে আনিবে, ইহা বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। ইহা আদর্শ অবস্থা নহে। নিষ্কলঙ্ক নিরঙ্কুশ নিষ্পাপ মন ও দেহ লইয়া তোমরা সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে, কোনও মালিন্য কদাচ যেন তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে।

অফিসে যাহারা চাকুরী করে, এমন মেয়েদের অনেক সময়েই দুঃশীল পুরুষের চক্রান্তে পড়িতে দেখিয়াছি। দুর্ব্বলেরা চির-জীবনের জন্য কলঙ্ক-কালিমা গায়ে মাখিয়াছে, সবলেরা দুর্ব্বৃত্তের মুখের উপরে বাম পায়ের শক্ত লাথি চাপাইয়া কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। দুইটী দুই সীমান্ত। না, চাকুরী ছাড়িবে কেন? দুষ্টের ষড়যন্ত্র-জালকে বুদ্ধি ও সৎসাহসের বলে ছিন্ন কর। ভয় দেখাইয়া যে ঘনিষ্ঠতা করিতে আসিবে, তাহাকে আমলই দিবে না। তাহার সহিত আবার কিসের আত্মীয়তা, কিসের কুটুম্বিতা, কিসের পরিচয়, কিসের ভদ্রতা? এদের ভয়ে চাকুরী ছাড়িয়া পালাইবে? অতীব দুরন্ত ক্ষেত্রে তাহাই উত্তম পন্থা কিন্তু অসৎলোকের পাপ ইচ্ছার বশীভূত হইলে না বলিয়া লাঞ্ছনা আসিবে, এই ভয়ে চাকুরী কেন ছাড়িবে? জোর করিয়া চাকুরি ধরিয়া রাখ এবং সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টকে দমনের সহজ সরল শাশ্বত পন্থা অবলম্বন কর। তাহা হইতেছে লজ্জা, ভয় ও দুর্ব্বলতা পরিহার করা। একটী মুহূর্ত্তের জন্যও যে তোমার প্রতি পাপ-কটাক্ষ হানিয়াছে, জীবনের তরে তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া জ্ঞান কর।

পরমেশ্বরের শক্তিতে নিজেকে শক্তিমতী মনে কর। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তাঁহাতে পূর্ণ নির্ভর রাখ।

ধর্ম্মের ভান করিয়া যাহারা নারীর সর্ব্বনাশ করিতে আসে, তাহারা এই সকল নরপশু অপেক্ষা অনেক অধিক ভয়ঙ্কর জীব। তাহাদের সম্পর্কেও সাবধান হও। সাত আট দিন হয়, বহু সহস্র ধর্ম্মার্থীর আধ্যাত্মিক মুক্তিদাতা একজন খ্যাতিমান ব্যক্তির যে পরিচয় আমি তাঁহারই শিষ্যের পত্রে জানিয়াছি, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছি। ধর্ম্মের আড়ালে ইনি সহস্রাধিক নারীর মর্য্যাদা হরণ করিয়াছেন। এমন কি, পত্রলেখক বলিতেছেন, দীক্ষাদানকালে পর্য্যন্ত ইঁহার ধর্ষণ হইতে যুবতী নারীরা রক্ষা পাইতেছে না। সহস্র সহস্র শিষ্য জানিয়াছে, ইনি ইন্দ্রিয়সেবী লম্পট, পরনারীর মর্য্যাদানাশকারী দুরাচার, নিজ পত্নী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বহু ভক্তিমতী রমণীর সর্ব্বনাশকারী, তবু নিত্য ইঁহার পূজা হইতেছে, আরতি হইতেছে, ইঁহার উপদেশবাণী সুবৃহৎ পুস্তকরূপে ছাপাইয়া প্রচার করা হইতেছে। যাহারা উৎপীড়িত, তাহাদেরই আত্মীয়-স্বজনেরা দুরন্ত প্রয়াসে গুরুদেবকে নিত্য-নূতন শিষ্য-শিষ্যা সংগ্রহ করিয়া দিতেছে। এ যেন চা-বাগানের কুলীসংগ্রহের আড়কাঠি। পত্রলেখক শিষ্যটী গুরুদেবের এই নিদারুণ অধঃপতনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া লিখিয়াছেন,—"বাবামণি, আপনি ত' সকলের বাবামণি, আপনি কি আমাদের গুরুদেবকে এই নরকপ্রদ পাপাসক্তি হইতে উদ্ধার করিবেন না? আপনি কি আমাদের সহস্র সহস্র জনের ধ্যানের দেবতাকে রক্ষা করিবেন না? আপনার কি সেই ঐশী শক্তি নাই?"

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পত্রটা পড়িয়া মনের দুঃখে কাঁদিয়াছি। কেবল ঐ গুরুদেবটীর জন্যই নয়, তাহার ভেড়ার পাল শিষ্যদেরও জন্য। আমার বিরুদ্ধে যদি আমার কোনও শিষ্যের এমন ভয়ঙ্কর অভিযোগ থাকিত, তন্মুহূর্ত্তে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ বাহুবলে নিজের মঙ্গল নিজে অধিকার করিতে আমি তাহাকে নির্দ্দেশ দিতাম। বহু কামান্ধ শিষ্য গুরুদেবের ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছে নিজেদের মনকে প্রতারিত করিবার জন্য। কামুক, লম্পট, দুশ্চরিত্র, সতীর সতীত্বনাশকারী, নারীর অমর্য্যাদাকারী ব্যক্তির পাপকে দৈবলীলা বা ভগবানের খেলা বলিয়া শিষ্যেরা যে প্রচার করে, তাহাও নিজেরা জনে জনে কামান্ধ বলিয়া। ইহার অন্য কারণও আছে কিন্তু গৌণ কারণ সমূহের মধ্যে এইটীই প্রধান।

সুতরাং কামুক বড়বাবু অসহায় মেয়ে-কেরাণীটীকে নিজের হাতের মুঠায় আনিতে চাহিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কিন্তু তোমাদের শক্ত হইতে হইবে। ভয়ের বশে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া নহে, অভয়ের বলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা তোমার করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে হিতকারী বা অহিতকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা বা বিশ্রব্ধ বান্ধবতা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৩)

হরিওঁ

শিলিগুড়ি

৩০শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা ঐ ক্ষুদ্র স্থানটীতে একটী অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ। ভাল করিয়াছ। নিকটবর্ত্তী স্থানের সুপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীটীর সহিত যোগাযোগ রাখিও। তাহারা বড়, তোমরা ছোট, এই ভাব কদাচ রাখিবে না। ছোটরা আস্তে আস্তে বড় হয়। বড়'র যোগ্য গুণাবলি অনুশীলনে না রাখিলে বড়রা ক্রমে ছোট হয়। ছোট-বড়'র বিচারে তোমরা প্রবৃত্ত হইও না। বড় বলিয়া তাহাদের যেমন অহঙ্কার করিবার কিছু নাই, ছোট বলিয়া তোমাদেরও তেমন হীনমন্য হইবার কোনও সার্থকতা নাই। একই আদর্শের তোমরা পূজারী, একই তোমাদের লক্ষ্য, একই তোমাদের ব্রত, একই তোমাদের সাধন, সুতরাং এখানে সতীর্থতার প্রেমময় সম্বন্ধই প্রধান। তোমরা প্রেমমাখা হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রাখিও।

তোমাদের স্থানের চাইতে আরও ছোট অনেক স্থান আছে, যেখানে তোমাদের সমভাবের ভাবুক হয়ত একজন দুইজনের বেশী নাই। সেইখানেও তোমাদিগকে নূতন নূতন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। অলসকে কর্ম্মোদ্যত করা, ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গানো, পথভ্রষ্টকে সৎপথে আনা, দিশাহারাকে সৎপথ

চেনান জীবনের এক মহৎ দায়িত্ব। যাহারা প্রকৃত মানুষ, তাহারা এই দায়িত্ব এড়াইতে চাহে না, এড়াইতে পারে না।

অখণ্ডমণ্ডলী গঠনের মানে এই নহে যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী সাধনা ছাড়িয়া দিবেন। ইহাও নহে যে, অন্যান্য গুরুদেবেরা নিজ নিজ প্রথানুযায়ী ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন না। অন্য কোনও মতাবলম্বী গুরুর শিষ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিলে তোমাদের মাথাব্যথার কোনও কারণ নাই। জগতে যে দুই চারিজন তোমাদের গৃহীত পন্থার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণের আবেগে এই পথ ধরিবে, একটা বিরাট সংঘ পরিচালন সম্পর্কে সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনই যথেষ্ট জানিও। অন্যধর্ম্ম, অন্যমত, অন্যপথ ও অন্য সাধনার প্রতি বিদ্বেষহীন ভাব সর্ব্বদা অন্তরে পোষণ করিবে এবং আপোষের দুর্ব্বলতাহেতু নিজেদের মত-পথ হইতে একচুল ভ্রষ্ট না হইয়াও তাহাদের সকলকে লইয়া একটী মিলন-মঞ্চ কি করিয়া সৃষ্টি করা যায়।, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের নাম করিয়া সকলের পূজার্চ্চনার প্রকার ও পদ্ধতির নকল করিয়া নিজেদের সাধন-মার্গের বিশুদ্ধতা কদাচ নষ্ট হইতে দিও না। নির্দ্দিষ্ট কোনও মতের উপরে অবিচল নিষ্ঠা রাখিয়া চলা এবং অপর সকল মার্গাবলম্বীদের প্রতি প্রেমভাব রক্ষা করা, ইহা অবিরোধী কথা। নিজের মতে সুনির্দ্দিষ্টভাবে পরিনিষ্ঠিত না হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম সম্মেলনের ধূয়া ধরিয়া নিজ নিজ উপাসনাতে নানাত্ব ও বিচিত্রতা সন্নিবিষ্ট করিলে,

গ্রাম্য লোকের মন সহজে আকৃষ্ট করা যায় সত্য, কিন্তু সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। সাধনার যাহা প্রাণবস্তু, তাহা নিয়া কদাচ কাহারও সহিত আপোষ হইবে না, হইতে পারে না। এইটুকু নিষ্ঠা, এইটুকু দৃঢ়তা তোমাদের থাকা উচিত। তোমাদের উপাসনামন্দিরকে যাদুঘর করিয়া তোমরা তুলিতে পার না, সকলকে লইয়া তোমাদের যে সমবেত উপাসনা, তাহাতে একমাত্র প্রণববিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহ থাকিতে পারে না।

সর্ব্বজীবে সমান প্রেম তোমরা রাখিবে, এই জন্যই সমবেত উপাসনার প্রয়োজন। সমবেত উপাসনার মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক জিদ বা গোঁড়ামিকে তোমরা স্থান দিতে পার না। সমবেত উপাসনার যাহা আদি রূপ এবং মূল ধারা, চিরকাল তাহা একরূপই থাকিবে, ইহার মধ্যে নিত্য নূতন প্রবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন করিতে কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

সমাজসেবা, জীবমঙ্গল কর্ম্ম প্রভৃতিতে তোমরা সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত সহযোগ করিবে। কিন্তু কেহ যদি নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়টীকে সুকৌশলে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই কোনও মঙ্গলকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে বা কল্যাণকর্ম্মের অভিনয় করে, তবে তাহা হইতে একটু দূরে সরিয়া থাকিবে কি না, তাহা তোমরা স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা এবং পৌর্ব্বাপৌর্ব্ব বিচারে স্থির করিবে।

সর্ব্বজাতির মঙ্গল হউক, সর্ব্বদেশের উন্নতি হউক, সকল

প্রাণীর সুখ হউক, শান্তি হউক, সকলে সকলের প্রতি সুগভীর প্রেমময় ভাবদ্বারা আকৃষ্ট হউক, হিংসা-বিদ্বেষ চিরতরে জগৎ হইতে দূর হইয়া যাউক, এই তোমাদের সুদূর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে লাভ করিবার জন্যই তোমাদের অদূর কালের সকল উদ্যম, সকল প্রয়াস, সকল পুরুষকার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৪)

হরিওঁ

শিলিগুড়ি

৩০শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা ত' চাহ যে আমরা অবিরাম ভ্রমণ করি, বক্তৃতা দেই, দেশকে দেশ মাতাই। পুপুন্কীর গুরুতর শ্রমজনক কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে সুদীর্ঘ ভ্রমণ-তালিকাগুলি নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়া যাইতেছি। ফল হইল কি? কার্সিয়ং এর আশ্রম ভূমি বিপন্ন, খবরও জানিলাম না। শিলিগুড়ির অতি দামী আশ্রমভূমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুই তিন বৎসর আগে একোয়ার করিয়া নিয়া গেলেন, খবরটী জানিলাম দশ দিন মাত্র আগে। আমি ও সাধনা দুইজনে একত্র ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। অদ্য সাধনাকে শিলিগুড়িতে অনিশ্চিত সময়ের জন্য রাখিয়া একাই ভ্রমণে বাহির হইলাম। অবশ্য, প্রেমাঞ্জন সঙ্গে আছে কিন্তু সে ত'

আর সাধনার মত বক্তৃতা দিতে পারিবে না। সাধনা জমিটা সম্পর্কে প্রতীকারের চেষ্টায় রহিল। জমিটুকুর দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা।

এবার ত' তোমাদের জেলায়ও যাইব। গিয়া নূতন কিছু দেখিব কি? দেখিব কি, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছ? দেখিব কি, তোমরা উদ্যমী, উদ্যোগী, পুরুষকারপরায়ণ ও আত্মবিশ্বাসী হইয়াছ? দেখিব কি, তোমরা ভয় দূরে রাখিয়াছ, লজ্জা, ঘৃণা, দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়াছ? দেখিব কি, অদূর বর্ত্তমানের দিকে না তাকাইয়া তোমরা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া প্রতিটি চিন্তা করিতেছ, প্রতিটি বাক্য বলিতেছ, প্রতিটি নিঃশ্বাস নিতেছ, প্রতিটি প্রশ্বাস ফেলিতেছ? দেখিব কি, তোমরা সব ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছ, সব অলসের আলস্য ও অবসাদ দূর করিয়াছ, সব অকর্ম্মণ্যকে প্রকৃত কর্ম্মীতে পরিণত করিয়াছ? দেখিব কি, অবিশ্বাসীর অন্তরে তোমরা বিশ্বাস আনিয়াছ, বিদ্বেষ পরায়ণের প্রাণে প্রেমের সঞ্চার করিয়াছ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৫)

হরিওঁ

মাল কলোনি

৩১শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। মুগ্ধ হইয়াছি। প্রত্যেকটী অক্ষরে আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার পরিচয় পাইয়া উৎফুল্ল হইয়াছি। আমি আমার সহকর্ম্মী এবং অনুচরদিগকে সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়া থাকি। কিন্তু ইহারা স্বাধীনতাই বোঝে, স্বাধীনতার দায়িত্ব বোঝে না। গত আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া কর্ম্মীদের স্বাধীনতা দিয়া দিয়া বুঝিয়াছি যে, আশ্রমের বা সংঘের কর্ম্মি-নির্ব্বাচন আনুগত্যের ভিত্তিতেই হইবে, ইহার চেয়ে বড় যোগ্যতা এই ক্ষেত্রে আর কিছু নাই। আজ যাহাদের প্রতিচিত্র প্রতিধ্বনিতে ছাপাইয়া প্রচারিত হইতে সুযোগ দিয়াছি, কাল শুধু আনুগত্যের প্রশ্নে তাহাদের re-shuffling (অদল-বদল) হইয়া যাইবে। দ্বিধাহীন আনুগত্য যাহার নাই, আমার কর্ম্মসাধনার পীঠভূমিতে তাহাদিগকে নেতা রূপে ত' নহেই, কর্ম্মীরূপেও আর থাকিতে দিব না। তবে জীবনে একটীমাত্র অতি দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মী ছাড়া আর কাহাকেও "চলিয়া যাও" বলিয়া হুকুম দেই নাই, ইহাদেরও কাহাকে তাহা দিব না। নিজ নিজ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচি ও প্রাক্তনের বশে ঠিক সেই সময়ে ইহাদের কেহ কেহ বা অনেকে আশ্রমটী ছাড়িয়া যাইয়া আমাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দিবে, যেই সময়ে জলৌকা আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর ছাড়িয়া আপনা আপনি খসিয়া পড়ে। পুপুন্কী, বারাণসী, অণ্ডাল, পুরুলিয়া, কলিকাতা, মধুপুর, ধর্ম্মনগর বা অন্য কোনও স্থানে প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠেয় আমার কোনও সংস্থায় এমন কোনও ব্যক্তিকে থাকিতে দেওয়া হইবে না, যাহার আনুগত্য সন্দেহাতীত নহে। আমার অপার অসীম

ক্ষমার সুযোগ নিয়া অনেক পাপিষ্ঠ, অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী ব্যক্তি ভক্ত-সমাজে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা গড়িবার সুযোগ এই আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া পাইয়া আসিয়াছে কিন্তু আর তাহা দেওয়া হইবে না।

এই সময়ে তোমাদের মত ছেলেদের সকল পূর্ব্ব-সংস্কার পরিহার করিয়া আমার পাশে দাঁড়ান প্রয়োজন এবং আমার সীমাহীন কর্ম্মতালিকার কতক কতক গভীর প্রেমবশে নিজেদের হাতে জোর করিয়া টানিয়া নিবার আবশ্যকতা হইয়াছে। অনিচ্ছুক কর্ম্মীদের উপরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কর্ম্মেরই ভার দাও, অজ্ঞাতসারে কর্ম্ম অশুচি হইয়া যায়। কর্ম্মের যোগস্থতা-নাশকারী এই সকল ব্যক্তির অপসারণ প্রয়োজন। যোগ্য লোকেরা আসিয়া পড়িলে, অযোগ্যেরা বাধ্য হইয়া নিজেদের গরজেই সরিয়া পড়িবে।

সহকর্ম্মি-ভাগ্য আমার ভাল নয়, কিন্তু মুষ্টিমেয় যে দুই তিনটী অনুগত কর্ম্মী আমার আছে, পৃথিবীর যে-কোনও সংঘের তাহারা অলঙ্কার হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৬)

হরিওঁ

মাল কলোনি

৩১শে বৈশাখ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

মাল কলোনিতে শ্রীমান রেবতী মোহন পালের বাড়ীতে আমাদের স্থিতিস্থান হইয়াছে। চমৎকার ব্যবস্থা দেখিলাম।

সাধনা শিলিগুড়ি হইতে সঙ্গে আসিতে পারে নাই। সাধনা শিলিগুড়ি পড়িয়া রহিল। হয়ত আলিপুরদুয়ার নয় সাপটগ্রাম আসিয়া সে আমার সহিত মিলিবে।

তোমার পিতৃদেবের যে অসাধারণ কর্ম্মময় মূর্ত্তিটি তোমার পত্রে দেখিলাম, তাহাতে মুগ্ধ হইলাম। এই অসাধারণ কর্ম্মিষ্ঠতার সহিত যোগটুক যুক্ত হইলেই ইনি অসাধারণ পুরুষ হইবেন। ইহা অবশ্য ঈশ্বর-কৃপায় হইবে, গায়ের জোরে কেহ ইহা করিতে পারে না।

পুত্র হইয়া পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে পার। ইহার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলে অশোভন হইতে পারে। পিতৃমর্য্যাদায় আঘাত না দিয়া চলিবার সতর্কতা প্রয়োজন।

কর্ম্ম কাহার জন্য করিতেছ, মাত্র এই কথাটুকু স্মরণে রাখিলেই যে-কোনও কর্ম্ম যোগ হইয়া যাইতে পারে। কর্ম্মের কৌলীন্যবৃদ্ধির ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। ঈশ্বরপ্রীণনের জন্য কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম। এই উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। অকর্ম্ম অপেক্ষা ঈশ্বরস্মরণহীন সৎকর্ম্ম ভাল। অপকর্ম্ম অপেক্ষা অকর্ম্ম ভাল। সব চেয়ে ভাল সর্ব্বজীবে প্রেম লইয়া সর্ব্বজীবের হিতের জন্য নিষ্কাম চিত্তে কর্ম্ম করা। যে ঈশ্বর মানে না, তাহার পক্ষেও ইহা সম্ভব।

পিতার সদ্‌গুণগুলি নিজের মধ্যে বিকশিত করিতে চেষ্টা কর। পিতামাতার নিকটে সন্তানের কত ঋণ, তাহা বুঝিলে জন্ম সার্থক। আমি ত' আমার পিতামাতার গুণের কথা একটী নিমেষের জন্যও ভুলিতে পারি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৭)

হরিওঁ

মাদারীহাট

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রত্যেকটী সতীর্থকে সক্রিয় করিতে হইবে। অতি দুর্ব্বল, অতি দরিদ্র, অতি নগণ্য ব্যক্তিও তার সাধ্যমত শ্রম করিতেছে অন্তরের সুগভীর প্রেম সহকারে, এইটী হওয়া চাই। কেবল পদস্থ, সম্মানিত, ধনবান বা বিদ্বান্ লোকদের দ্বারাই বড় বড় কাজ সুসম্পন্ন হয় না। প্রেমের বলে ছোটরা চিরকাল বড় কাজ করিয়াছে। এই কথাটী কদাচ ভুলিও না। নিজেরা প্রেমিক হও, ছোট-বড় সকলের অন্তরে প্রেম-সঞ্জনন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৮)

হরিওঁ মাদারীহাট

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জগতের এমন কোন্ প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান আছে, যাহা সকল লোকের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে? তোমরা বাঁকুড়াতে যাহা করিয়াছ, তাহা সম্পর্কে শিক্ষিত ও ভদ্র ব্যক্তিরা যখন প্রশংসা করিয়াছেন, তখন অন্য লোকেরা কে কি বলিল, তাহার দিকে তোমাদের লক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ কর। শতকরা একশত জন লোকে তোমাদের চেষ্টা, উদ্যোগ, অধ্যবসায়কে প্রশংসা করিলে তবে তোমরা কাজ করিবে, এই জাতীয় আবদার সর্ব্বনাশা ব্যাপার। আমি নিজে অনুভব করি যে, আমি সত্যাশ্রয়ী, আমার জগৎকল্যাণ সঙ্কল্পে খাদ নাই, ভেজাল নাই, কৃত্রিমতা নাই, তাহা হইলে, পৃথিবীর একজনও যদি আমার কাজের প্রশংসা না করে বা আমাকে সমর্থন না করে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র পৃথিবীর লোক যদি বিরুদ্ধতাও করে, এবং সশস্ত্র শত্রুতা লইয়া অগ্রসর হয়, তবু আমি আমার কাজ করিয়া যাইব। এই সাহস তোমাদেরও হওয়া প্রয়োজন। দেশকে, জাতিকে, সমাজকে, জগৎকে,

জগৎপতিকে আরও গভীর ভাবে ভালবাস, দেখিও, সাহস আসিবে। প্রেম ছাড়া বীরত্ব আসে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৯)

হরিওঁ ফালাকাটা

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একখণ্ড ক্ষুদ্র ভূমির উপর সরকারী দাক্ষিণ্যে পুনর্বসতি পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, নিরাপদে তোমার গৃহ-নির্ম্মাণ হইয়া যাউক এবং এই গৃহে তোমার বাস হউক নির্ভয়ে তথা পরমা শান্তিতে। গৃহ করিলেই হইল না, গৃহে বাসের যোগ্যতাও সঞ্চয় করিতে হইবে।

সাধারণতঃ তোমরা বড় কাপুরুষ। বিপদ বা বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই তোমরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন কর। যাহাদের সাহস নাই তোমাদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিবার, তোমরা ঘরবাড়ী ফেলিয়া চলিয়া যাইবার পরে ঐ শূন্য গৃহে লুণ্ঠন বা অগ্নি-সংযোগ করিতে তাহাদের বড় মজা লাগে। খেলায় খেলায় এই দুষ্কার্য্য তাহারা আরম্ভ করে এবং একটী দুইটী গৃহ লুণ্ঠন বা দগ্ধ করিবার পরে ইহাদের পাপের পিপাসা সীমা ছাড়াইয়া যায়। তখন ইহাদের

দেহমনঃপ্রাণ নারী-ধর্ষণের জন্য ব্যগ্র ও উল্লসিত হইয়া ওঠে। একটী দুইটী নারীর মর্য্যাদা নাশের পরে ইহা এক পৈশাচিক তাণ্ডবে পরিণত হয় এবং যাহা ইতঃপূর্ব্বে নানাস্থানে বহুবার ঘটিয়াছে, সেই অকথ্য দলবদ্ধ অত্যাচার, অনাচার, অপমান কেবল চলিতেই থাকে। ঘর বাঁধিয়া আর ঘর ছাড়িয়া যাইবে না, কদাচ কোনও অবস্থায় পলায়ন করিবে না, এই জিদ নিয়া গৃহ-প্রবেশ করিও।

তোমার গৃহ তপস্যার আগার হউক, সাধনার নিকুঞ্জ হউক, ত্যাগ, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের তপোবন হউক। তোমার তপস্যা বিশ্বজনের কুশলের মূলীভূত মহাশক্তির সৃজয়িত্রী হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯০)

হরিওঁ

ফালাকাটা

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রত্যেকটী ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্রত্ব বা মহত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যদি পণ করে,—"যতটুকু সাধ্য আছে, আত্মোন্নতির জন্য, পরকল্যাণের জন্য, সর্ব্বজনের সুখের জন্য কাজ করিব",—তাহা হইলে দেখিতে না দেখিতে একটা বিরাট শক্তির উন্মেষ ঘটে এবং তাহা বিপুল সাফল্যমণ্ডিত আন্দোলনে পরিণত হয়। পৃথিবীর

অধিকাংশ সৎ আন্দোলনের ইহাই ইতিহাস। মুষ্টিমেয় লোকে কার্য্য আরম্ভ করে, হাজার লোকে এই কার্য্যে সহযোগ দিবার জন্য ব্যগ্র হয়, ছোটরা ছোট ভাবে বড়রা বড় ভাবে সহায়তা দিবার জন্য প্রসারিত বাহুতে আগাইয়া আসে।

তোমাদের পক্ষে ইহা কি অকল্পনীয়? অন্তরে যদি জগতের জন্য আর জগৎপতির জন্য প্রেম থাকে, তবে ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯১)

হরিওঁ

কোচবিহার

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তুমি আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছ যেন তোমার গৃহেই আমার বিশ্রামের কয়টা দিন স্থিতি হয়। এই প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আমি চাহি, তোমরা ঐখানে যেই কয়জন আমার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন আছ, তাহারা প্রত্যেকে একমত হইয়া আমার স্থিতিস্থান স্থির কর। যে-কোনও কাজে তোমরা পরস্পরের প্রতি গভীর ঐক্য-সম্পন্ন ও প্রীতিবদ্ধ থাক, ইহা আমার একান্ত কামনা। আমি ঐক্য ও প্রীতি দেখিতে ভালবাসি।

অহংকে বিসর্জ্জন না দিলে ঐক্য হওয়া শক্ত কথা। তোমরা সকলেই নিজ নিজ অহং বিসর্জ্জন দিয়া সেবায় অগ্রসর হও। অবশ্য, সবাই অহং বিসর্জ্জন দিল, একজন দিল না, সে তাহার নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করিল, যাহাতে সকলে তুষ্ট হইতে পারিল না, দুই একজনে হয়ত রুষ্টই হইল। তেমন অবস্থা কখনো ঘটিলে নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিবে যে, তুমি ত' অহং ছাড়িয়া দিয়াছিলে! তুমি ত' নিজের জিদ্‌কে প্রধান করিবার চেষ্টা কর নাই! তোমার সেবাবুদ্ধির মধ্যে আত্মাহঙ্কার বা আত্মপ্রীণন ছিল না! এই সান্ত্বনা বড় তুচ্ছ কথা নহে। হয়ত তোমার একটা অন্তরের সাধ অপূর্ণ রহিয়াই গেল, তবু তুমি বীর, তুমি সেবাবুদ্ধির অকপট পূজারী।

কর্ম্মীদের মধ্যে যত অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ত' অহংকারেরই সৃষ্টি। ভক্তদের মধ্যে যত অপ্রীতি দেখা যায়, তাহা মিথ্যাভিমানের সৃষ্টি। জ্ঞানীদের মধ্যে যত বিসম্বাদ দেখা যায়, তাহা দাম্ভিকতা ও গর্ব্বেরই সৃষ্টি। তোমরা অনৈক্য, অপ্রীতি এবং বিসম্বাদের ঊর্দ্ধে থাকিতে চেষ্টা কর।

আমি যত উপদেশ তোমাদের দিয়াছি, তাহার শতগুণ উপদেশ তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। তোমরা সেই অন্তর-নিহিত উপদেশরাজির দিকে কাণ পাতো। এই একটু কাজ যদি করিতে পার, তবেই তোমরা কেল্লা ফতে করিলে। আমি তোমাদের মধ্যে

দুর্জ্জয় সৎসাহস, অনুপম সেবাপরায়ণতা এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখিতে চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯২)

হরিওঁ

কোচবিহার
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সারাদিন অবসর পাই নাই। দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া আসিয়া লেখনী ধরিয়াছি। বিস্তারিত লিখিবার অবসর নাই।

তোমরা মৃত আত্মার শান্তিকামনায় সমবেত উপাসনা করিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। যাহার কোনও গতি নাই, তোমরা তাহার কেবল ইহকালেরই নহে, পরকালেরও গতি হইও। যাহাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, তোমরা তাহার জন্য আপ্রাণ করিবে।

জীবন আমাদের পরের জন্য। সাধন আমাদের পরের জন্য। ভজন আমাদের পরের জন্য। সকল তপস্যা আমাদের পরের জন্য। পরকে যেন আমরা আপন ভাবিতে পারি। সকলকে যেন আমরা ভালবাসিতে পারি। ভালবাসার চেয়ে আর বড় ধর্ম্ম নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৩)

হরিওঁ

আলিপুরদুয়ার

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্বদেশসেবাকে ভগবৎ-সেবার সহিত অভিন্ন করিয়া লও, দেখিও তোমার সেবা হইতে মিথ্যা দূর হইয়া যাইবে। স্বসমাজ-সেবাকে স্বদেশ-সেবার সহিত অভিন্ন করিয়া লও, দেখিবে তোমার সাম্প্রদায়িকতা আপনি লজ্জায় সরিয়া পড়িবে। পরিজন-বর্গের সেবাকে স্ব-সমাজের সেবার সহিত অভিন্ন করিয়া লইবে। তাহা হইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবোধগুলি তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। নিজের সেবাকে পরিজনবর্গের সকলের সেবার সহিত অভিন্ন করিয়া লও। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের তাড়না দূর হইয়া তোমার ভিতরে দিব্য-প্রভার সৃষ্টি হইবে। নিজেকে যত সঙ্কীর্ণ করিবে, ততই পাশব স্তরে করিবে অবতরণ। নিজেকে যত বিস্তারিত করিবে, অত্যুচ্চ দিব্যভাবের তত হইবে অধিকারী।

ঈশ্বর-প্রেম জীবনের পরম লক্ষ্য। ইহা একাধারে লক্ষ্য এবং সাধন, ইহারই সহায়তায় ইহাকে পাওয়া যায়। প্রেমকে জীবনের উপজীব্য কর। শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি প্রেম তোমার অবশ্যম্ভাবী হইবে, যদি ঈশ্বরে প্রেমার্পণ করিতে পার। জীবে জীবে প্রেমার্পণ আবার অন্য ভাবে তোমাকে ঈশ্বর-প্রেমের দিকে আকর্ষণ করিবে,

যদি তোমার জীবের প্রতি সমর্পিত সেবা হয় নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ এবং অন্যাভিসন্ধিবর্জ্জিত। নিষ্কাম জীবসেবার মতন চিত্তশুদ্ধিকর সদুপায় আর কিছুই নাই। শুদ্ধ চিত্তে ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ সহজ, সরল, স্বাভাবিক।

সর্ব্বক্ষণ নিজেকে প্রেমভাবে আবেশিত রাখিবে। প্রেম জীবনের পরম মধু, প্রেম যৌবনের পরম পাথেয়, প্রেম বার্দ্ধক্যের পরম আশ্রয়, প্রেম মরণকে করিবে তৃপ্তিময়, সুখস্বাদ ও অভয়। প্রেমকে কল্পতরু বলিতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৪)

হরিওঁ

সাপটগ্রাম

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বত্র তোমরা কাজ চালু রাখ। কোথাও কাজে ঢিলা দিও না। আলস্যের মতন পাপ নাই। কাজে যে তোমাদের অবহেলা আসে, তাহার প্রধান কারণ অসামর্থ্য নহে, প্রেমের অভাব। অন্তরে প্রেমকে জাগ্রত কর, হৃদয়ে প্রেমের উদ্দীপন ঘটাও, দুর্ব্বল বাহু তখন বজ্রবাহুতে পরিণত হইবে, শিথিল মুষ্টি তখন বজ্রমুষ্টির রূপ ধরিবে। যে কাজ ধরিবে, সে কাজ শেষ করিতে হইবে।

ধরিবে ঈশ্বরের নাম লইয়া, শেষও করিবে তাঁহার নামেরই প্রতাপে। নিজের অহংকে খর্ব্ব কর, তাঁহার মহিমাকে নিজ জীবনে জয়যুক্ত কর। একান্ত ভাবে তাঁহার হও, তাহা হইলেই তাঁহার সৃজিত এই ধরণীতে প্রত্যেকটী জীবের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে। কদাচ হতাশ হইও না।

পত্র সংক্ষিপ্ত বলিয়া বাক্যগুলি তুচ্ছ নহে। সাপটগ্রামের বক্তৃতা সম্বন্ধে এখানকার একজন কৃতবিদ্য বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে বলিতেছিলেন,—"You speak volumes in a sentence", অর্থাৎ এক একটী বাক্যে এক একটী মহাগ্রন্থ বলা হইয়াছে। আমার কোনও কোনও ক্ষুদ্র পত্র সম্পর্কেও এই মন্তব্য অপ্রযোজ্য নহে। তোমরা শ্রদ্ধা দিয়া, ভক্তি নিয়া, ভাব লইয়া, প্রেম সহকারে পড়িও। অনেক ক্ষুদ্র ঝিনুকে দামী দামী মুক্তা মিলিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৫)

হরিওঁ

মালিগাঁও (পাণ্ডু)
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এবার আমার অতীব স্বল্পকালীন ভ্রমণে তোমাদের অনেকের মধ্যে যে সাত্ত্বিকী উন্মাদনা দেখিয়াছি, তাহা আমার প্রাণে শান্তি

দিয়াছে। তোমাদের সহরের পূর্ব্ববর্ত্তী সহরটীতে একটী অতীব অশোভন ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহা আমাকে প্রেরণা দিতেছে যে, এই সহরের প্রতিপ্রান্তে আমাদের ভাবধারাকে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত করিতে হইবে। ঐ সহরের স্থানীয় লোকেরা এই বিষয়ে যতটা অগ্রসর হউক বা না হউক, তোমরা ততোধিক হইও। অতীতে তোমরা যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছ, ভবিষ্যতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া যেন যায় তোমাদের কর্ম্মোন্মাদনা ও কর্ম্মোৎসাহ।

তোমাদের সহরটীর পরে গ্রামের মত যে সহরটীতে আসিলাম, সেখানেও আমি সহস্র লোকের ভিতরে দিব্য উল্লাস দেখিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মব্যবসায়ীরা ইহাদের শত শত জনকে প্রতারণা করিয়াছে। ধর্ম্মদানের নাম করিয়া এখানে এমন অনেক উৎকট ব্যাপার ঘটান হইয়াছে, যাহা যে-কোনও ধর্ম্মের পক্ষে লজ্জাজনক। ধর্ম্মাচার্য্য নাম ধরিয়া বুদ্ধিমান চতুরেরা যদি নিজেদের অন্তরের বীভৎস বিকারগুলিকে শিষ্যদের মধ্যে পরিবেশন করিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণ ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিবে কোন্ সাহসে?

এই সকল অনুষ্ঠিত ব্যাপারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইবার দিন আসিয়াছে। চুপ করিয়া সহ্য করা অনুচিত। এই জাতীয় অসদাচারকে চুপ করিয়া সহ্য করিলে সাধারণ লোকের চোখে ধর্ম্ম একটা খেলো জিনিষ হইয়া যাইবে। রাম-শ্যাম যে কাজ করিলে দণ্ডনীয় হইবে, নিজেকে অবতার বলিয়া প্রচারের ধৃষ্টতা প্রদর্শন-কারী গুরুনামধেয় বর্ব্বরেরা তাহা করিলে কেন তাহাকে ঠাকুরের লীলা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে? এই জাতীয় অন্যায়

সহ্য করার প্রকৃত অর্থ হইতেছে ক্ষমার অপব্যবহার, সৎসাহসের অভাব এবং কর্ত্তব্যপালনে অরুচি ও অক্ষমতা।

সম্প্রদায়-বৃদ্ধির দিকে তোমরা মনোযোগ দিও না। সর্ব্বসাধারণের চরিত্রের শুদ্ধির দিকে তোমরা মনোযোগ দাও। পৃথিবীতে একটী পুরুষ বা একটী নারীও চরিত্রভ্রষ্ট থাকিবে না। ভগবান প্রেমাতুর হইয়া প্রত্যেকটী জীবের হৃদয়-দুয়ারে করাঘাত করিতেছেন। ভগবানের সেই আহ্বানকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করিয়া হৃদয়-দুয়ার তাঁহার জন্য খুলিয়া দেওয়ার নামই ধর্ম্মসাধন। পরস্বাপহারী বা লম্পটের ছবি ঘরে ঝুলাইয়া ত্রিসন্ধ্যায় তাহার পূজা আর আরতি করার নাম ধর্ম্ম নহে।

তোমরা প্রত্যেকে প্রকৃত ধর্ম্মকে চিনিতে চেষ্টা কর। কোনও প্রকারের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির অধীন না হইয়া সেই ধর্ম্মকে সকলের পক্ষে লভ্য করিবার জন্য শ্রম কর। একা নহে, বিশ্বভুবনের সকলকে লইয়া তোমরা শুদ্ধ জীবন যাপনের অমৃতাস্বাদ গ্রহণ কর।

তোমাদের ওখানে কল্যাণীয়া সাধনা আমার সঙ্গে ছিল না বলিয়া তোমরা দুঃখ করিয়াছ। আশা করি এই সকল স্থানের মধ্যে অধিকাংশ কেন্দ্রে আমি কয়েক মাস পরেই পুনঃ আসিতে পারিব। সাধনা তখন আসিবে। তোমরা ক্ষেত্র কর্ষণ কর। এই কাজটীতে কেহ অবহেলা করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৬)

হরিওঁ

গৌহাটী
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঐক্যবদ্ধ হওয়া তোমাদের ধাতের মধ্যে নাই। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নানা ভাবে বিগত হাজার দুই-হাজার বৎসর ধরিয়া যাহা শিখাইয়াছেন, তাহা হইতেছে একা একা কাজ করিবার শিক্ষা। ব্যক্তিকে সমষ্টির প্রয়োজনে বিসর্জ্জন দিবার শিক্ষা তোমাদের কেহ দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তাই সকল ব্যাপারে সকলের কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া তোমরা নিজেদের অভীপ্সা-পূরণ করিতে চাহ।

কিন্তু এই একাচোরা ভাব হিতকর নহে, পুণ্যও নহে, ইহা পাপ। এই পাপ তোমাদের বর্জ্জন করিতে হইবে। সকলকে একত্র করিয়া সৎকার্য্যে টানিয়া আনিবার প্রয়াস পুণ্য-প্রয়াস। তোমরা প্রতিজনে এই পুণ্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর। ছোটকে বড়র সহিত, বড়কে ছোটর সহিত, সকল বড়কে সকল বড়োর সহিত, সকল ছোটকে সকল ছোটর সহিত মিলিত করিবার সাধনায় নামো। আমি ত্রুটিহীন পন্থা তোমাদের প্রদর্শন করিয়াছি। সাহস করিয়া, বিশ্বাস লইয়া এই পথে সকলে অগ্রসর হও। মানুষের কাছ হইতে মানুষ বিছিন্ন হইয়া থাকিবে, ইহা অসহ্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৭)

হরিওঁ

হোজাই
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সাতপুরুষ ধরিয়া শিখিয়া আসিতেছ অনৈক্য। আজ ঐক্যের কথা কেহ তুলিলেই তোমাদের মাথায় বাড়ি পড়ে। সাতপুরুষের সেই কুসংস্কারকে তোমরা পরিত্যাগ কর। পরস্পর সহযোগ কি করিয়া সঞ্জাত হইতে পারে, সেই দিকে প্রত্যেকে পূর্ণ মনোযোগ দাও।

প্রায় সর্ব্বত্র যাহা দেখিতেছি, তোমরা সাময়িক হুজুগকে একতার চর্চ্চা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাক। ঐক্য-চর্চ্চা তাহা হইতে আলাদা বস্তু জানিও। দীর্ঘকাল ধরিয়া ধারাবাহিক প্রয়াসে যখন মানুষ একতার অনুশীলন করে, তখন একতা তাহার স্বভাবে পরিণত হয়। তখন একতা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধিকা হয়। তখন একতা জাতির মেরুদণ্ডকে সবল, সরল, সুদৃঢ় করে। তখন একতা লক্ষযুগের দাসত্বের অবসান ঘটায়, পাপকলুষিত মর্ত্ত্যের মাটিতে স্বর্গীয় সুষমার অবতরণ ঘটায়।

লক্ষ লোক মিলিয়া যদি এক গুচ্ছ করিয়া মাত্র দূর্ব্বা-চয়ন করে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ধর্ম্মার্থে, অন্য কোনও আধ্যাত্মিক কর্ম্মের অবসর যদি তাহারা নাও পায়, তথাপি এই একটী কার্য্যে উদ্দেশ্য ও উদ্যমের ঐক্য-নিবন্ধন এক মহাশক্তির জাগরণ ঘটে।

একতার মূল্য তোমরা কবে বুঝিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৮)

হরিওঁ

হোজাই
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রেমই মানুষের স্বভাব। প্রেমের অনুশীলন তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হউক।

একতা শক্তির উৎস। একতার অনুশীলনে প্রতিজনে তৎপর হও। একবার অনুশীলনে নামিয়া একতাকে তোমাদের স্বভাবে পরিণত করিতে পারিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর থামিবে না।

নূতন জগতের তোমরা করিবে সৃষ্টি। নূতন আদর্শের তোমরা করিবে প্রতিষ্ঠা। নূতন দৃষ্টান্তের তোমরা করিবে পত্তন। নূতন সমাজ তোমরা গড়িবে। নূতন শৌর্য্যের, নূতন বীর্য্যের, নূতন মহাপ্রাণতার তোমরা করিবে প্রচার, প্রসার ও পূজা। কদাচ কেহ ভুলিও না তোমাদের দায়িত্ব।

ভগবানকে অস্বীকার করিয়া কবিতা লিখিলেই কেহ বিপ্লবী হয় না। বিপ্লব বিবর্ত্তনেরই অঙ্গ। বিপ্লব শুচিতাকে আশ্রয় করিয়া করিবে আত্মপ্রকাশ। নিজেদের জীবনের ভোগ-পঙ্কিলতাকে সমর্থন

করিবার জন্য ভগবানকে অস্বীকার অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি করিয়াছেন। ইহাতে বুদ্ধির পরিচয় আছে, প্রজ্ঞার পরিচয় নাই। তোমরা প্রজ্ঞা-নির্ভর হও। ঈশ্বর আছেন, এই সত্যে নির্ভর করিয়া তোমরা ভোগবাদের মুখে পাঁচ লাথি মারিয়া কর্ম্মের পথে অগ্রসর হও। ভগবানকে অস্বীকার করিবার মধ্যে বাহাদুরী থাকিতে পারে কিন্তু সার্থকতা নাই। পরার্থে আত্মোৎসর্গ করার মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, যে আত্মপ্রসাদ আছে, ভোগবাদীদের দর্শনশাস্ত্র বা কাব্যনিবহে তাহা তোমরা কোথায় পাইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৯)

হরিওঁ

লামডিং

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শরীরের কথা জানিতে চাহিয়াছ। জানাই। হঠাৎ সাধনার শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। কোথাও অতর্কিতে খাদ্যের সহিত ক্ষতিকর বস্তু গলাধঃকরণ হয় বলিয়া সন্দেহের কারণ ঘটে। এতদিন এই বিষয়ে আমারই সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। এখন দেখিতেছি, সাধনাকেও সতর্ক থাকিতে হইবে। * * * * * ধর্ম্মীয় ঈর্ষ্যা বড়ই সাংঘাতিক বস্তু।

আমার শরীর? হোজাই হইতে শিলং পর্য্যন্ত ঘন ঘন হৃৎস্পন্দন গণিতে হইয়াছে। শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেশের সেবা করিয়াছি। জনতার স্রোত চলিয়াছে, আমারও ঘুম চলিয়াছে। নগাঁওতে মায়া নামে তোমার এক গুরুভগিনী আমাদের সকলকে মায়ায় বাঁধিয়াছে। তার যোগ্যতায় অত কোলাহলেও পূর্ণ বিশ্রাম নিয়াছি। শিলংএ পীযূষের বাড়ীতে ঊষা প্রভৃতি চারিটী সহোদরার নীরব সেবা বিশ্রামের অশেষ আনুকূল্য করিয়াছে। সাধনা তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নামকরণ করিয়া আসিয়াছে ভক্তিলতা। অনেকের অনেক নূতন সদ্‌গুণের পরিচয় এবার শিলংএও পাইলাম।

হোজাইতে পাইয়াছি প্রাণোচ্ছল উন্মাদনার সহিত শৃঙ্খলা রক্ষার অভাবনীয় চেষ্টা। লামডিংএ আজ এমন একটী কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দেখিলাম, যাহা ছবি তুলিয়া রাখিবার যোগ্য। নানা স্থানে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। এ জাতি মরে নাই, মরিবে না। বড় বড় লোকেরা মারা গেলেই দেশমাতা অনাথা হইয়া যাইবেন, ইহা সত্য নহে। সাধারণ মানুষের প্রাণের স্পন্দনই তুচ্ছ বা সাধারণ ব্যক্তিদিগকে অসাধারণ করিয়া থাকে, এই সত্যটী ভুলিয়া থাকা অন্যায়।

লঙ্কায় আসিয়া স্বাস্থ্য স্বাভাবিক হইয়াছে। লামডিং নিরুদ্বেগ দেহে প্রবেশ করিলাম। তবে পায়ে ব্যথা এখনো আছে।

সর্ব্বদা লক্ষ্য উচ্চে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(১০০)

হরিওঁ

লামডিং
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানে উপাসনান্তিক ভাষণে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকটী কথা মনে রাখিও। নেতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার জ্ঞানী, ধনী, মানী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে। সৎকার্য্যে তাহাদের অগ্রসর হইয়া আসিয়া সাধারণকে পরিচালনের দায়িত্ব প্রথমে লইতে হয়। যদি তাহারা তাহা না নেয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকদের মধ্য হইতেই নেতা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় এবং নির্ঝঞ্ঝাটে যাহাতে সেই নেতা সকলকে নিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারে, তাহার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে হয়।

তোমরা দুইটী উপায়েরই অনুশীলন যুগপৎ করিয়া যাও। আজ যাঁহারা অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, কাল তাঁহারা অতি সামান্য, অতি সাধারণ ছিলেন। এই কথাটী ভুলিয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০১)

হরিওঁ

লামডিং
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এক একটা নূতন স্থানে আসি আর এক একদল নূতন ছেলেমেয়েদের মায়ায় পড়ি। সকল স্থান হইতেই আসিবার সময়ে প্রাণটা আর্দ্র হইয়া পড়ে। তোমাদের ভক্তি, ব্যাকুলতা, চোখের বারি সব মিলিয়া এমনই একটা আবহাওয়া হইয়া যায় যে, আমার রুদ্র-কঠোর কুলিশ-কঠিন আবরণ ভেদিয়া স্নেহের সুরধনী ঝরিতে থাকে। এই জন্য, তোমাদের মধ্যে পুনরায় যাইবার কল্পনাটা কেবল আনন্দ-রস-ঘন সুমধুরই নহে, করুণও বটে। তবু তোমাদের মধ্যে আবার আসিব, আবার হাসিব, আবার গাহিব গান।

তোমরা দূর-দিগন্তের দিকে তাকাইয়া কাজ সুরু কর। সস্তায় কেল্লা ফতে'র বুদ্ধি প্রতিজনে পরিহার কর। দুশ্চর তপস্যায় তোমরা নবীন ভারত, নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিবে। কে একজন ঈশ্বর মানে নাই, ধর্ম্মকার্য্যকে ভণ্ডামি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, ধর্ম্মীয় বোধপ্রণোদিত অনুষ্ঠান সমূহকে আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রতারণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছে, বিপ্লবের মূলসূত্র তাহার মধ্যে নাই। নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবকে বাহাদুরীর স্তরে তুলিয়া নিয়া অকারণ অপরের বিশ্বাসকে ভণ্ডামি, প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা বলিয়া গালি দিবার মধ্যে বিপ্লবের কোনও সূচনা নাই, লক্ষণও নাই, ইহা চিন্তার স্থবিরতার লক্ষণ, নিজেকে জাহির করিবার জন্য অপরকে হেয় করিবার ইহা বাক্‌চাতুরী মাত্র। তোমাদের পথ-নির্দ্দেশ ইহার মধ্যে নহে। প্রত্যেকটী জীবে জীবে যে শিব বিরাজমান, প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সাধারণ ব্যক্তিকে

দিয়া যে মহৎ, বিরাট, বিশাল কার্য্য সম্পাদন করা যায়, যে-কোনও নগণ্য ব্যক্তি যে জগৎপূজ্য কীর্ত্তিধর পুরুষ হইতে পারে, এই বিশ্বাসকে মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে বিপ্লবের বীজ। বিপ্লব কথাটার মানে যাহারা জানে না, তাহারাই ব্যক্তিবিশেষের বাহাদুরীকে খুব একটা দারুণ ব্যাপার বলিয়া ভাবিতেছে।

নেতৃত্বের অভিমান না করিয়া সকলকে মূল লক্ষ্যে পরিচালিত কর। বিপুল ভাবে ক্ষেত্র-কর্ষণ কর। জমির সমস্ত আগাছা লাঙ্গলে লাঙ্গলে দূর কর। হালের খুঁটি শক্ত হাতে ধর। প্রত্যেক তুচ্ছ ব্যক্তির ভিতরে অশেষ কল্যাণকর উপাদান আছে, ইহা বিশ্বাস কর। প্রেমরসসিঞ্চনে এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল ও দৃঢ়কাণ্ড কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০২)

হরিওঁ

লামডিং

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এবার ভ্রমণে অধিকাংশ স্থানেই বক্তৃতা রাখি নাই। এখন ত' একনাগাড়ে এক মাস একেবারেই বক্তৃতা-ছাড়া ভ্রমণ হইবে। ভাষণ না থাকিলেও শুধু উপস্থিতি দ্বারাও কাজ হয়। সেই কাজ

ভালই হইতেছে। মানুষের সুপ্ত অন্তরে জাগৃতি আসাই লক্ষ্য। বকিয়া বা না-বকিয়া যে ভাবে পারো, সেই কাজ কর।

ভ্রমণে তুমি সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত। মানুষ কিন্তু বক্তৃতা শুনিতে চায়। তার জানা কথাটাই সে অন্যের মুখে শুনিয়া নিজের সৎ সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিতে চায়। বক্তৃতা শোনার আগ্রহের ভিতরে এই বস্তুটী অতীব সৎ এবং নিরেট খাঁটি। নিরভিমান সেবাবুদ্ধি লইয়া এই সব স্থলে বক্তৃতা শোনানো ভাল কাজ। বক্তৃতা দানের স্বপক্ষে ইহা উত্তম যুক্তি।

বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শুনিবার একটা বদভ্যাস হইয়া যায়, শুনিতেই ইচ্ছা করে, কাজ করিতে রুচি আসে না। এমন লক্ষণ দুর্লক্ষণ। এই সব স্থলে বক্তৃতা শোনার অভ্যাস কমাইতে লোককে সাহায্য করা উচিত। আমি ভাবিতেছি, আগামী ভ্রমণে স্থানে স্থানে কেবল নীরব জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যায় কিনা। তাহাতে মানুষের আভ্যন্তর মহিমা বাড়িবে, শুচিতাও বাড়িবে।

বক্তৃতা দিতে দিতে বক্তাদের আবার অহঙ্কার আসিয়া যায়। অহঙ্কার আসিলে বক্তারা মনে করে যে, বড় বড় কথা বলিয়াই তারা খুব একটা কিছু করিয়া ফেলিয়াছে। বড় বড় কথা বলার চেয়ে ছোট ছোট কাজ করার যে মহত্ত্ব অধিক, ইহা মনে রাখিলে এই অহঙ্কার দূর হইতে পারে।

জগতে বক্তা ও কর্ম্মী উভয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু যিনি বক্তা-কর্ম্মী, অর্থাৎ একাধারে বক্তা এবং কর্ম্মী, তাঁর প্রয়োজন

সর্ব্বাধিক। নীরব কর্ম্মীর সম্মান সবার চেয়ে বেশী। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মীরা যদি একেবারেই কথা না বলেন, তাহা হইলে অকর্ম্মী ও অপকর্ম্মীরা পথের নির্দ্দেশ পায় না। এই কারণে ক্ষেত্রবিশেষে নীরব কর্ম্মীরও নীরবতাভঙ্গের প্রয়োজন আছে। বক্তা যখন শ্রোতার কল্যাণে শ্রম করেন, তখন বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে প্রেম জন্মে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০৩)

হরিওঁ

লামডিং
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ এখনি মণিপুর রোড রওনা হইব। প্রেমাঞ্জন ও সদাসুন্দর বিছানা বাঁধিতেছে। আজ এখানে, কাল সেখানে। ভ্রাম্যমাণ গুরু চলমান শিষ্যমণ্ডলীর প্রবল স্রোতের মাঝখানে এক শাশ্বত সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া করিয়া শরীর মনের ক্লান্তি দূর করিতেছেন। এ এক বিচিত্র মধুরিমা। আর একঘণ্টা পরেই ট্রেণ। সহর এখনো জাগে নাই। লেখনী আমার ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে। কাল-পরশু কমপক্ষে এক শতখানা দীর্ঘ পত্র ডাকে দিয়াছি। অনেক পত্র জমিয়া আছে।

কাল এখানে অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলন হইল। অনুষ্ঠান সফল

হইয়াছে বলা চলে। এসব অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। দূরদূরান্তবর্ত্তী পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিচয় সম্মেলনের প্রথম ও প্রধান সুফল। অমুক তমুককে মুখচেনা চিনিল, ইহার নাম পরিচয় নহে। একে অপরকে মহৎ কর্ম্ম-সম্পাদনে সহায়ক ও সহযোগী রূপে পাইল, ইহার নাম পরিচয়।

দশজনে মিলিয়া যে-কোনও একজন বিপন্নকে অল্প অল্প সাহায্য দান করিয়া বিরাট বিপদ হইতে মুক্ত করিল,—এমন অধ্যবসায়ের রুচি-সৃষ্টি সম্মেলনগুলির দ্বিতীয় সুফল।

সকলে সকলের সর্ব্বশক্তি একটী লক্ষ্যে, একটী ক্ষেত্রে যুগপৎ প্রয়োগ করিয়া একটী স্থায়ী জনকল্যাণ চালু করিল, ইহা সম্মেলনের তৃতীয় সুফল।

যেখানে যে নূতন মঠ, মন্দির, আশ্রম বা ধর্ম্মসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে, কেবল অন্যান্য সঙ্ঘের সহিত কলহ-সৃষ্টির উপকরণই বৃদ্ধি করিতেছে,—এই যে শোচনীয় অবস্থা, তাহার প্রতীকার কি হইতে পারে, এই বিষয়ে চিন্তন ও অনুচিন্তন, ধ্যান ও অনুধ্যান সম্মেলনের চতুর্থ সুফল। নিজস্বতা বিসর্জ্জন না দিয়াও সকলের সহিত সম্প্রীতি রক্ষার কৌশল আয়ত্তে আনিবার প্রয়াস প্রত্যেক সম্মেলনের হওয়া উচিত।

মানুষ চিরকাল একক মুক্তির কামনা করিয়াছে। একক মুক্তির লুব্ধতা শিষ্যতে আর গুরুতে এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা বিশ্বজনের সহিত মিলনের অন্তরায়। মনুষ্যজীবনের

এই স্বার্থপর লক্ষ্যটীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। সকলের মুক্তির মধ্য দিয়া আমার মুক্তি, তোমার মুক্তি, তোমার আমার মুক্তির মধ্য দিয়া বিশ্বের সকলের মুক্তি, এই বোধের, এই আকাঙ্ক্ষার, এই বিশ্বাসের, এই রুচির, এই প্রেরণার সৃষ্টি আজ প্রয়োজন।

তোমাদের সম্মেলনগুলি তাহা করিতে সমর্থ হউক। দলগত স্বার্থ আর দলাতীত উদারতা, এই দুইটী জিনিষ এক সঙ্গে প্রায়ই থাকিতে পারে না।

সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। একক মুক্তির সাধনা অন্তরে অন্ধতা বা একদেশদর্শিতা জন্মায়, যাহা মিলনের বিঘ্ন। বিশ্বের সকলের মুক্তি বিশ্বের সকলের লক্ষ্য হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৪)

হরিওঁ

ডিমাপুর

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঈশ্বর-ভজনে যে সুখ, অন্য কোনও কাজে সেই সুখ নাই। এই জন্যই যাহারা ঈশ্বর মানে না, তাহারাও ঈশ্বর-সুখী ব্যক্তিদের সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয়। তোমরা জীবনের প্রতি কর্ম্মের ভিতর

দিয়া ঈশ্বর-ভজন, ঈশ্বর-পূজন কর। কেবল পুষ্প-বিল্বপত্র, তুলসী-চন্দন, ধান্য-দূর্ব্বা-তিল বা জপমালা সহায়েই তাঁহার ভজন-পূজন হয় না, অনুশীলন থাকিলে সহস্র কর্ম্মের দ্বারাও তাঁহার ভজন-পূজন হয়।

ভগবানের নাম করিবে বলিয়া জঙ্গলের মধ্যে নিরিবিলি একখানা ছনের ঘর তুলিয়াছিলে। দুষ্ট লোকের সহ্য হইল না, আগুন লাগাইয়া দিল। এজন্য মনমরা হইও না। অগ্নি আর ছাই, এর মধ্য দিয়া তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ সাধনার পীঠস্থান গড়িতে হইবে। যে অজ্ঞাত ব্যক্তি অগ্নিসংযোগে তোমার কুটীরটীকে দগ্ধ করিল, সে তোমার একনিষ্ঠার পরীক্ষা মাত্র করিতেছে। তাহাকে শত্রু ভাবিও না। তবে ভবিষ্যতে পুনরায় সে যাহাতে তোমাকে এইরূপ ক্লেশকর পরীক্ষায় ফেলিতে না পারে, তাহার জন্য তোমাকে সর্ব্বদা সতর্ক এবং খড়্গহস্তও হইতে হইবে।

সাধারণ মানুষ বাহিরে ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া ভজন করে। তোমরা অসাধারণ হও। তোমরা মনের মধ্যে ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নীরবতায় নিশ্চিত স্থৈর্য্য লাভ করিয়া ভজন চালাও। বাহিরের ভজন-কুটীর অনাবশ্যক নহে কিন্তু ভিতরের ভজন-কুটীরটী অত্যাবশ্যক।

শীঘ্রই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এই আনন্দে দিন গণিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৫)

হরিওঁ ডিমাপুর

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দারিদ্র্য তোমাদের কাজের বিঘ্ন করিতেছে, ইহা আমিও অনুভব করি। পরনির্ভরতাই দারিদ্র্যের জনক। এই জন্য আমি আজীবন পরমুখাপেক্ষিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ঘোষণা করিয়া যাইতেছি। তোমরা প্রতিজনে শ্রমবলে, স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতাপে নিজ নিজ দরিদ্রতা দূর কর। ইহাই প্রতিজনের প্রতি আমার অকুণ্ঠ সুপরামর্শ।

তোমাদের সংখ্যাল্পতা তোমাদের কাজের ক্ষতি করিতেছে শুনিয়া হাসিলাম। কাজ চালু রাখিলে দেখিবে, ক্রমেই তোমরা সংখ্যায় বাড়িতেছ। সংখ্যাল্পতা দূর করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। অল্প লোকেরাই চিরকাল বড় বড় কাজ সুরু করে, ক্রমশঃ তাহাদের সমর্থক বাড়ে। সত্যকে আশ্রয় করিয়া যদি চল, তবে সংখ্যাল্পতা একটা সমস্যাই নহে। প্রেমকে শরণ করিয়া যদি কাজ কর, বন্যার স্রোতের মত নরনারীর স্রোত আসিয়া তোমাদের কাজে যুক্ত হইবে। নিষ্ঠা আর প্রেম, নিজ কর্ম্মে বিশ্বাস, নিজ আদর্শে শ্রদ্ধা, —এসব থাকিলে সবই তোমার আছে জানিবে।

ঈশ্বরে অনির্ভর যে তোমাদের শত্রুতা করিতেছে, একথা যথার্থ। ঈশ্বরে যার নির্ভর নাই, বিশ্বাস নাই, তাহার সব থাকিয়াও

কিছুই নাই। বাহাদুরী করিয়া অনেকেই ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও এমন একস্থানে নিষ্ঠা থাকে, যাহাকে তাঁহারা অজ্ঞানতা বশতই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তোমরা প্রত্যেকে সাধনে রুচিমান হও। সাধন করিলেই প্রত্যয় জন্মে, কারণ, সাধন প্রত্যক্ষ দর্শনের জনক। তোমরা সাধনে অবহেলা করিও না।

নূতন নূতন দল হইল আর অন্য দলের সহিত লাঠালাঠি সুরু করিয়া দিল, ইহাই ত' এ দেশে এ যুগে বহু-বিজ্ঞাপিত তথাকথিত অসাম্প্রদায়িকতার পুরোধাগণের এক একটা চণ্ড-কীর্ত্তি। তোমরা এই রাস্তা হইতে দূরে থাকিও। তোমরা বিশ্বের সকলকে লইয়া প্রেমানন্দের পথে চলিবে। কলহ-কচায়ন, ভিন্নমতী ভিন্নপথীর নিন্দা-চর্চ্চা, অন্য সঙ্ঘের শ্রীবৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ, সুকৌশলে অন্য মতের লোকদিগকে হেয় করিবার অপচেষ্টা প্রভৃতি নিন্দনীয় স্বভাব ও আচরণ যেন তোমাদের মধ্যে কদাচ না থাকে। উন্মুক্ত উদার মন লইয়া সকলের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি দিও। জগতের কেহ তোমাদের পর নহে সকলে তোমাদের আপন।

যাহার যে প্রশংসা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিও। যাহার যাহা প্রাপ্য নহে, ভদ্রতা দেখাইবার জন্য তাহাকে সেই প্রশংসা করা কপটতা বা মিথ্যাচার। অন্যায় প্রশংসা হইতে এবং নিন্দা হইতে, এই দুইটী হইতেই তোমরা সযত্নে বিরত থাকিও। সত্যভাষণের

নাম করিয়া অপরের নিন্দা করিলে তাহার কুফলটী তোমাকেই লাভ করিতে হইবে, নিন্দিত ব্যক্তিকে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৬)

হরিওঁ

জোরহাট

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের অঞ্চলে সমাজের সর্ব্বস্তরে আমাদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ সেবাটুকুর অশেষ সমাদর হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম, যদিও অনাদর হইলেও দুঃখিত হইতাম না। কারণ, জগতের জন্য যতটুকু করিবার প্রয়োজন, তাহার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মাত্র করা হইতেছে বা যাইতেছে। ইহাতে আমাদের জন্য কোনও প্রশংসা প্রাপ্য হয় না। তবে, তোমাদের গ্রামটী গুণগ্রাহী সজ্জন ও মহিলাতে ভরা। এই জন্যই আমার চেহারা, চালচলন, কথাবার্ত্তা, দৃষ্টি, হাসি, ভাষণ আদি সব-কিছু তোমাদের এত ভাল লাগিয়াছে।

তোমাদের ওখানে পুনরায় আমার তিন চারি কি পাঁচ মাসের মধ্যে যাইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সঙ্কোচ করি এই কথাটা ভাবিয়া যে, আমাদের ভ্রমণ-তালিকা করার দরুণ আবার তোমাদের গ্রামের উপরে আর্থিক চাপ না পড়ে। আমি ভিক্ষা করি না, চাঁদা তুলি না, টাকা কড়ি আদায় করিবার কোনও

ফন্দীফিকিরে যাই না, ইহাই তোমাদের পক্ষে চরম অভয় নহে। আমি কোথাও গেলে চারিদিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় নরনারী আসিয়া গ্রাম পূর্ণ করিয়া ফেলিলে নিজেদের গ্রামের সম্মান রাখিবার জন্য কতকগুলি অনাবশ্যক অথচ আগুন্তুক ব্যয় আসিয়া গ্রামবাসীদের ঘাড়ে পড়ে। সেই কথা ভাবিয়া আমি সর্ব্বত্র বড় সঙ্কুচিত ভাবে গমন করি। এমন কিছু জীবনে করি নাই যাহাতে আমার জন্য গ্রামবাসীদের পীড়াবর্দ্ধনের অধিকার দাবী করিতে পারি। আমি যে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, তাহা জনসাধারণকে কৃতার্থ করিবার জন্য নহে, নিজে কাজ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য। এই জন্যই আমার আহারে, বিহারে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, আলাপে, আলোচনায় কোথাও কোনও আড়ম্বর নাই। আমি ব্রতধারী, নিজ ব্রত পালন করিয়া করিয়া মর্ত্ত্য আয়ুটুকুর সদ্ব্যবহার করিতে যতমান, আমার মধ্যে স্পর্দ্ধার বা দাবীর প্রবেশাধিকার অসঙ্গত। আবার যে তোমাদের গ্রামে আসিব, গ্রামবাসীদের পীড়া ত' উৎপাদন করিব না, এই কথাটাই বেশী ভাবিতেছি।

যেখানে বসিয়া স্থানীয় কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্কন্ধে ন্যস্ত জগজ্জোড়া কর্ত্তব্যের ভারও আস্তে আস্তে অপনোদনে বাধা হয় না, আমার স্থিতিস্থান তেমন জায়গায়ই করিতে হইবে। ভাষণ দিতে যাইতেছি বলিয়া অন্য কর্ত্তব্যগুলি পড়িয়া থাকিবে, ইহা না হয়। আমার নিকটে প্রত্যেকটী মিনিটের মূল্য একটী করিয়া শতাব্দীর মতন। কত শতাব্দীকে মিনিটের চেয়েও তুচ্ছ

করিয়া করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, এখন একটী মিনিটে শতাব্দীর কাজ সমাধা করিতে হইবে।

নিকটবর্ত্তী সহরের কর্ম্মী ভ্রাতারা আসিয়া চেয়ারে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া গেলেন আর চায়ের দোকানদারদের আয় বাড়াইলেন, এ সংবাদে দুঃখিত হইলাম। কারণ, ইহারা কাজ কিছু করিবেন বলিয়া আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কোথা হইতে কত জন আসিবেন, এ সংবাদ কেহই দিলেন না। আসিয়াও সময়-মত আহারের স্থানে আসিলেন না। এই সকল জামাইবাবুদের ভরসায় ভবিষ্যতে আর বসিয়া থাকিও না। আমার পরবর্ত্তী প্রগ্রামে প্রতিস্থান নিজ নিজ স্থানীয় বলেই কাজ করুক। অন্যের ভরসা পরিত্যাগ কর।

তোমাদের গ্রামের পাশের বাঞ্ছিত অঞ্চলগুলির একটা তালিকা ও রোড-ম্যাপ করিয়া আমাকে পাঠাও। এক চাপে আমি সব কয়টা সঙ্গত স্থান ঘুরিয়া যাইব। তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাইবার পরে আমি যোগ্যভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিব। সময়ের অভাবে সর্ব্বত্র বড়ই তাড়াহুড়া করিয়া কাজ করিতে হয়। ইহা স্বাস্থ্যকে উৎপীড়িত করে।

তোমার বিবাহ বা অবিবাহ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য নিজেই পিতার নিকটে উদ্‌ঘাটন কর। আমাকে এই ব্যাপারে মধ্যস্থ করিতে যাওয়াতে আমি বড়ই উদ্বেগ বোধ করিয়াছি।

তোমাদের গ্রামবাসী প্রত্যেককে আমার অভিনন্দন জানাইবে। তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে আমরা প্রতিজনে মুগ্ধ।

এবার যাহারা দীক্ষা নিল, আশা করি, তাহাদের প্রত্যেকেই বুঝিয়া সুঝিয়া দীক্ষা নিয়াছে, হুজুগে দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করে নাই। হুজুগে দীক্ষা আমার বড়ই না-পছন্দ। দীক্ষা লওয়া উচিত সাধন করিবার জন্য, "আমি অমুক গুরুর শিষ্য" এই পরিচয় দিয়া বেড়াইবার জন্য নহে। অনেকে যে এই কথাটা বোঝে না, ইহাতে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হই। ঘটা করিয়া প্রণাম করিলে, হৈ-চৈ করিয়া শোভাযাত্রা করিলে, অঞ্জলি ভরিয়া প্রণামী দিলে আমি সুখী হই না, সুখী হই, প্রাণমন দিয়া সাধন করিলে। একজনে একাগ্রতা নিয়া সাধন করিলে তাহার শুভফল অজ্ঞাতসারে হাজার লোকের উপরে পড়ে। ইহা এক সুমহৎ জগন্মঙ্গল। আমি জগন্মঙ্গলের পূজারী, নাম, যশ, মান, প্রতিপত্তি, ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য বা প্রভুত্বের পূজারী নহি।

তোমার যে দুই রোগের কথা লিখিয়াছ, তাহা মনের বলেই দূর হইবে। ঔষধ কদাচিৎ উপলক্ষ্য মাত্র হইতে পারে, ইহার অধিক সম্মান ঔষধের নয়। জগন্মঙ্গল সঙ্কল্পে সর্ব্বব্যাধি-নিরাময় হয়। অবিরত জগৎ-কল্যাণ চিন্তনে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক বিষণ্ণতা আপনা আপনি দূর হয়। এগুলি সুপরীক্ষিত সত্য। তুমি সৎসঙ্কল্পবলে নিজ ব্যাধি দূর কর। "ব্যাধি-মুক্ত হইয়া তারপরে সমাজের সেবা করিব", এই ভাব না রাখিয়া "মনের বলে ব্যাধির প্রতীকারে প্রবৃত্ত রহিয়া যুগপৎ সমাজের সেবা চালাইয়া যাইতে থাকিব" এই ভাব অবলম্বন কর। পৃথিবীতে অনেক ব্যাধিগ্রস্থ

ব্যক্তি মনের বলে অভাবনীয় কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমার নিকটে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী আলোকস্তম্ভ স্বরূপ হউক।

তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে এমন অনেকেই থাকিবেন, যাঁহারা কাজের কাজ কিছুই করিবেন না, কেবল যশ অর্জ্জনের অবসর আসিলে লোক ঠেলিয়া বুক ফুলাইয়া ক্যামেরার সামনে দাঁড়াইবেন। এই সম্ভারনাটী স্বীকার করিয়া লইয়াও বলিব যে, খুজিলে এমন দুই একটী রত্নও মিলিবে, যাহারা কদাচ নাম-যশের লিপ্সু হইবে না কিন্তু নির্দ্দেশ পাইলে কাজ করিয়া যাইবে। তোমরা চেষ্টা করিয়া এমন সদাত্ম পুরুষগুলিকে খুঁজিয়া বাহির কর। আর, যতদিন এমন লোকেরা চোখের সামনে ধরা না দেন, ততদিন নিজেরাই যতটা পার নিরভিমান হইয়া কাজে লাগিয়া থাক। সহকর্ম্মীরা যোগ্য ভাবে সহযোগ না দিলেও তাহাদের প্রতি সপ্রেম-অন্তরে দৃষ্টিপাত কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।
কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য"**, **"সংযম সাধনা"**, **"জীবনের প্রথম প্রভাত"**, **"অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার-জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"**, **"বিবাহিতের জীবন সাধনা'** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।
কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার-জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা' ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০

ধৃতং প্রেম্ণা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সপ্তদশ খণ্ড